নববৃন্দাবন।

অর্থাৎ

ধর্ম্মসমন্বয় নাটক।

তৃতীয় সংস্করণ।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
[ভগবদ্গীতা।]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মকর্ত্তৃক

বিরচিত।

কোচবিহার।

কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় সাহায্যে মুদ্রিত।

১৮২৭ শকাব্দাঃ।

মূল্য ১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নববৃন্দাবন তৃতীয় সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তিত এবং সংশোধিত হইল। পুস্তক পাঠকের জন্য সমগ্র অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক গুলি অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা চারি ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় শেষ করিতে চাহেন তাঁহারা রঙ্গভূমির উপযোগী করিবার জন্য ইহার অংশ বিশেষ বর্জ্জন বা গ্রহণ করিবেন।

গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় করিতে পারিবেন না।

গ্রন্থকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই নাটক পর্য্যায়ক্রমে চারি দিন চতুর্ব্বিধ ভাবে অভিনীত হইতে পারিবে। আদ্যোপান্ত সমস্ত অঙ্ক এক রাত্রে ৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইবে না, এই জন্য কোন কোন দৃশ্য পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়া নাট্যোল্লিখিত বিষয়টী নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের সহিত চারি দিন চারি প্রকারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইল।

নিম্ন লিখিত প্রকারে ৪ দিন অভিনয় হইতে পারিবে।

১ম।

(১) মঙ্গলাচরণ। (২) নরহরির আটচালা। (৩) অবিনাশের বসিবার ঘরে ফরাস বিছানা। (৪) নরকান্তের বাড়ী। (৫) গ্রেপ্তার। (৬) পাগলি। (৭) আণ্ডামান। (৮) দেশে আসা। (৯) নীলগিরি। (১০) বনে পাপপুরুষ। (১১) গঙ্গাতটে তপস্যাস্থান। (১২) সুখী পরিবারে শেষ।

২য়।

(১) মঙ্গলাচরণ। (২) চারুর পাঠগৃহ। (৩) প্রেমলতার বাসা। (৪) ইণ্ডিয়া ক্লাব। (৫) নরকান্তের বাড়ী। (৬) কলেজ। (৭) গ্রেপ্তার। (৮) রুদ্রনাথ। (৯) আণ্ডামান। (১০) দেশে আসা। (১১) নীলগিরি। (১২) তপস্যারস্থান। (১৩) রেলওয়ে প্লাট ফরমে শেষ।

৩য়।

(১) মঙ্গলাচরণ। (২) ফরাস বিছানায় অবিনাশ। (৩) নরকান্তের বাড়ী। (৪) গুড়েরমার গলি। (৫) গ্রেপ্তার। (৬) পাগলি। (৭) আণ্ডামান। (৮) দেশে আসা। (৯) নীলগিরি। (১০) পাপপুরুষ। (১১) গঙ্গাতটে তপস্যাস্থান। (১২) সুখী পরিবারে শেষ।

৪র্থ।

(১) মঙ্গলাচরণ। (২) নরকান্তের বাড়ী। (৩) গ্রেপ্তার। (৪) পাগলি। (৫) আণ্ডামান। (৬) দেশে আসা। (৭) নীলগিরি। (৮) পাপপুরুষ। (৯) গঙ্গাতটে তপস্যাস্থান। (১০) রেলওয়ে। (১১) সুখী পরিবারে শেষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম।

প্রধান পুরুষগণ।

নরহরি বসু (গৃহস্বামী)	রঘুমণি ত্রিবেদী (নরহরির বন্ধু)
অবিনাশ বসু (তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র)	ভোলামাতাল (অবিনাশের সুরাচার্য্য)
বলরাম কবিরত্ন (অবিনাশের সহকারী)	স্বামী অভেদানন্দ (ধর্ম্মোপদেষ্টা যোগী)
ডাক্তার নরকান্ত খাসনবিশ (ঐ)	হরিসুখ বসু (অবিনাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)
বিনোদবিহারী মিত্র (ঐ)	রাখালমাধব বসু (নরহরির মধ্যম পুত্র)
কালাচাঁদ কেরাণী (গৃহস্থ বৈষ্ণব)	মহানন্দ ঘোষ (চারুশীলার ভ্রাতা)
ভৃগু মাষ্টার (নাস্তিক জ্ঞানী)	

প্রধানা স্ত্রীগণ।

চারুশীলা (অবিনাশের স্ত্রী)	হিরন্ময়ী (রাখাল মাধবের স্ত্রী)
অলকাসুন্দরী (অবিনাশের মাতা)	সুরাঙ্গনা (অবিনাশের ভগ্নী)
প্রেমলতা (হরিসুখের পত্নী)	

অপ্রধান ব্যক্তিগণ।

কমিশনরগণ খ্রীষ্টান য়িহুদী মুসলমান বৌদ্ধ পারসী এবং বিধানবিশ্বাসী প্রভৃতি।

ছাত্রগণ	অবিনাশের বালক বালিকাগণ।
চাকর	চোর ডাকাতগণ
শশধর (অভেদানন্দের সঙ্গী)	পাপপুরুষ
রুদ্রনাথ বসু (নরহরির ভাই)	বিবেক বৈরাগ্য

পুলিসইনস্পেক্টর জমাদার ও কনেষ্টবলগণ পাহাড়ী বাবা।

সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন্।—আড়াঠেকা।

হে মাতঃ জ্ঞানদে, দেহি সুমতি সুজ্ঞান;
কর দেবী ভকতের কণ্ঠে অধিষ্ঠান।
লইলে তোমার নাম, পূর্ণ হয় সর্ব্বকাম,
যাচি কর যোড়ে, কর দাসে বর দান।
তুমি দিব্যালোকদাত্রী, কৃপাময়ী বিশ্বধাত্রী,
বেদমাতা বিদ্যাশক্তি মঙ্গলনিদান;
প্রেমিক হৃদয়ারাম, নববৃন্দাবন ধাম,
প্রকাশি জগতজনে দেও পরিত্রাণ।

স্তব।

| | | | | |

ত্বংহি মাতঃ চিন্ময়ী অনন্ত-রূপধারিণী।
দৈবশক্তি শুভ্রমূর্ত্তি সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী॥
দেহি বুদ্ধি ভাবভক্তি সদ্বিবেক সম্বল।
বার বার ও পদ-প্রসাদ মাগি কেবল॥
এস দেবি, আজ এই দিব্য নাট্য মন্দিরে।
আসি ধর্ম্মরঙ্গভূমি তার বঙ্গবাসিরে।
মানবের মঙ্গলের সাধনের কারণে।
কাব্য নাটকের সৃষ্টি দেবতার শাসনে।
এই সত্য যেন মাত পারিগো প্রমাণিতে।
দেহ শক্তি ভারতের পাপ দুঃখ নাশিতে।

প্রার্থনা।

জননী বাগ্দেবী, বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জিনী, এই "নববৃন্দাবন" রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রসগ্রাহী কবিকুলের চিত্তবিনোদন করুন! স্বদেশ মাতৃভূমির মঙ্গলোদ্দেশে তাঁর প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, মা নিরাকারা জননীর প্রসাদে যেন আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হই। তাঁর পবিত্রপাদস্পর্শে এই রঙ্গভূমি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হউক!

স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। (শঙ্খধ্বনি)

নববৃন্দাবন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামকৃষ্ণপুর—নরহরি বসুর আটচালা।

নরহরি আসীন।

বলরাম কবিরত্নের প্রবেশ।

বল। আহা! আজ গঙ্গার কি শোভা! বড় বাহারের জায়গা করেছেন কিন্তু বোস্‌জা মশায়! কি চমৎকার ফুলই ফুটিয়েছেন! (ভাবেমগ্ন) হুঁ হুঁ—তানা নানা—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"। ওরে বোদে, তামাক দে। (আসীন) বাড়ীর সব কুশল তো? কদিন দেখা হয় নি, ছেলে গুলি সব বেশ রোজগার করে আন্‌ছেতো?

নর। কৈ, টাকাত দেখতে পাইনে। সকল জিনিষই অগ্নিমূল্য, আজ-কাল দিন নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন হয়ে পড়েচে।

বল। তাতে আর আপনার কি দুঃখ বলুন। আপনার প্রতি কমলার যেরূপ কৃপা, ধনে পুত্রে সর্ব্বাংশেই মহাশয় সুখী। রামকৃষ্ণপুরের মধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আর তো আমি দেখতে পাইনে। আহা সন্তান-গুলি রূপে গুণে এক একটি যেন রত্ন! বেঁচে থাক্, ভগবান্ সকলকে দীর্ঘজীবী করুন।

নর। এখনকার ছেলেরা লেখাপড়ায় ভাল বটে, টাকা কড়িও রোজ-গার কর্ত্তে পারে, কিন্তু বড় ওড়ম্বা। কুলধর্ম্ম, প্রাচীন রীতি নীতি কিছুই

মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার দিকেই সকলের ঝোঁক্। আজ আবার বাড়ীতে গুরুপুত্র এসেছেন, চটেই যাবেন, না কি, তাই ভাব্ছি।

বিনোদবিহারী মিত্রের প্রবেশ এবং শয়ন।

বল। কি হে নাতি, এসেই যে শুয়ে পড়লে? বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েচ, দেখি, মাইনে টাইনে আর বাড়ল কি?

বি। আর ঠাকুদ্দা তুমিও যেমন, খেটে খেটেই প্রাণটা গেল। ব্যাটারা যত রাজ্যের কাজ ঘাড়ে চাপিয়েছে, মাথা তোল্বার অবসর পাইনে। পরাধীনতা কি মহাপাপ! (চিত হয়ে শুয়ে) আঃ বাঁচ্লুম! ঠাণ্ডা বাতাসে গাটা জুড়িয়ে গেল! একে চাঁদনী রাত, তাতে আবার ভুর ভুর করে ফুলের গন্ধ আস্চে, একটি ব্রহ্মসংগীত কেউ গায় তো শুনি।

বল। ব্রহ্মসংগীত শুনবে? আগে এলে হতো, আমি তা এসেই গেইচি।

বি। বটে! (উঠিয়া বসিয়া) ও হো হো হো কি ভাবুক আমার! দাদা আমার সর্ব্বঘটেই আছেন। মনে মনে (এমন বকাধার্ম্মিক আর দুটি নাই)।

নর। কি হে বিনোদ, আপিষের ওপর বড় চটেচ যে দেখ্তে পাই! চট্লে খ্যাট্ চল্বে কোত্থেকে? আজকাল তোমাদের এমে বিএর আর বড় মান নাই।

মহানন্দের প্রবেশ।

বি। আজ্ঞে তা বটে, বি, এল্টা দিয়ে স্বাধীন হতে পাল্লে বাঁচি। মশায় বল্তে কি, বড়ই জ্বালাতন হইচি। ব্যাটারা এমনি স্বার্থপর, আপনারা উঁচু পদ, বেশী বেতনের চাকরীগুলি নিয়ে কেবল আমাদের খাটিয়ে মারে। কাজে তো কিছু কত্তে পার্ব্বনা, মুখে দুট বলে গায়ের ঝালটা মিটিয়ে নিই। বাস্তবিক ওরা বড় পাজি জাত্।

মহা। না না, এটা বলা তোমার ঠিক হল না। ইংরেজদের কাছে আমরা অনেক বিষয়ে উপকৃত আছি। ওরাই এখন আমাদের অভিভাবক, মুরব্বি।

বি। হাঁ হাঁ বুজিচি, তুমি বুঝি রাজভক্ত প্রজা? রোজ রোজ গিয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে এস।

মহা। তুমি কি রাজভক্তি মান না?

বি। হাঁ, রাজভক্তি মানবে না বলে ঢেঁকি করবে! হরিভক্তিই উলটে গেল। বিদেশীর প্রতি কি ভক্তি হয়? তবে রাজবিধি অবশ্য মানি। আমাদের শিক্ষিত দলের সকলেরই এই মত। মানুষের কেন খোসামোদ করবো?

মহা। তবে পিতৃমাতৃভক্তিরই বা কি দরকার? মা বাপকে চারটি ভাত কাপড় দিলেই তো পুত্রের কাজ চুকে গেল?

বি। রাজা যদি অত্যাচারী, স্বার্থপর, প্রজাপীড়ক হয়, তবুও কি তাকে মানতে হবে না কি?

মহা। মা বাপ যদি মন্দ স্বভাব হয়, তা বোলে কি তাঁদিগকে মান্য কর না?

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

বি। অবশ্য করি। কিন্তু তেমন যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না।

মহা। তেমনি সম্বন্ধ ও পদমর্য্যাদার জন্য সম্মান দেখান চাই। বিধাতার বিধানে যে ওরা এ দেশের রাজা হয়েচে এটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে।

বি। আমি তা মানি নে। ও ব্যাটারা উচ্ছন্ন গেলেই ভাল। ভগবান ওদের শীঘ্র নিপাত করুন এখন এই চাই।

কালা। আচ্ছা, অন্য দেশীয় কিম্বা স্বজাতীয় লোক যদি রাজা হয়, তা কি তুমি পছন্দ কর?

বি। না দাদা, সব মানুই সমান। বরং বিজাতীয় প্রভুত্ব সহ্য হয়, কিন্তু হেরো তেরো রামকেষ্টা যে লাট মেজেষ্টর হবে তা সইবে না। সকলেই নিজের দিকে ঝোল টানে। আচ্ছা ঠিক বল দেখি (মহানন্দের প্রতি) এ সম্বন্ধেতোমার কি মত?

মহা। আমি ভাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় পৃথিবীর ঘটনা দ্বারা যা বুঝি, তাতে মনে হয়, ইংরেজেরা এ দেশের মঙ্গলের জন্যই রাজা হয়েচে। ওরা বেশ রাজকার্য্য কচ্চে, দেশ শাসনে রেখেছে, ওদের গায়ে খুব বলও আছে, ঐ বিষয় নিয়েই ওরা থাক; আমরা ফাঁকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নিই। তুমিও যেমন, দুদিন পরে কে কোথায় পড়ে থাকবে। ওরা ক্ষেত্রি হয়ে দেশ শাসন করুক, আমরা মুনি ঋষি হয়ে যোগ সাধন করি। মিছে অসার বিষয় ভেবে কি হবে?

নর। বেশ কথা বলেচ। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের যথেষ্ট মান্‌তেন। তাঁর কাছে আমরা অনেক তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি। বিনোদ, তুমি আবার কি রকম ব্রহ্মজ্ঞানী হে?

বি। কেন মশায়, আমরা বিজ্ঞান যুক্তি ছাড়াতো কোন কথাই বলি নে? ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানি, কিন্তু রাজকার্য্য কিম্বা সংসারের বিষয় ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব কি? তিনি বোঝেনই বা কি?

বল। ওহে নাতি, থাম, আর কাজ নাই, বিদ্যে বোঝা গেচে। তোমাদের সঙ্গে নাস্তিকদের অতি অল্পই প্রভেদ। চোরে চোরে মাস্তুত ভাই।

বি। যাক্ আর পাঁচ কথায় কাজ নাই। পাশা যোড়াটা নিয়ে আয় রে, এক বাজি খেলে যাই। (গুড়গুড়ির নল এগিয়ে দিয়ে।)—নেও ঠাকুদ্দা, তামাক খাও।

বল। আমাদের হুঁকোটা অম্‌নি আনিস রে।

বি। কেন এতে চলবে না? হুঁউঁ! আবার হিঁদুয়ানি টুকু ফলান আছে।

বল। কেন থাক্‌বে না? শূদ্রের হুঁকোয় মুখ দিতে হবে না কি? বড় যে আস্‌পদ্ধার কথা দেখি!

বি। (আস্তে আস্তে পাছের দিক হইতে বলরামের টিকি স্পর্শপূর্ব্বক) কি গো কবিরত্ন মশায়! ইঁদুরের ল্যাজের মত রিফাইণ্ড টিকি কোথায় পেলে?

বল। (ঘাড় বাঁকাইয়া) কি বেল্লিক্? শূদ্দুর হয়ে টিকিতে হাত! আরে মোলো কুষ্মাণ্ড। আমি কি তোর মতন নাস্তিক যে টিকি থাক্‌বে না? ছোট লোক ব্যাটারা দুপাত ইংরিজি পড়ে পৃথিবী যেন সরাখানা দেখে। ধর্ম্ম আছে বলে কি মনে একটু ভয়ও হয় না? হায়! কি ঘোর কলি উপস্থিত।

বি। ওহে বলাই বদ্দি, সব জানি, বেশী চালাকী কোরো না। এখনও ফোমেণ্ট কল্লে পেট্ থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে পড়ে।

নর। আহা হা, এমন কথাটা বলা ভাল হচ্চে না। ওঁরা অতি সদ্বংশজাত ব্যক্তি, কত ব্রাহ্মণ ওঁদের শিষ্য আছে তা জান?

বি। আরে মশায়, আপনি কি জানেন? এখন দেখ্‌ছেন টিকি মাথায় মহা হিঁদু, আবার যখন চুল্‌টি বাগিয়ে ইয়ারদলে মেশেন তখন ও টিকির আর

টিকি দেখা যায় না। ঐতো চেহারা! উরির মধ্যে সব রকম আছে। হোটেলের খানা টুকু খাওয়া আছে। আবার চরিত্রে কিঞ্চিৎ—আর বল্‌ব?

বল। হাঃ—হাঃ—হাঃ, ছোঁড়াটা বড় পাকা। ওরে তোকে আমি ন্যাংটো দেখেছি তা জানিস্? (নরহরির দিকে ফিরিয়া) ওতো সে দিনকার ছেলে, আজ আপনারা দেখ্‌চেন মস্ত দাড়ি গোঁপ; ছোকরা ভারি বুদ্ধিমান্। আচ্ছা দে দে তোর নলেই খাচ্চি।

নর। কি বলরাম! তুমি যে হেঁসেই গাটা পাত্‌লা কোরে নিলে দেখ্‌চি। সত্যি নাকি সব?

বল। আজ্ঞে আপনারাতো সবই জানেন, রামমোহন রায়ের সময়ের লোক, কোন বিষয়ে প্রেজুডিস্‌তো নাই; আমরাও সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। নিয়ে আয় রে হাড় কখানা, একবার খেলে যাই।

কালা। থাক্ থাক্ আজ আর হাড় ঠকঠকানিতে কাজ নাই, রাত ঢের হয়েচে।

(বিনোদ, বলরাম ও মহানন্দের প্রস্থান)

উঁ হু হু হু কি দুর্গন্ধ! ভদ্র লোকের ছেলে হয়ে এত প্যাঁজ খায়! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

নর। ওহে কালাচাঁদ, আজ কাল যে নানা রকমের ব্রহ্মজ্ঞানী দেখ্‌তে পাই হে। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই কোরে তুলেচে। আমাদের হরে আবার কোন্ দলে গেল? খোল কর্ত্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, আবার নিরামিষও খায়, কালে কালে কতই হবে।

কালা। মশায় যাই বলুন, স্বর্গীয় কর্ত্তারা যা করে গেচেন তেমনটী আর হবার নয়। এই বাড়ীতে আমরা কত ব্যাপারই দেখেচি, সে সকল এখন কিছুই নাই। দোল, রাস, মচ্ছোব, ঝুলনে বাবাজীরা আস্‌তেন আর প্রেম্‌সে ঝাঁকি মেরে মালপো মোহনভোগ খেতেন। তখন আহা কি আনন্দই ছিল!

নেপথ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি ও গালাগালি।—

নর। আ কি পাপ! আজ বাড়িতেই যে আরম্ভ করেচে দেখি।

(নেপথ্যে গণ্ডগোল—ওরে গেলুমরে, মলুমরে, ওরে বাবারে। ওরে শালারা জ্যান্ত মানুষ খুন করলেরে)।

কালা। ও মশায়, বুঝি খুন হলো! আজ কি বাবুরা বাগানে জান্‌নি?

নর। যাও, যাও, দেখ বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটালে। কি বিপদেই ভগবান্‌ ফেলেচেন! গুরুপুত্র কি যে মনে করবেন! হায় মান সম্ভ্রম আর রইল না।

(দ্রুতপদে কালাচাঁদের প্রস্থান)

(পদচালনা করিতে করিতে) ছেলে না হলেও দুঃখ, আবার হলেও এই দশা। বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকা বড়ই কর্ম্মভোগ। শেষ জেলেই যেতে হবে, না কি! সব ছেড়ে ছুড়ে কাশীবাসী হওয়াই ভাল।

কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

কিহে, ব্যাপারটা কি বল দেখি শুনি?

কালা। না, ও কিছু নয়, মাতাল ব্যাটারা হ্যাঙ্গাম করছিলো। এমন বিদখুটে আমোদও দেখি নাই। শূয়রের গু না খেলেই নয়?

নর। বিষয়টা কি?

কালা। কি আর শুন্‌বেন? বাবুরা জুটে মদ খেয়ে ভোলা মাতালটার ঠ্যাং ধরে হড় হড়িয়ে সিঁড়িতে নাবাচ্ছিল। হতভাগার গাময় বোমি, বিষ্ঠে, ধূলো কাদা মাখা, নাকে মুখে রক্ত পড়চে, দেখে বড় দয়া হল। ভাবলাম মুখে একটু জল দি। তা ব্যাটা আবার বলে কি—" কেরে বাবা এত রেতে ঠাণ্ডা জল দেও, দেখো ইয়ার যেন আমার নেশা ড্যামেজ্‌ না হয়।" কথা শুনে হাসবো কি কাঁদবো কিছু বুঝতে পারিনে। যা হোক্‌, মোদ্দা কোন ভয় নাই।

নর। সেথা কে কে আছে দেখ্‌লে?

কালা। বাবুরা সব্বাই আছেন। আপনি গুরুপুত্রের জন্যে ভাবছিলেন, সে আর ভাব্বার দরকার নাই, তিনিও দিব্বি তোয়ের হয়ে দলে মিশেছেন।

নর। (কপালে করাঘাতপূর্ব্বক) হা কি ঘোর কলি! গোস্বামিসন্তানেরও এই দশা হ'ল। আমরাও ত ইংরেজি পড়েছি, পোর্ট, বিয়ার, সেম্পিন্‌ একটু একটু খাই, কৈ এমন মাতলামি তো করিনে! হায়। আমার এই দৃষ্টান্তেই কি শেষ এই দশা ঘটলো?

কালা। আমি তবে এখন বিদায় হই।

নর। কোথায় আর যাবে? এইখানে চারটি খেয়ে শুয়ে থাক না? তুমিত মুক্ত পুরুষ হে, স্ত্রীপুত্রের ভাবনাও ভাবতে হয় না, কিছুই না। আমরা অতি পাপিষ্ঠ।

কালা। আজ্ঞে তা সত্য, কিন্তু শুতে এখানে পার্ব্ব না, বরং খেতে পারি। একবার হরিসভায় যেতে হবে। (বেগে প্রস্থান)

নর। (স্বগতঃ) হা জগদীশ্বর! কারেই বা কি বল্‌বো, সকলেই সমান। লোক্‌টার সব মরে গিয়েছে, তবু বলে কি না এখানে শুতে পার্ব্ব না। কলিতে কি দুরাচারই বৃদ্ধি হয়েছে! ওরে বোদে (শয়নার্থ প্রস্থান) হুঁকো টুকো গুলো তোল। (বৈদ্যনাথ লুকিয়ে মনিবের আলবোলায় তামাকু সেবন এবং তাকিয়ে ঠেস দিয়া বিশ্রাম)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নরহরির অন্তঃপুর—চারুশীলার পাঠগৃহ, সপুত্র চারু আসীনা।

হরিসুখের প্রবেশ।

হরি। বড় বউ দি. ঘরে আছ কি? এই বই খানি তোমার জন্য এনেছিলাম। বড় ভাল ভাল কথা সব এতে লেখা আছে। বড়্ দাদার সংবাদ কি? (চৌকিতে উপবেশন এবং পুস্তক প্রদান)।

চারু। এস, ঠাকুরপো এস। (পুস্তক মস্তকে স্পর্শপূর্ব্বক) কৈ কিছু খবর ত পাচ্ছিনে। আহা! বই খানির বেশ নামটি,—"সুখীপরিবার"—কিন্তু সে যে কেমন সামগ্রী তার মর্ম্ম জান্‌লাম না। ঠাকুরপো, তোমার কল্যাণে অনেক ভাল ভাল বই পড়্‌তে শিখ্‌লাম। তুমি যদি এমন যত্ন করে আমায় না শেখাতে আর সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা উপাসনা না কর্ত্তে, তা হলে এত দিন আমি হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তাম। দয়াময় ভগবান্ আমায় সে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন।

হরি। এ কথা শুন্‌লে আমারও মনে বড় আহ্লাদ হয়। তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে আমি বড় উপকার পাই। কিন্তু বিধাতার মনে কি আছে জানি না, দাদার দুর্দ্দশার কথা ভাবলে একেবারে আমার বুক যেন ভেঙ্গে পড়ে। কেবল উপাসনা প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং পরসেবায় তুমি সকল দুঃখ ভুলে আছ, আহা! ইহা অপেক্ষা ভগবানের দয়ার পরিচয় আর কি

হতে পারে ? সংসারে এই রূপ নিষ্ঠা, ভক্তি, বৈরাগ্য এবং স্থির বিশ্বাস ভিন্ন কাহারো নিস্তার নাই। কোন্ লোকেরই অবস্থাত নিরাপদ দেখিনে। যাহোক ভগবান্ যে বিপন্নের বন্ধু তোমার জীবন তার একটি উদাহরণ। তোমার হৃদয়ের প্রার্থনা পিতা অবশ্যই সফল কর্‌বেন।

চারু। ঠাকুরপো, বেশী আর কি বল্‌ব, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই হতেও আপনার। আহা! তোমার মুখে ধর্ম্মের কথা শুন্‌লে আমার চোকে জল আসে। সে দিন তুমি যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস বিবরণ পড়্‌তে পড়্‌তে বিষ্ণুপ্রিয়ার আক্ষেপের কথা বল্‌তে লাগ্‌লে তখন আমি বিধাতার মহিমা যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম। এমন সতী লক্ষ্মীর কোল্ থেকে কেড়ে নিয়ে যদি তিনি সোণার গৌরাঙ্গকে পথের ভিখারী কর্‌লেন, তখন আমার আর এ কি কষ্ট ? তিনি গৌরপত্নী হয়ে যদি এত সহ্য কর্‌লেন তবে আমি চির অপরাধিনী সামান্যা নারী, আমারতো দুঃখ ভোগ করবারই কথা। হায়! আমি ভগবানের চরণে না জানি কতই অপরাধ করেছি।

হরি। তোমার আর কি অপরাধ বল। এত কষ্ট সয়ে তুমি যে দাদাকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর, এই দৃষ্টান্তই নারীকুলের গৌরব।

চারু। আচ্ছা এমন কোন নিয়ম কর্‌লে হয় না যাতে কোন ভাবনা আর আমার মনে না আসে ? মনে কচ্ছিলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গৃহস্থালির কাজে এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে এমনি মন দেব যে কোন দুঃখ চিন্তা আর আস্‌তে পারবে না। ঠাকুরপো, একটা ব্রত আমাকে বলে দেও, আমি তাই পালন করি। নৈলে কেমন যেন ফাঁক ফাঁক ঠেকে।

হরি। নিজে ঠিক্ যা বুঝ্‌তে পারচো ওর ওপোর আর কথা নেই। তাই করবে। এখন তবে আমি যাই।

(প্রস্থান।)

চারু। (একাকিনী চিন্তামগ্ন হইয়া) হে দীনবন্ধু, দাসীর প্রতি যদি এতই কর্‌লে তবে ঠাকুর আর একটু মুখ তুলে চাও। হায়! আমি পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে বদ্ধ হয়ে কি তোমার চরণ সেবা কর্ত্তে পাব না ? আমি তোমার কাছে সুখ সম্পদ চাইনে ঠাকুর, সুখীপরিবার মধ্যে সকলে মিলে দাস দাসী

হয়ে তোমার ভজনা করবো, এই কেবল আমার অভিলাষ। দাসীর মনোবাঞ্ছা কি নাথ পূর্ণ হবে না? কেনই বা হবে না? তুমি যে ঠাকুর অগতির গতি। তোমার প্রসন্ন মুখ যে আমাকে কেবল আশার কথাই বলিয়া দেয়। (গলবস্ত্রে প্রণাম)

সুরাঙ্গনার প্রবেশ।

সুরা। কিলা বড় বউ! কি কচ্চিস্? চুপ্ করে একা কি ভাব্‌ছিস্?

চারু। এস ভাই ঠাকুরঝি এসো, বসো। (আসন প্রদান) কি আর ভাব্‌বো, এই একটু পড়া শুনো নিয়ে আছি।

সুরা। (হাসিয়া) তুমি ভাই কিন্তু খুব নেকা পড়া শিখেছ। আমার আর ও সব হবার জো নাই। দুই এক খান নাটক যা পড়েছিলাম তাও ভুলে গেছি। আছিস্ কেমন বল্। বড় বাবু কিছু গয়না টয়না দিলে কি? এত টাকা পায়, কি করে?

চারু। তুমিও যেমন দিদি, আমায় আবার গয়না দেবে! যা দু পাঁচ খান ছিল, তাও বাঁধা পড়ে আছে।

সুর। আহা! তাইতো গা, হাত দুখানি যেন কচুর ডাঁটা হয়ে রয়েছে! (স্বহস্ত তুলিয়া) দেখিছিস্, কেমন এক নতুন তর চুড়ি! আমাদের তিনি বোম্বাই থেকে কিনে এনেছেন। পরবার এ সাড়ী খানাও ঐ দেশের। তিনি ভাই যখন যে দেশে বেড়াতে যান তখন সে দেশের ভাল ভাল সামগ্রী পত্তর আমার জন্তে আনেন। বুড় হয়েছেন, চোকে ভাল দেখ্‌তে পান্ না, তবু খুঁজে পেতে সব আনেন। আমায় এম্‌নি ভাল বাসেন যে, ভয়ে একেবারে টটস্ত।

চারু। দিব্বি সাড়ী খানি। রংটী বড় সোন্দর। পর ভাই, তোমরা খেয়ে পরে সুখে আছ দেখ্‌লেও মনে আহ্লাদ হয়। ভগবান্ আমাকে যেমন রাখেন সেই ভাল।

সুরা। কেন তুই দাদাকে বল্‌তে পারিস্ নে? ভগবানের ওপর ভাদার দিয়ে থাক্‌লে কি চলে? বুদ্ধি খাটাতে হয়। উকিলী কর্ম্ম করে, এত টাকা আনে, কি করে? বার ভূতকে দিয়ে খাওয়ায় বুঝি? তুই বড় হাবা মেয়ে। ফিকির জানিস্‌নে স্বামী কেমন করে বশ কর্ত্তে হয়?

চারু। টাকাই বা কোথায়, কাজই করে না, কেবল মাতালদের দলে ঘুরে বেড়ায়।

হিরন্ময়ীর প্রবেশ।

সুরা। আরে এস এস, মেম্ সাহেব এস, সেলাম! বলি একবারেই আমাদের ছাড়্লে?

হির। আস্তে মোত্তরই যে ঠাট্টা আরম্ভ হল দেখি! বট্ঠাকুরঝির কথা গুলো ভাই বড় চিম্টি কাটা। কেন, তোমাদের ছাড়্বো কেন? খাওয়া পরার রীত্ বদ্লালে কি আপনার লোক জনকে ছাড়্তেই হয়? তোমরাই বরঞ্চ আমাদের ছেড়েচ। ঘেন্না করে কাছে আস্তে দাও না।

চারু। বসো ভগ্নি! ওঁর কথায় কি রাগ কর্ত্তে আছে?

হির। দেখ না দিদি, কত দিন পরে আজ একবার এলুম, না অমনি চিম্টি কাট্তে লাগ্লেন। ঐ জন্যে তো আপনার লোকদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না।

সুরা। ওমা! নাকের আগায় যে রাগ দেখি। "আপনার বেলায় আঁটি শাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি"। তবে আমাদের কেন অসভ্য বলা হয়?

চারু। যাক্ যাক্ আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই। এস, এই দিকে চৌকিতে বসো। (উপবেশন) আজ কাল কিরূপ শেখা টেকা হচ্ছে বল।

হির। তিনি ভাই নানান্ ফন্দি বার করেছেন। এখন সাহেবদের সঙ্গে বসে খেতে হয়। এই দেখ, এইরূপ পোষাক্ পরতে হচ্চে। কখন বাইসিকেলে চড়ি, শিকারে যাই, টেবিলে কাঁটা চামচে ধরে খানা খাই। অন্য অন্য সব গুলো এক প্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজি কথাটা মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না। হিন্দুর মেয়ে বুড় বয়সে মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল। আবার নাকি শুনচি, মিষ্টি বিস্কুটের স্কুলে না কোথায় কিছু দিন পড়তে হবে। বুড় বয়সে আবার কেঁচে বস্তে হচ্চে।

সুরা। (চিবুকে আঙ্গুল দিয়া) অবাক! তুই বলিস্ কি লা? মিন্সেদের সঙ্গে বসে গব্ গবিয়ে খানা খাস্? কি নজ্জার কথা! সর্ব্বাইকের সাম্নে গোরুর ঠ্যাং গুলো ক্যাঁচর ম্যাচর করে চিবুস কি করে? শুনিছি নাকি তোরা সব পচা শোর খাস? (বিকট মুখে) ম্যাগ্ গো! নাম শুন্লে গা কেমন করে।

এমন সোন্দর ছিরি, আহা! খোয়ার দেখ দিকি? যাই ভাই, ও ঘরে গিয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিইগে যাই। ওমা কি নাঞ্ছনা!

(উত্থান)

চারু। আরে না না বসো। অত কত্তে হবেনা (হাত ধরে বসিতে অনুরোধ)

হির। দেখলে দিদি, কথার ছিরিটে একবার। আমি ভাই তোমাদের বাড়ীতে আর কখন আসব না।

চারু। আচ্ছা ঠাকুরঝি, তুমিও তো ভাই তোমার ছোট দেওরের বাড়ীতে খেয়ে আস; তিনিও তো জাতটাত মানেন না. মোসলমান বাবুরচির হাতে খান।

সুরা। সেতো রান্না ঘরের কোণে লুকিয়ে খেয়ে আসি, কেউ কি টের পায়? (চাপাসুরে কাণের কাছে) তোমায় সে কথা কে বল্লে?

চারু। তোমাদের বাবুরা কি মদ মাংস খান্ না?

সুরা। তা এখন চলন হয়েছে। দিনে বাড়ীতে মাছের ঝোল শুক্তনি, রেতে বাইরে খানসামার হাতে কুঁক্ড়ো খাওয়া সকল বাড়ীরই রেওয়াজ।

চারু। হেঁগা! বট্ ঠাকুরঝি তোমাদের পূজো আহ্নিকের নিয়মটা কি রূপ?

সুরা। নিয়ম টিয়ম্ কিছু বুঝি সুজিনে। তুমি আবার খিষ্টানদের মত কথা কোথা শিখ্লে? পরব পার্ব্বণে ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিই। আর আহ্নিক পূজোর সময়ই বা কৈ? গেরস্তালি, ঘর কন্না, রান্না, বাড়া, দেওয়া, থোওয়া, ছেলেদের খাওয়ান, মাখান; নিজের চুল বাঁধা, গা ধোয়া, মুখে সর ময়দা মাখা, কাজের কি শেষ আছে? দেখ্তে দেখ্তে বেলা টুকু যায়। বিকেলে একটু আধটু গপ্প কত্তে আর তাস খেল্তে সন্ধ্যে হয়। আমরা কি ছাই অব্সর পাই যে দুদণ্ড মালা নিয়ে বস্‌ব? এখন ভাই তবে আমি আসি। (প্রস্থান)

হির। আঃ বাঁচলুম! মাগী যেন জটীলে কুটিলে। বট্ঠাকুর কোথা? এখন বাড়ীতে থাকেন তো?

চারু। সে দুঃখের কথা আর বোলো না। গেল শনিবার থেকে আর বাড়ী আসেন নি।

হির। আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে তুমি এক ঘরে থাক কি করে? ঘেন্না করে না? যাচ্ছে তাই জায়গায় বেড়ান, কোন বাচ বিচার নেই, ছি! মেয়েরা হলে

কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত। আমাদের যা বল্ তা বল, কিন্তু এতে বড় সুবিধে। এমন আইন্ আছে যাতে অতি সহজে ছাড়া ছাড়ি চলে।

চারু। সে সুবিদেয় আর কাজ নেই বোন্, এখন হাড় কখানা মানে মানে জলসই কর্ত্তে পাল্‌লে বাঁচি। আচ্ছা, দিশি ভাবে থেকে তোমরা কেন সভ্য ভব্য হও না? বিধাতা যে স্বভাব দিয়েছেন সেটা কি ও'ল্টান ভাল? দেশের যে সকল মন্দ রীতি আছে তা বরং ছেড়ে দাও।

হির। আমার তো তাই ইচ্ছে, তিনি যে ছাড়েন না। নৈলে কাঁচা গোরুর আধ সেদ্ধ মাস গুলো কি আর ভাল লাগে? গা যেন বোমি বোমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে। সাহেবদের ভেতর আবার এমন নিয়ম আছে তা জান, যে খেতে বসে যদি বোমি আসে তা অমনি গিলে ফেল্‌তে হয়?

চারু। তোমার তা ঘটেছে নাকি? (মুখে কাপড় দিয়ে) ওয়াক! ওয়াক!

হির। ছি দিদি, এমন ধার্ম্মিক হয়ে তুমিও আমাদের এত ঘেন্না কর? বড় দুঃখিত হলুম।

চারু। না ভাই, মেজো বৌ, ঘেন্না কেন করব? বোমির নাম শুন্‌লেই আমার গা যেন উলি মুলি করে ওঠে। যাক ও কথায় আর কাজ নেই। আমার একটা অনুরোধ, ছাই ছাই নাটক নভেল গুলো আর তুমি পোড়ো না। আর যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে একা বেরিও না।

হির। কেন! তাতে ভয় কি! হ্যাঁ, তুমি যেন সেকেলে ঠান্‌দিদির মত ভয় দেখাচ্চ। আমরা কত থিয়েটারে যাচ্চি, নাচ দেখ্‌চি, সাহেববাড়ী নেমন্তন্ খাচ্চি। কোথাও কেউ কিছুতো বলে না।

চারু। তবু একটু সাবধানে থাকা ভাল। আর্য্যনারী বড় পবিত্র সামগ্রী।

হির। (সলজ্জ মৃদু হাস্যের সহিত) দিদি, আমার দাঁত গুল সব হল্‌হলিয়ে নড়ছে, চিবুতে আর পারিনে। তোমার হাতের রান্না পল্‌তা-শুক্তনি খেতে আমার বড় ইচ্ছে করে।

চারু। আহা হা হা! এর চেয়ে আর আহ্লাদের কথা কি! আচ্ছা আচ্ছা আমি কাল রেঁধে পাঠিয়ে দেব।

হির। না, না, না, তা কোর না, কোর না; সর্ব্বনাশ! আমি এই খানে লুকিয়ে খেয়ে যাব। এখন ভাই আসি, নমস্কার! ধন্যবাদ!

(হিরন্ময়ীর প্রস্থান।)

অলকাসুন্দরীর প্রবেশ।

অলকা। (দাঁড়াইয়া) হেঁ গা বড় বউ মা, কদিন্ থেকে খাবার পচ্‌তে লাগলো, ছেলেতো বাড়ী আসে না, এর হবে কি?

চারু। কি জানি মা, তিনিই জানেন, আর তাঁর ধর্ম্ম জানে। খাবার থাক্, যদি আসেন খাবেন।

অলকা। (রোদনস্বরে) হায়! বাছা আমার এত দিন কোথায় গিয়ে ভুলে রৈলো। এমন করে মানুষ কর্‌লাম, কত বিদ্যে শিখ্‌লে, জলপানি পেলে; এত খরচপত্র করে হায় শেষে কি না ভোলা মাতালের বুক্ পোরালাম্ গা! অপ্যেয়ে ড্যাকরা আমার সোণার চাঁদ্‌কে একেবারে নষ্ট করে ফেল্লে। হা! পোড়া বিধাতা, তোর মনে কি এই ছিল? আহা আমার বড় বউমার সোণার অঙ্গ ভেবে ভেবে কালী হয়ে যাচ্ছে। (উভয়ের ক্রন্দন) যাও মা, রাত্তির হয়েছে, ঘরে যাও শোওগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানার ঘর।

সন্তানকোলে চারুর প্রবেশ।

চারু। (ফরাস বিছানায় অবিনাশের মৃতবৎ শয়ন) এই যে! হা আমার পোড়া কপাল। ওমা এ কি! কাপড়ে রক্ত, ছেঁড়া জামা গায়ে, এক পায়ে জুতো। হায়! এম্‌নি করে কোন্ দিন প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। এ আবাগীর অদেষ্টে বিধাতা না জানি কত দুঃখই লিখে রেখেছেন। (অঙ্গের ময়লা পরিষ্কার করিতে করিতে ক্রন্দন।)

সুরা। (অন্তরাল হইতে) আহা! বড় বৌয়ের আমাদের কি পতিভক্তি! যেন এ কালের মেয়ে নয়। এত নিকৃতে পড়্‌তে শিখেও যে অমন ডানপিটে স্বামির সেবা করে, খুব ভাল বলতে হবে। আজ আট দিন পরে মড়া মদ গিলে বাড়ী ফিরে এল, তবু বৌ আহা! কত সেবাই কচ্চে! বৈয়ের চথের জলেই দাদার পা দুখানি ধোয়ান হচ্চে। এমন সতী নক্ষী আর দেখিনি। ওর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা করে। আমরা হলে মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আগা গোড়া ঝেঁটিয়ে দি। এত বিদ্বান্ হয়ে, নেখা পড়া শিখে শেষ কি না এই দশা! মড়া পোড়ে আছে দেখ না! যেন ভূত সেজেছেন।

অবি। (ঘুমের ঘোরে) ওরে বাবা এই দিকে একবার দে না! শালারা আপনারাই কেবল খাচ্চে, একা খেলে বাঘে খায়। হুঁস আছে বাবা! ফাঁকি দিতে পার্‌বে না। (সেক্‌সপিয়ারের কবিতা আবৃত্তি)

চারু। হায়! কি অশুভ ক্ষণেই যে ইংরেজেরা এ দেশে মদ এনেছিল। নেশায় আধমরা হয়েও আবার খাবে তার জন্য এত ব্যাকুলতা। চিরদুঃখিনী বাঙ্গালীর মেয়ের দুঃখ তারা একবার চেয়ে দেখলে না! মনে ভাব্‌লে না! অবলা নারীর প্রাণবধের জন্যেই কি এই পাপ গরল ভারতে এসেছিল! নেশায় অঘোর হয়ে স্বপ্নেও মদ খেতে এত ইচ্ছা, কি লাঞ্ছনা। হায়! মহাপুরুষ যীশু-খৃষ্টের শিষ্য হয়ে এরা মানুষ খুন করে গা। এত পাদ্রী থাক্‌তে এ পাপটা কেউ বুঝিয়ে দিতে পাল্লেন না!

অবিনাশের গাত্রোত্থান।

অবি। (গম্ভীর স্বরে) কি! এত কান্না কাটি কেন? (খোঁয়াড়ি ভঙ্গ করণ।)

চারু। বলি হ্যাঁগা, আমাদের মুখপানে চেয়ে কি তোমার একটু দয়া মায়া হয় না? ছেলে মেয়েগুলোর দশা কি হয়ে যাচ্চে একবার দেখ দেখি।

অবি। অয়ি! চারুশীলে! মুঞ্চময়ী মানম্ নিদানম্। একেবারে মরা কান্না যুড়ে দিয়েছ বাবা, আমি কি মরেছি?

চারু। (স্বগতঃ) কার উপরেই বা অভিমান কর্‌বো, কেই বা বুঝ্‌বে। যার দুঃখের দুঃখী কেউ নাই, তার অভিমান মিছে। দেখি একবার পায়ে হাতে ধরে, যদি মন নরম হয়। মানুষ তো বটে, ভগবান ত সকল ঘটেই

আছেন, অবশ্যই আমার প্রার্থনা সাধনার ফল ফল্‌বে। (প্রকাশ্যে) কাঁদি আর কেন, তোমার দুর্দ্দশা দেখে। আহা! সর্ব্বাঙ্গে ধূলো কাদা, নাক মুখ ফুটে যেন রক্ত বেরুচ্চে। কোথায় গিয়েছিলে? কেউ মেরেচে নাকি?

অবি। আরে না না, ও কিছু নয়। বেজা খ্রীষ্টানের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল, অনেক রাত হয়ে গেল, তাই ভাব্‌লাম সব্বাই ঘুমিয়েছে ওদের বাড়ীর ভেতরটা একবার উকি মেরে দেখে যাই। তার একশালা ভাই জেগে বসে ছিল তাত জানিনে, ধাঁ করে এসে তিন চার ঘুঁশো মাল্লে। তাড়াতাড়িতে এক পাটি জুতো ফেলে এইছি। ব্রজ আমার বড় বন্ধু মানুষ, নিজে এসে ছাড়িয়ে দিলে। ও এখনি আজি সব ভাল হয়ে যাবে। তারি জন্যে কাঁদ্‌চিস্? দূর ক্ষেপী।

চারু। বন্ধুর উপযুক্ত কাজটি বটে। ভদ্র লোকের বাড়ীতে রাত্তির কালে ঢুক্‌তে তোমার ভয় হল না? মদের প্রণয় এই রূপই শুনেছি। সে কথা যাক্, একটা কথা বলি শোনো, আজ আর তুমি বেরিও না, খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাক। পোড়ার বাঁদরেরা এসে জুট্‌লেই আবার তোমাকে মজাবে।

অবি। আচ্ছা দেখি। উঁ হুঁ, তা হবে না; তোর কাছে লুকিয়ে থাক্‌লে ইয়ার দলে কোল্‌কে পাব না। তারা বল্‌বে যে মেয়েমুখো হয়েছে, তা প্রাণে সইবে না।

চারু। আচ্ছা তুমি হেথা সেথা করে বেড়াও, থিয়েটারের রাক্ষুসীদের সঙ্গে পথে পথে বাগানে বাগানে ফেরো, তার বদলে আমায় নিয়ে কেন আমোদ আহ্লাদ কর না?

অবি। তুই যে বদ্ ইয়ার, নৈলে আর ভাব্‌না কি ছিল। তুই নাচ্‌তে জানিস্‌নে, গাইতে জানিস্‌নে, একটু মদ্ তাও পেটে বরদাস্ত হবে না, পেঁয়াজের গন্ধে তোর বোমি হয়, আমার হল সখের প্রাণ, কেমন করে মিল্‌বে বল দেখি? যম বুড়ির মত বোসে আছ, না জান রসিকতা, না জান কিছু।

চারু। ছি ছি! তোমার যে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ হল দেখ্‌চি। হায়! কি দুর্গতিই তোমার হয়েছে! আহা! যখন কালেজে পড়্‌তে, তখন কেমন শ্রী ছিল! আমায় তখন কত ভাল বাস্‌তে, তামাক টুকু পর্য্যন্ত খেতে না। কি

ছিলে, আর কি হয়েছ তা কিছু বুঝ্‌তে পার? শরীর মন দুই যে তোমার অধঃপাতে গেল।

অবি। যা যা আর লেক্‌চার ঝাড়্‌তে হবে না! মেয়েমানুষের অত জ্যাঠামি সইতে পারিনে।

চারু। আচ্ছা, এত যদি সখ, তবে আমায় নিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়ালেই তো হয়?

অবি। দূর আবাগি! তুই যে কোণের কুলবধূ. জানানা সোয়ারি; তোরে নিয়ে কোথায় এখন ঢেকে ঢেকে বেড়াব? তা হলে যে লোকে গায় থুঁতু দেবে! অন্য লোকের সঙ্গে বেড়ান চলন আছে, বড় লোকেরা তাদের নিয়ে নাচ, সার্কাস, থিয়েটর দেখ্‌তে যায়, তোরা যে জন্তু। আচ্ছা, তুই এক দিন যাবি? সে দিন নটবর বাবু বল্‌ছিল, "ইয়ার, এত কোল্লে, স্ত্রীস্বাধীনতা তো দিতে পাল্লে না!" কথাটা আমার মনে বিঁধে আছে।

চারু। সে আবার কে?

অবি। জানিস্‌নে, সেই যে এক জন নটী বিয়ে করেছে, খুব রিফর্ম্মার।

চারু। ও দশা! এই বুঝি তোমার স্ত্রী স্বাধীনতা! তার কাছে কেন যেতে গেলাম? ভদ্র সাধুলোকের পরিবারে চল রাজি আছি।

অবি। এই তো বাবা হেরে গেলে! তারাই আমার গুরু গোঁসাই, তারাই আমার ইষ্টি কুটুম্।

চারু। সে যাহোক্, তুমি আজ আর কোথাও যেও না। ছেলেটা জ্বরে পড়ে ধুঁক্‌ছে দেখ দিকি! একটু মায়া মমতাও কি নাই?

অবি। কিরে ব্যাটা, তোর জ্বর হয়েছে? আমার ছেলের জ্বর! দাঁড়া তোকে ওষুদ্ দিচ্চি। (ছেলেকে ব্রাণ্ডি প্রদানে উদ্যত।)

চারু। আরে কর কি! কর কি! মেরে ফেল্‌বে নাকি গরিবের বাছাকে? কি আপদ্।

অবি। তবে আর বল কেন যে দেখ্‌লে না? যে ব্রাণ্ডি খেতে পারে না সে আমার ছেলে নয়।

চারু। হা ভগবান্! আমার এ দুঃখের কি শেষ হবে না। এত বার ডাক্‌ছি প্রভু, দাসীর পানে এক বার মুখ তুলে চাও।

অবি। হাঁরে তুই ভগবান্‌কে ডাকৃচিস্ কি ? তিনি যে মরেছেন ! হা দশা ! তা জানিস্‌নে বুঝি ? মেয়েমানুষ জান্‌বিই বা কেমন করে। আহা ! বিলেত্ থেকে সে দিন তারে খবর এসেছে তিনি নাই। বয়সও ঢের হয়েছিল। বড় বড় পণ্ডিত্‌রে সব তাঁর শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ করে চুকেছে।

চারুশীলার বিলাপ।

কোথায় রহিলে হরি এ বিপদ কালে।
ফিরে চাও একবার ; দেখ পিতা, দেখ,
কাঁদে তব দাসী ; দয়া করে এস. আর
সহে না বিলম্ব প্রাণে। হায় ! কে আনিল
সুরা কালকূট, এ ভারতে, নীতি ধর্ম্ম
বিনাশের হেতু। হায় ! রাজার হইল
কেন এ দুর্ম্মতি ?—তুমি সঁপিলে যাহার
করে রাজ্যভার—কাল যবন রাক্ষসে
মারি ? দয়াময়, জ্ঞান সম্পদে যে জাতি
মহামান্য তার কেন হইল কুমতি
হেন,—নীচবৃত্তি ? চিরপরাধীনা বঙ্গ-
নারী আর সবে কত ? হরি হে, না জানি
কতই অধর্ম্ম আমি করেছিনু, তাই
পাই এ যন্ত্রণা। সুরা হলাহল, তবে
বুঝিনু নিশ্চয়, এসেছিল নারীবধ
লাগি হেথা। পতিরতা আর্য্যকুলবালা
স্বামী যার এক মাত্র গতি, হা বিধাতঃ !
তার প্রতি এ নিগ্রহ কেন ? আমি আর
পারি না যে নাথ ! আহা ! প্রাণের ভিতর
মোর কেমন যে করে, তাহা কি বলিব !
প্রভু অন্তর্য্যামী, জান তুমি সব। দুঃখে
কাঁদে গো অভাগী ক্রীতদাসী তব, চাও

ফিরিয়া বারেক তারে ; জর্জ্জরিত হিয়া
মম শোকে তাপে। কবে ফিরাবে স্বামীর
মন ; মিলে দোঁহে আহা ! পূজিতে তোমারে
বড় সাধ। নাথ ! দেও শুভ বুদ্ধি রাজ-
পুরুষে,—সম্রাটে, যাহে শুণ্ডিকাভবন
যমালয় কভু আর না খোলে দুয়ার।

অবি। ওরে, তোর খেদোক্তি শুনে আমার বুকের ভেতরটা যেন গুর্ গুর্ কোচ্চে ! তুই কি কিছু যাদুমন্ত্র শিখিছিস্ না কি ? আহা ! কথাগুলি কি মিষ্টি লাগ্‌লো। তোর কান্না দেখে আমারও চোকে জল এসেছিল। কেন বল্ দেখি এমন হয় ? তুমি উপরের দিকে চেয়ে যখন কাতর স্বরে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছিলে, আর দুই চক্ষে শতধারা বয়ে পড়্‌ছিল, আহা ! তা দেখে আমার প্রাণ্‌টা যেন মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। (স্বগত) ও বাবা ! ক্ষেপে উঠ্‌ব না কি ! মনটা যেন কি রকম কোচ্চে, এই বেলা পালাই।

চারু। (স্বামীর পা জড়িয়ে) দেখ, আমায় আর ক্লেশ দিও না, একটু দয়া কর। দাসী হয়ে চিরকাল তোমার পদ সেবা কর্‌বো। তোমার কাছে আর কিছু চাইনে, দুটী পায় ধরে বল্‌ছি, ওই কুঅভ্যেসটি ছেড়ে দাও। প্রাণটা আমার বড়ই অস্থির হয়েছে। তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে দেখ আমার শরীর কালী হয়ে গেল।

অবি। (আর্দ্রচিত্তে) আচ্ছা, আচ্ছা, তুই চুপ কর, আর কাঁদিস্‌নে, আমি আজ থেকে মদ্ ছাড়লাম, আর খাব না।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিসুখের কলিকাতার বৈঠকখানা ভবন।

চারুশীলা ও মহানন্দের প্রবেশ।

মহা। তবে এই খানে কিছু দিন তুমি থাক। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।

হরিসুখের প্রবেশ।

হরি। এই যে! তুমি কত ক্ষণ? ও কি! বড় বউদি যে হঠাৎ এখানে?

মহা। হাঁ ওঁকে নিয়েই আমায় আস্‌তে হল। উনি আর রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে থাক্‌তে পাচ্ছেন না।

হরি। বিষয়টা কি, বড় বউ বল দেখি? তোমায় এত বিষণ্ণ দেখ্‌চি যে? এই না শুন্‌লাম, দাদা ভাল হয়েচেন?

চারু। আবার যেমন তেমনি। বেশ ভাল হয়ে উঠেছিলেন,. এক দিন নরকান্ত ডাক্তার এসে ভোগা দিয়ে বার কোরে নিয়ে গেল, সেই থেকে আর দেখা নাই।

হরি। তা বেশ করেছ, এখানে দিন কত থাক, রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীটে যেন শ্মশান হয়েচে। একা কেমন করেই বা সেথা থাক্‌বে? বাড়ীর ভেতর যাও।

(চারুর প্রস্থান)

মহা। আর একটা খবর শুনেছ? তোমার লেক্‌চার নিয়ে যে বড় গোল বেধেছে। কর্ত্তারা বড় চটেছেন। কমিশন দ্বারা না কি তোমার বিচার করা হবে।

হরি। তা এক প্রকার জানাই ছিল। আব্‌গারি আর এডুকেশন পলিসির বিপক্ষে কোন কথা কইলে সাহেবেরা যে চুপ করে থাকবেন তা কখনই সম্ভব নয়।

মহা। শেষ কি তোমার চাকরীটে যাবে নাকি? বড় দুঃখের বিষয় কিন্তু।

হরি। আমার সকল দিকই ক্রমে অন্ধকার হয়ে আস্‌চে। যা হয় হোক, এতে আর আমার বড় ভয় হয় না। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" এখন বড় বৌয়ের উপায় কি হবে তাই ভাবনা। আহা! দুঃখিনীর কপালে এত দুঃখও ছিল। ছিন্নমূল কুসুমলতিকা তপনতাপে যেমন মলিন হয়, পতি-ত্যক্তা অবলার অবস্থা তদ্রূপ ঘটেছে। এ পৃথিবীতে না জানি এমন হৃদয়-ভেদী মর্ম্মপীড়ায় কত অনাথা কুলবালাকেই কষ্ট পাইতে হয়! সকলে বেঁচে থাক্‌তেও বড় বউ আমাদের যেন পথের কাঙ্গালিনী হয়েছেন। দুই চক্ষে দিবানিশি জল ঝরিতেছে, শরীর কঙ্কাল মাত্র সার হয়েছে। আহা! দুঃখের যেন মূর্ত্তিমান আকার। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলর অবস্থা ভাবলে চোকে আর জল রাখা যায় না।

মহা। আমি তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)

হরি। হায়! কোথায় জ্ঞান, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোক সাধু সচ্চরিত্র হয়ে দেশে, পরিবারে শান্তি কুশল বিস্তার কর্‌বে, না আরও ভয়ানক পাষণ্ড হল। সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন যেন পাপই বাড়ছে। ভবিষ্যতে স্ত্রীলোক বালকের দশা কি হবে, কেউ একবার তা ভাবতেও চায় না। আর্য্যজাতির তত্ত্বজ্ঞান সদাচার, সব লোপ হতে চল্‌লো তার পুনরুদ্ধারের বিষয় কেউ একবার চিন্তাও করে না। লোক অজ্ঞান কুসংস্কারে ডুবিয়া থাকলে মনে আশা হয় যে সভ্যতার প্রভাবে ক্রমে তারা উদ্ধার হবে, কিন্তু সভ্যতার মহাপাপ কিরূপে যাবে? ভগবানের রাজ্যে এ দুরাচার আর তো সহ্য হয় না। সামান্য অর্থ বৃদ্ধির লোভে কি রাজা প্রজা-বর্গকে নরকগামী করবেন?

এ দুঃখে সহানুভূতি কে করিবে, মত্ত
সবে আত্মসুখবসে। নির্ব্বাণউন্মুখ
আর্য্যকুলদীপে তৈল দিতে নাহি কিরে
কেহ আর? হায়! পুণ্য প্রাচীন ভারত—
আর্য্যধাম, তব নাম বিখ্যাত জগতে

যার লাগি, কে হরিল সে রত্ন দুর্লভ ?
পরাধীন, বিজাতির হস্তগত তুমি,
তাহে দুঃখ কিবা ; সেত মঙ্গলের হেতু ;
কিন্তু আমি কাঁদি না হে তার লাগি। হায় !
নাস্তিক হইবে যদি মনে ছিল, তবে
মরিলে না কেন কাল যবন কৃতান্ত-
করে ? কুলধর্ম্মনীতি যদি ডুবাইবে
বিলাসনরকে, তবে বাঁচিয়া কি সুখ ?
শবদেহে অলঙ্কার যথা, জ্ঞান শিক্ষা
তেমনি তোমার। ধর্ম্মহীন জ্ঞানে আর
কি হইবে ? সে কেবল মরিবার হেতু।
আহা ! দলে দলে কত যুবক নবীন
যায় ভাসি কালস্রোত-নীরে, যাবে কোথা
কিছু নাহি জানে। নাহি কি তাদের কেহ
ফিরাইতে, মৃত্যুমুখ হতে ? আত্মনাশে
কতই উল্লাস ! আহা ! বুঝিবে কেমনে
রোগ সাংঘাতিক, মৃত যে পাপের বিষে।
নিদ্রিত বিবেক তার কে জাগাবে ? কত
আহা ! কত তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাসম্পন্ন
জ্ঞানী যুবা ধর্ম্ম বিনা মরিছে অকালে।
(গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ)

প্রেমলতার প্রবেশ।

প্রেম। ইস্ পড়ে পড়ে আর খেদ মেটে না! এম্‌নি বেহুঁস, যে একটা লোক ঘরে এল তা জ্ঞান নাই। পোড়া বৈয়ে আগুন লাগুক্ ! (পাশে দাঁড়িয়ে) বলি জেগে আছ কি ? ঢিবি ঢিবি বই গুলো আমার যেন দু চক্ষের বিষ ! তবু আমার দুঃখত ঘুচ্‌ল না। ওগো শুনচো ?

হরি। কেন, কি বল্‌বে বল না, কাণ আছে।

প্রেম। বল্‌ছিলাম কি, বড় দিদি আবার এখানে এলেন, শুন্‌তে পাচ্চি না কি কিছু দিন থাক্‌বেন, কেমন করে চল্‌বে বল দিকি? ঘরই বা কৈ, রোগা ছেলের ওষুদ্‌ পত্তিই বা কিরূপে যোগাব? তুমি আমায় বড় মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌চি।

হরি। কেন ঘরতো ওপরে চারটে আছে। খরচের জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না। একটু যত্ন টত্ন কোরো, দেখো যেন মনে কোন ব্যথা না পান। আহা! বিপদের সময় ছোট বোনের মত একটু সেবা টেবা কোরো। বড় দুঃখ পেয়ে এখানে এসেছেন।

প্রেম। সে আর তোমায় শিকুতে হবে না। আচ্ছা, তুমি যে বোল্লে, ওপরে চারটে ঘর, সেখানে ধর্‌বে কোথা? একটায় শুই, একটায় কাপড় চোপড় থাকে, একটায় ছেলেরা বসে দাঁড়ায়. আর একটায় আমি পড়ি কাজ টাজ করি; তবে আর ঘর কৈ? তুমি একটু নির্জনে থাক্‌তে ভাল বাস, তারওতো এতে ব্যাঘাত হবে?

হরি। আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় নীচের ঘরেই উনি থাক্‌বেন। (স্বগত) কি স্বার্থপরতা! চোকে যেন চাম্‌ড়া নেই। (প্রকাশ্যে) তবে যাও, নীচের একটা ঘর দাও গে।

প্রেম। তুমি কি বল? তোমার কথা আমার একটুও ভাল লাগে না! নীচেই বা কোথা থাক্‌বেন? সব ঘর মাদুরমোড়া, জিনিষ পত্তোরে যোড়া আছে, পা বাড়াবার জায়গা নেই; তাতে আবার রোগা ছেলে সঙ্গে, নীচে থাক্‌লে আরও যে ব্যাম বাড়্‌বে? হাগ্‌বে, মুত্‌বে, কাঁচের জিনিষ পত্তোরগুলো ভাঙ্গ্‌বে, আমি বাপু তা পার্ব্ব না, তুমি যা হয় কর গে। আবার আমার ছোট বোন্‌টি আস্‌তে চেয়েচে, সে এসে দাঁড়াবে কোথা?

হরি। তবে কি তাড়িয়ে দিতে বল? অবস্থা দেখে কি একটু দয়াও হয় না?

প্রেম। দয়া কর্‌বার এ স্থান নয়। নিজেদের একটু আরামের জন্যে এখানে এসে থাকা, তা এক সঙ্গে রোগা ঘোগা কতক্‌গুলো নিয়ে কি চলে? নিশ্বাসে বাতাস দূষিত হবে, ছেলেরা ব্যামোয় পড়্‌বে, তোমার কি কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই? চোক বুঁজে কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে বেড়ালে তো হয় না।

পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য আগে বুঝ্‌তে হয়। দয়াবৃত্তি চরিতার্থের জন্য আলাদা একটা অনাথাশ্রম করা উচিত।

হরি। উঃ! (কাণে হাত দিয়ে) অমন কথা বোলো না, বোলো না, প্রায়শ্চিত্ত কর গে। কি কঠোর তোমার হৃদয়। যাকে এক সময় কত আদর সম্মান করেছ, একটু দুরবস্থা দেখে তার প্রতি এই আচরণ? আমার পক্ষে এ অসহ্য! অসহ্য! মা ঠাকরুণ আস্‌বেন বলেছেন, তিনি এলে তাঁর প্রতিও ত এমনি কর্‌বে?

প্রেম। তা কেন কত্তে গেলাম? কিন্তু রোগা ছেলে নিয়ে আমি পার্ব্ব না বাপু, এতে তুমি চটই আর যা কর। যখন আদর করবার করিচি। যখন যেমন তখন তেমনি ভাবে থাকাই ধর্ম্ম। ওঁকে কেন একটা একতালা বাড়ী ভাড়া করে দেও না? জমিদারের মেয়েত নন্ যে দোতালা নৈলে চল্‌বে না। ওঁর বাপেরাতো খোলার ঘরে কাল কাটিয়েচেন। আপনার লোক বলে আরতো ছেলে গুলকে খুন কোত্তে পারি নে।

হরি। ওঃ! কি নিদারুণ কথাই বল্‌তে শিখেছ। প্রাণটা যেন বিঁধে দিলে।

প্রেম। (গম্ভীর ভাবে) ঠাকৃরুণ্ কি এখানে সত্যি সত্যিই আস্‌বেন না কি?

হরি। সত্যি নয় কি মিথ্যা বল্‌চি? আজ্‌কেই হয় তো এসে পড়্‌বেন। বড় বউকে একলা ফেলে কি তিনি থাক্‌তে পারেন?

প্রেম। (সলজ্জ চিন্তিত ভাবে) তাইতো, তাঁর আবার এখন চতুর্মাস্যে, নিজে রেঁধে খান, এখানে সব ঘরে চুণ ফেরান, মাদুর মোড়া, উনন্ জাল্‌লে যে ঘর ময়লা হয়ে যাবে। তিনি এসে রাধ্‌বেন কোথা?

হরি। রাধ্‌বেন আমার বুকে! দেখ দিকি একবার কথার শ্রী! তিনি উপস্ কর্‌বেন। গুরুজনের প্রতি এই বুঝি তোমার ভক্তি?

প্রেম। (অপ্রতিভ হয়ে) না, না, তাই বল্‌চি; বল্‌লেও কি দোষ হল? (রেগে) তুমি অমন কর কেন? যেন কাম্‌ড়াতে এলেন! তোমায়তো আর ভুগ্‌তে হয় না, আমাকে যে ভুগ্‌তে হয়! আচ্ছা, মাস মাস মাইনের টাকাগুলি কেন সব তুমি আমার হাতে দেও না, তা হলে বুজে সুজে খরচ পত্র করি। ঐ টাকা তার মধ্যে আবার বাড়ীতে দেওয়া হবে।

হরি। বুড়ো বাপ্ মার সঙ্গে আর ত চামারের মত ব্যাভার কত্তে পারিনে। তোমার কি, কেবল আপনারটিই বোঝ।

প্রেম। কেন, তাঁদের অপ্রতুল কি? বয়েসও তো হয়েচে, এখন কাশীবাস্ কর্‌লেও হয়। আমার খরচ কত ভাব দিকি? নিজের কামিজ পেটিকোট্ রুমাল, সাবান্, ওডিকলম্, পমেটম্ ম্যাকেসর তেল, ছেলেদের পোষাক; আবার মাকে কিছু কিছু পাঠাতে হয়। এই মাস থেকে সব টাকা গুলি আমায় দিতে হবে।

হরি। (অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া) বলি হ্যাঁগা, তুমি না আগে আগে মাতৃভক্তির পদ্য লিখে কাগজে ছাপাতে?

প্রেম। এখনও তো করি। তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? তুমি যে ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইলে।

হরি। পূর্ব্বে যেমন কোত্তে, এখন তেম্‌নি রোজ রোজ পূজো আহ্নিক কিছু কর কি?

প্রেম। তোমায় আর তো তা দেখিয়ে কর্‌বো না। করি, না করি, তোমার তাতে কি? কেবল্ চোক্ বুঁজলেই ধর্ম্ম হয় না। তোমার কথায় কি এখন ফকীর হব না কি? সে কথা থাক্, এখন দেবে কি না বল?

হরি। কৈ, তা আর পাচ্চি কৈ। মা বাপের সেবার টাকায় বাবুগিরি করাটা কি উচিত?

প্রেম। কেবল পরের নিন্দে নিয়েই আছেন! বিয়ে করেছিলে কেন তবে? তুমি ওদের নিয়ে থেকো, আমি এখনি বাপের বাড়ী চলে যাব। (ক্রোধভরে অন্তঃপুরে প্রস্থান এবং চাকর চাকরাণীদিগকে গালাগালি ও বালকদিগকে প্রহার) (চ্যাঁ ভ্যাঁ রব)।

অলকাসুন্দরীর প্রবেশ।

হরি। এই যে বল্‌তে বল্‌তেই মা এসেছেন। (প্রণাম)

অলকা। কি বাবা, কান্না কাটি কিসের? সব্বাই ভাল আছে তো?

হরি। ভেতরে যাও, সব জান্‌তে পার্‌বে এখন।

অলকা। হ্যাঁ, তা বুঝিছি। আমি বড় বউকে নিয়ে এখনি যাচ্চি।

হরি। না না আজ আর যেও না। এত বেলায় কি যেতে আছে ? (অনুনয় বিনয়)

অলকা। না বাপু আমি চল্লেম। এক দণ্ডও আর এখানে থাকব না। (অভিমান ভরে প্রস্থান)

হরি। আহা ! মা আমার এবাড়ীতে এসে পাও ধুলেন না। পরিবার-মধ্যে শান্তি লাভ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। বাল্যবিবাহ বৃদ্ধবিবাহ উভয়ই সমান দেখ্‌চি। ধর্ম্ম না থাক্‌লে কেবল লেখা পড়া জানাতে আর ফল কি ? বরং বাল্যবিবাহের স্ত্রী পোষ মানে, এদের বশ করাই দায়। বিধাতা সবই দিয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক শান্তি এতে হল না। শ্বশুরটা ছিল নাস্তিক গোচের, কেবল বাইরের রিফাইন্‌মেণ্ট শিখিয়ে পরকাল খেয়ে দিয়েছে। এ বিলাসের পথে গেলেত কিছুতেই নিস্তার নাই। ঘুস্ দিয়ে আর কত কাল প্রেম রাখা যায় ? যায় যাক্, দিন কতক বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক্। ভগবান্ যদি কখন দিন দেন, মতি গতি ফেরে, তবে দাম্পত্য সুখ হবে, নৈলে জোর করে আরত হয় না। এ অশান্তির মধ্যেও তিনি আমাকে অনেক শিক্ষা দেবেন। যা তাঁর ইচ্ছা তাই হোক্, ভেবেই বা কি কর্‌ব ? দয়াময় দয়া করুন যেন এই ঘোর সাংসারিকতার পরিবর্ত্তে প্রেম বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। আহা ! হরিভক্তি না থাকলে মানুষের কোনই সুখ নাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্যাংশাল ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়া ক্লাব।

দুই দিক হইতে হরিসুখ ও মহানন্দের প্রবেশ।

মহা। তুমি যে আজ এখানে ? সব ভাল ত ?

হরি। একটা ফৌজদারিতে পড়ে শ্যাল্‌দ কোর্টে যেতে হইছিল।

মহা। কেন ? কি ব্যাপার্‌টা কি ?

হরি। দাদার জন্যে, আর কি বল। তাঁকে নিয়ে বড়ই ভুগ্‌তে হচ্চে। সে দিন বাগান অঞ্চলে গিয়ে সুবার্ব্বান পুলিষের সঙ্গে কি হাঙ্গাম করে-ছিলেন, সেই জন্যে লক্‌আপে রেখেছিল, তাই জামিন হয়ে খালাস করে আনলাম।

মহা। তাইত, দাদাকে নিয়ে যে তুমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছ দেখি। আহা! দুশ্চিন্তায় তোমার মুখ্ খানি শুকিয়ে গেছে। এ রোগের উপায় কি? ঘরে ঘরে এই কাণ্ড, কত লোকেরই সর্ব্বনাশ হচ্চে। লোকসমাজের প্রধান পদস্থ ব্যক্তি হয়েও যদি কেউ ধর্ম্মহীন ব্যভিচারী মদ্যপায়ী হয়, আর দেশের রাজা যদি প্রকারান্তরে তার পোষকতা করেন, তা হলে আর এ সব দুঃখের কথা বলিই বা কাকে? সাহেবদের অনুকরণ কত্তে গিয়ে এইটী হল। উপায়ত কিছু দেখি নে। ওদেরই বা দোষ কি? ওরা যদি মদের দোকান বন্ধ করে বাবুরা হয়ত তা হলে কেঁদে মরবে।

হরি। ভগবান্ ভরসা। এ ভাবে অধিক দিন চল্‌বে না, একটা সমাজ-বিপ্লব অবশ্যই হবে। বীজ না পোচে গেলে না কি অঙ্কুর বার হয় না, তারই এ সমস্ত আয়োজন। এই আশা যে, অন্ততঃ আমাদের জনকয়েকের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। "সুরাপাননিবারিণী সভা" "আশালতা" এ সব দুই একটা আছে বলে বাঁচাও। ঠিক্ সময়েই তিনি এই ধর্ম্মের স্রোত খুলে দিয়েছেন। উঃ, তাঁর দয়া ভাব্‌লে বুক্‌টা দশ হাত হয়। বিধাতা যদি কৃপা না কর্ত্তেন, তাহলে আমরাওতো ঐরূপ নরকে ডুবে থাক্‌তাম।

ভৃগু মাষ্টারের প্রবেশ।

মহা। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ মাষ্টার মশায়! দেখ্‌বেন্! দেখ্‌বেন্ পায়ের! কাছে সেজ্‌টা! (ঠং য়াস্ ঝন্ ঝন্ ঝন্) ঐ যা বল্‌তে বল্‌তে ভেঙ্গে ফেল্লেন? ইস্, লোক্‌টা বিদ্যেয় একবারে যেন জলে থাক্ হয়ে গেছে! চেহারাটা দেখেছ? মন যেন কোন্ দেশে উধাউ হয়ে উড়্‌ছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। লম্বা চুলগুলো ওপর বাগে উঁচু হয়ে উঠেছে, পিরাণে বোতাম নাই, তাও আবার উলটো। হ্যাদ্দেখ, দেখ! দুই পায়ে দুই রকম জুতো। বলি মশায় পাটা কেটে যায় নিতো?

ভৃগু। (মৃদুস্বরে) অ্যাঁ, কি বল্‌চো? একটু চেঁচিয়ে বোলো, কাণে কিছু কম শুনি।

মহা। (উচ্চৈঃস্বরে) সেজ্‌টা পায় ঠেকে ভেঙ্গে গেল টের পেলেন না?

ভৃগু। কৈ, কোথা? দেখতে পাইনি। একটা থিয়োরি ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছিলাম।

হরি। শুন্‌তে পাইনে কি?

ভৃগু। অবশ্য। (কুঞ্চিত ললাটে উর্দ্ধমুখে) সর্ব্বত্রে এক আশ্চর্য্য শক্তি এবং তাহার উচ্ছ্বাস, ইহাই আমি ভাবছিলাম! আহা! শক্তির কি চমৎকার যোগাযোগ! কি অপূর্ব্ব বিচিত্রতা! এই এক অনাদি শক্তি হতে আপনা-পনি সকল কাজই সমাধা হচ্চে। জড়শক্তি হতে জ্ঞানশক্তি, আবার তাহার বিয়োগে অন্ধশক্তির উদয়, কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, মরি মরি! এক শক্তির ভেতর থেকেই নিয়ম, বিধি, শৃঙ্খলা, বুদ্ধি, জ্ঞান, দয়া, স্নেহ সমস্ত উৎপন্ন হয়, আবার কালে তাহাতে বিলীন হয়ে যায়।

হরি। শক্তির বিচিত্র কার্য্যের অন্তরালে কোন ব্যক্তি পুরুষকে নিয়ন্তারূপে কিম্বা মানব স্বভাবের ভেতরে বিবেক ধর্ম্মজ্ঞান তবে আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না!

ভৃগু। না, কেবল ব্যক্তিত্বরহিত শক্তি। মানুষ ঠিক ঘড়ির কলের ন্যায়। এই সকল তত্ত্ব এইখানে প্রতি সপ্তাহে এক্সপেরিমেণ্ট হচ্চে দেখ নি কি? (চিন্তামগ্ন এবং অঙ্গুলী সঞ্চালন)

হরি। এই মতেই তো সর্ব্বনাশ ঘটেছে! এর বিষময় ফল আমি দাদাকে দিয়ে বিলক্ষণ টের পাচ্চি। (সংবাদ পত্র পাঠে মনোনিবেশ)

নরকান্তের প্রবেশ।

মহা। কিহে, আজ কিসের লেক্‌চার দিয়ে এলে?

নর। বটানি আর কেমিষ্ট্রি। আজ ভাই ল্যাবরেটরিতে এক মজার কথা শুন্‌লেম। প্রাণহরণ বাবু বল্লেন, কুকুরের আত্মা আর মানুষের আত্মা একই জিনিষ। তিনি একটা জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখিয়েছেন। এবার তোমাদের ধর্ম্মের রফা! সে দিন বাইয়োলজিষ্ট ডাক্তার ডঙ্কিন্‌ গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্ব্বোন্‌ আর হাইড্রজেন্‌, নাইট্রজেন্‌ ফস্‌ফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে অ্যাল-

কহল্ দিয়ে এমনি আশ্চর্য্য মনোবৃত্তিসকল তৈয়ের করেছিলেন যে, সকলে দেখে আমরা অবাক্ হয়ে গেলুম। তারা সব বেশ কেমন চিন্তা টিন্তা কত্তে লাগল।

মহা। (ঈষদ্ধাস্য মুখে) বটে! দেখলে, না শুনে এলে?

নর। হাঁসি নয়, সে এক প্রকার দেখাই বলতে হবে। সায়েন্সের সঙ্গে হাঁসি তামাসা চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত থেকে ফিরে আসবার সময় আফ্রিকা দেশের একটী নীল বাঁদর এনেছেন, তাকে যদি দেখ, তা হলে আশ্চর্য্য হবে। সে এম্‌নি হাঁসে, ঠিক যেন মানুষের মত। সাহেব বলেছেন, বাঁদরের ভেতর থেকে মানুষ বার করে দেখাবেন।

মহা। আরে বল কি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সত্যি সত্যি দেখে এলে? হরি বাবু, শুন্‌চোত?

হরি। ও ঢের শোনা আছে। এঁরাই তো দাদার মাথাটা খেলেন।

নর। কেন যে আপনারা হাসেন আমি বুঝতে পারি নে। এ যে সায়েন্সের কথা গা! আদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও নয়, যাকে বলে সায়েন্স। মরা কাটার ঘরে আমরা স্বচক্ষেই দেখি, মানুষের শরীরে মধ্যে আত্মা টাত্মা কিছুই নাই। খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো করে অণুবীক্ষণ দিয়ে সব রকমে দেখা হয়েছে, মস্তিষ্কই সব। সিলি সাহেব আরো বলেছেন, ঠিক্ মাল মসলার যোগাড় হলে, এবং মাপ যোক বুঝ্‌তে পার্‌লে তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুল্‌তে পারেন। কলে কথা কয় দেখেছ ত? তবে আর হাঁস কেন? রবিবারে বৈকালে এখানে এস, যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখাব।

ভৃগু। ও সব প্রোটোপ্ল্যজম্ না পড়লে কি কেউ বুঝ্‌তে পারে? তোমার যে বেনা বনে মুক্ত ছড়ান হচ্চে। যারা য়্যানত্রপোমফীজমে বিশ্বাস করে, তারা আসল সায়েন্সের কাছ দিয়াও যায় না! (ঊর্দ্ধমুখে চক্ষু বুঁজে চিন্তা)

রঘুনাথ ত্রিবেদির প্রবেশ।

মহা। আস্‌তে আজ্ঞে হোক্ পণ্ডিত মশায়! অসময়ে যে?

রঘু। হ্যা বাপু, একটু দরকার আছে, পাঁজি খান একবার চাই, অনন্ত ব্রত কবে হল দেখ্‌তে হবে।

মহা। আচ্ছা মশায়, আপনি বৈদিক পণ্ডিত হয়ে এ সকল অসার কম কাণ্ড কেমন করে করেন?

রঘু। হাঃ হাঃ হাঃ বাপুহে। এ সব না করলে যে দিনপাত হয় না। কাজেলে পণ্ডিতি করে কি সংসার চালান যায়? পেটের দায়ে সবই কর্ত্তে হচ্চে।

বিনোদের প্রবেশ।

মহা। তবে ওতে আপনার বিশ্বাস ভক্তি নাই?

রঘু। হাঃ হাঃ বিশ্বাসের কথা যে বল্‌লে, ও বড় শক্ত কথা। বিশ্বাস আছে বল্লেও হয়, আবার নাই বল্লেও হয়। শাস্ত্রের মর্ম্ম হচ্চে অন্য প্রকার! সকলই প্রপঞ্চ মায়া। এ জগৎ রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ মিথ্যা। তোমরাও যা করে থাক ওতেও কিছু নাই। "ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" সকলই তাঁর খেলা। জীব ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায়। বাহিরে যে কিছু দেখ সকলই ক্ষণধ্বংসী। বিনোদ বাবু কি বল?

বি। আরে মশায়, কেন আর ও সব ঢেঁকির কচ্‌কচি। নানা মুনির নানা মত, কিছু কি বুঝ্‌বার যো আছে? হার্বাট স্পেন্সার বলেছেন, জগতের আদি কারণ যা তা অপরিজ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ্য। ভূত কালের অভিজ্ঞতানুসারে জীবন নির্ব্বাহ করাই সার কথা। ভাল মনে হয়েছে! পণ্ডিত মশায়, একবার অনু-গ্রহ করে অম্‌নি দেখুন তো যাত্রার দিন কবে ভাল আছে।

রঘু। কেন? তা নিয়ে কি হবে?

বি। আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী যাবেন সেই জন্যে।

রঘু। বটে! হাঃ হাঃ হাঃ তোমরা আজ কাল তবে এ সব মান্‌ছ। ভাল ভাল, বড় সন্তোষ হলেম্। আচ্ছা খুব ভাল দিন দেখে দিচ্চি। জ্যোতিষ বিদ্যেটা ভাল রকমই জানা ছিল, এখন চর্চ্চা নাই বলে ভুলে যাচ্চি।

বি। তবে মশায় আমার হাত খানাও একবার দেখুন, কত দিন বাঁচব, আর পসার কত দিনে হবে।

রঘু। (গণনাপূর্ব্বক) এ বৎসরটা তোমার কিছু রোজগার কম হবে, তার পর তিন বৎসর, দুই মাস ১১ দিনের দিন তোমার হাতে একটা বড় মোকদ্দমা পড়বে যাতে তুমি একেবারে ফেঁপে উঠ্‌বে। সে সময় যেন বাবু আমাকে ভুলে যেও না।

বি। (পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া) আজ্ঞে তা কি পারি? দেখ্‌বেন আপনাকে কি খুসি কর্‌ব।

(পণ্ডিতের প্রস্থান)

নর। কৈহে তুমি কাল্‌কের সার্কেলে আসনি যে?

বি। না ভাই, কাল বাড়ীতে একটা স্বস্তেন করা গিয়াছিল, সেই জন্যে কিছু ব্যস্ত ছিলাম। কি হল বল দিকি?

নর। উঃ ভারি চমৎকার! এমন বোধ হয় এক দিনও দেখিনি। আমীর দোস্ত মহম্মদের প্রেতআত্মা এসেছিলেন, টেবিলের উপর কত সব আঙ্গুর পেস্তা খোর্ম্মা ফল ফেলে দিলেন। জর্জ এলিয়ট এসে অর্গ্যান বাজালেন। মহাত্মা কুঠমিলালের নাম শুনেছ! তিনিও এসেছিলেন।

বি। বটে! হায়! হায়! আমি কিন্তু ভাই এত কাল যাওয়া আসা কচ্ছি, এক দিনও কিছু দেখতে পেলাম না, কেবল শুনেই থাকি।

মহা। তোমরা ঈশ্বর মান না, অথচ এ সকল ভূত প্রেতে বিশ্বাস কর কি করে? তোমাদের ঠিক যেন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

বি। ও সব তোমাদের গোঁড়ামির কথা। কিসে কি হয় কে জানে? সেক্সপিয়ার বলেছেন "স্বর্গে এবং পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে, তোমার বিজ্ঞানশাস্ত্র যা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি।"

নর। আর যে তোমায় এখন বড় দেখ্‌তে পাই নে? কেরাণীগিরি যে তোমার ছিল ভাল।

বি। হাঁ ভাই, আর বড় অবসর নেই। মক্কেলের মনযোগান জানইত। তোমাদের রুগী আর আমাদের মক্কেল।

মহা। রাজনৈতিক আন্দোলনের লীলা খেলাও ফুরিয়ে গেল না কি? শুন্‌লাম না কি বিয়ে করেছ? ক বছরের মেয়ে?

বি। কি করি, মা বাপের অনুরোধ; নৈলে নিজের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। মেয়েটী প্রায় দশ এগার বছরের হবে, খুব বাড়ন্ত আছে।

মহা। রিফর্ম্মেশেনও তবে এই পর্য্যন্ত! পার্‌বে না যদি, তবে এত জাঁক কেন? তোমাদের মত অস্থির মতি যুবার শেষ গতি যে এই দিকে তা জানাই আছে।

বি। ব্রেথা আন্দোলন্ করে কি হবে, তুমিত বড় মজার লোক দেখি ? "চাচা আপনি বাঁচা" হল এদেশের গুরুমন্ত্র। মুখে অমন সবাই বল্‌তে পারে। বিয়ের সময় আসুক্ না দেখা যাবে। বাবা, বি, এ, পাস্ করা সহজ, কিন্তু বিয়ে পাস করা বড় কঠিন।

নর। কেন, জাঁক নাই বা করবে কেন ? রাজনীতি বিষয়ে স্বাধীনতা নাই তার এখন কি করা যায়? এইত সে দিন আমার বিধবা জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজসংস্কারের কাজ মন্দ কি চল্‌চে ?

মহা। ছাই চল্‌চে। কেবল বাঁদ্‌রামি হচ্চে।

ভৃগু। ট্রানজেসেন্ ষ্টেটে ও সব ধর্ত্তে নেই। ইউটিলিটিতে সকলকে স্বার্থের দিকে টানে। অ্যাবসলিউট প্রিনসেপেল্ কিছুই নাই, সবই রিলেটিব। সুবিধার দিকে ঝোঁক্ আছে বলে আক্রমণ করলে চল্‌বে কেন ? এর ভেতর ভারি বিজ্ঞান আছে তা জান ? নেসেসিটী আর স্বার্থই জান্‌বে সকল কার্য্যের পরিচালক। অ্যান্টিসিডেণ্ট্ কজ্ সব কাজেই থাকে। যে দিকে স্বার্থের বেশী জোর সেই দিকে ফিলিং, কাজেই উইল্‌ও সেই দিকেই কাজ করে। স্বার্থই মোটিভ্ পাউয়ার্। মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই। কার্য্য কারণ শিকলের মত একটার পর আর একটা গাঁথা। ভবিষ্যৎ জানা যায় না বলে অদৃষ্ট প্রভিডেন্স্ প্রভৃতি কথা চলিত আছে। আসল কথা এই যে, স্বার্থের বেশী কমির উপর ভাল মন্দ সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত নির্ভর করে। ফলতঃ স্বার্থের উপর কাহারও কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

মহা। রেখে দেও তোমার পচা বিদ্যে! প্র্যাক্টিকেল্ বিষয়ে অত ফিলাজফাইজ্ ভাল লাগে না। জাঁক্ করে কেন যদি পার্‌বে না ? তোমার মতে চল্লেই প্রতুল আর কি! কোথা থেকে এক "জড়ীয় অদ্বৈতবাদ" মত শিখে কেবল জ্বালাতন আরম্ভ করেছেন।

নর। তাতে তোমার কি ? কেন তুমি সব্বাইকে ইন্সাল্ট্ করবে হে ?

(ভৃগু ও হরিসুখের প্রস্থান)

বি। বটেইত, তুমি বল্‌বার কে হে ? (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত) (সকলের তর্ক কোলাহল ও বিবাদ)

মহা। (উত্তেজিত হইয়া)

শোন্ শোন্ বলি, রে পুরুষাধম ভীরু
বঙ্গযুবা, হতবীর্য্য ভুজঙ্গ সদৃশ
গর্ব্ব তব। অকলঙ্ক আর্য্যকুলে হায়!
দিলি রে কলঙ্ক, স্বার্থ লাগি, অবহেলি
বীরধর্ম্মে। নিন্দা কর পরোক্ষে যাহারে
শত মুখে, তারি পদচুম্বনে প্রয়াস?
ধিক্ ধিক্ আত্মম্ভরী নরে, কেন তারা
পোড়ায় বচনে তবে?—ক্ষত অঙ্গে কেন
দেয় ঢালি লবণাম্বু? বিলাস বাসনা
যার গুরুমন্ত্র, সে কি পারে উদ্ধারিতে
অন্যে? শত ধিক্ তার বিদ্যার উপাধি।
কাঁদে যে স্মরিয়া পর দুঃখ, সংগোপনে,
সহৃদয়ে, সেই জানে দেশহিতৈষণা।
দাসত্বে যাহার প্রীতি সে কেমনে হবে
পরপ্রেমি? হায় বঙ্গ, পতিত ভারত,
হল না তোমার ভাগ্যে বুঝি সুখ আর।
উঠ, হরি স্মরি, দিন যায়, কবে আর
জাগিবে বল না? রে তরলমতি যুবা,
নব্যদল, যাও আগে ভুঞ্জ আত্মসুখ
দুর্নিবার; তার পর আসিও সাধিতে
পরহিত; বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন?
সমর উদ্যত সৈন্যে, চাহ কি নাশিতে
বাক্যবাণে?—শুয়ে পুষ্পশয্যাতলে? আহা!
স্বাধীন হইতে কত সাধ! কিন্তু তাহা
পূরিবে কেমনে বল? চাহ না হইতে
নম্র গুরুজনকাছে, ভয়ে, পাছে টুটে
আত্মাদর; পিতা মাতা নহেক প্রণম্য;

তিস্ত কি না কর স্বার্থে অন্ধ হয়ে? পাপ
ইন্দ্রিয় সুখের লাগি পার অনায়াসে
ত্যজিতে জীবন! হায়! প্রবৃত্তির দাস
যে বিলাসী, সে কিরূপে স্বাধীন হইবে!
সত্যপ্রিয় জিতেন্দ্রিয় যেই, সেই বীর
প্রকৃত স্বাধীন। কার সাধ্য বাঁধে তারে
দাস্যপদে, প্রলোভনে ফেলি? মহাতেজা
স্বাধীন বীরেন্দ্র হবে যদি, হে ভারত!
কর তবে ধৌত ব্রহ্মপদ রক্ত দানে;
দূরে যাবে ভয় বিভীষিকা! ধর্ম্মবীর
মহাজনগণে হের, স্মরিলে যাঁদের
কীর্ত্তি অলৌকিক, অগ্নি জলে মৃত প্রাণে।

(সকলে মিলে মার মার করিতে করিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাটখোলা নরকান্ত ডাক্তারের বাড়ী।

নরকান্ত আসীন।

অবিনাশ ও বলরাম কবিরত্নের প্রবেশ।

অবি। কি ডাক্তার, হ জ ব র ল হয়ে বসে বসে ঝিমুচ্চ যে? কোন গোলযোগ ঘটেনি তো?

নর। বিশেষ কিছু না, মেজাজটা কেমন যেন মুসড়ে আছে, কিছু ভাল লাগ্‌চে না।

অবি। এক গ্লাস্ টান না, এখনি চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বে।

নর। তা কি আর বাকী রেখেছি! আদ্‌খান্ ঐ আছে খাও, আস্ত টা নিও না, তা হলে আবার খন্দের ফিরে যাবে।

ভোলা মাতালের প্রবেশ।

ভো। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) জয় হোক ডাক্তার বাবুর!

অবি। কিরে ব্যাটা, এইচিস্? মাথায় টনক নড়ে নাকি? এই নে খা! খেয়ে একটা মায়ের নাম কর দিকি শুনি?

নর। আজ ভাই মাপ কর, বেশী বাড়াবাড়ি না করে অল্পে সেরে নাও।

অবি। (চীৎকার রবে) রেখে দে তোর ভদ্রতা। গাও বাবা ভোলানাথ গাও, খুব কোশে মায়ের নাম কর।

বল। ওগো বাবাজী, অত বাড়া বাড়ি কেন, ডাক্তার বাবু বল্‌চেন শোনই না ছাই কথাটা।

অবি। দুঃশালা, একটু খানি ঠোঁটে ঠেকিয়ে ব্যাটা আবার উপদেশ ঝাড়্‌তে এসেছে! শালা কেবল চাট খাবার যম। কপট হাফ্ হার্টেড্ মাতাল ব্যাটারা কেবল ফাঁকি দিয়ে চাট খেতে আসে। ব্যাটা তুই মোরে আর জন্মে শোর হবি। কুচ্ পরোয়া নেই, লাগাও গান। আমি বাবা হৈঞ্জি পৈঞ্জি ইয়ার নই, লইয়ার্, হাকিমের চোকে ধূলো দিয়ে টাকা আনি।

(গর্দ্দভস্বরে ভোলানাথের গান।)

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

ওমা কত ধানে কত চাল তা কিছুই না জানি।
যা করেন মা সুরেশ্বরী নম্বর একৃসা ব্রাণ্ডি পানি॥
যত ছিল বিষয় বৃত্তি, সকল হলো লোপাপত্তি,
এখন বাকী আছে হাড় কখানা, তাও নিয়ে টানাটানি॥

অবি। বা! বা! বহুতাচ্ছা বাবা, খুব লাগাও! (ভাবে গদ গদ হয়ে) আহা! মা, মা, মা, সুরধনী চৈতন্যহারিণী। ফের গাও।

পুনরায় সঙ্গীত।

জয়মা কালীঘাটের কালী। করালবদনী শ্যামা। (ঘুরে ঘুরে নৃত্য এবং বলরামের গাত্রে পতন।)

বল। উঃ ওরে ব্যাটা মেরেফেল্লেরে। হাড় গুলো ভেঙ্গে দিলে। আঃ রাম! রাম! কি কর্ম্মভোগ! (দূরে প্রস্থান)

অবি। কেমন ব্যাটা বলা খুড়ো, চালাকি কোরে ফাঁকি দিয়ে চাট্ পেয়ে যাবে? আমার কাছে আবার চালাকি? জানিস্, আমি এক আইনকে দশ রকমে অর্থ কত্তে পারি!

নর। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে লোকে বলে, ঠিক কথা। এত গুলো টাকা, একেবারে সব যেন ভূতে উড়িয়ে নে গেল!

অবি। সব ফুঁকে দেছ না কি? কিসে গেল?

নর। আর সে কথা জিজ্ঞেস্ কোরো না। এক ব্যাটা হউসওয়ালা ইংরেজের সঙ্গে কার্‌বার করে সব গেছে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেল, কাউকে কিছু বল্‌বারও পথ নেই। ভাই ইংরেজদের মধ্যে মিথ্যে কথা কয় এমন লোকও আছে। লোক্‌সান হয়েছে বলে, হিসেব টিসেব কিছু দেখালে না, ফাঁকি দিয়ে বিলেত চলে গেল। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)।

ভোল। ওরে বাবা ভয় করিসনে, সে আবার মদ আস্তে গিয়েছে।

অবি। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" তা আর ভেবে কি হবে? আমি বাবা বাজে খরচ করি নে, সব গুলি শুঁড়ীর দোকানে দিইছি। সেই টাকায় আবার বিলেত থেকে নতুন টট্‌কা মাল আস্‌বে, আবার খাব, আবার আসবে। দেখ দিকি পলিটিকেল ইকনমি জান্‌লে একটাকা থেকে কত সুবিধা করা যায়। তুমি নেহাত ষ্টুপিড্; টাকা জিনিস কি রাখতে আছে? কেবল ওড়াও, সঙ্গে সিকি পয়সাও কোন শালা বেঁধে দেবে না।

নর। নাহে, ঠাট্টার কথা নয়; সত্যি বলছি, আমার কিছুতেই মন সুখী হচ্চে না। খাওয়া পরা আমোদ আহ্লাদ আর ভাল লাগে না। মদ মাংসে অরুচি, রাতে ঘুম নেই, খেলে হজম হয় না, আবার ডায়বিটিসের ব্যামটা বেড়ে উঠেছে। মনের ভেতর কে যেন সদা সর্ব্বদা বলে, তুই নরকে পুড়ে মর্‌বি। কন্সেন্‌চ কেবলই ষ্টিং কত্তে লেগেছে। বল্‌ব কি, মাথার ভেতর দিন রাত যেন আগুন জ্বলে।

অবি। ড্যাম ইয়োর কন্সেন্‌চ! টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আবার কন্সেন্‌চ!

ও কিছু নয়, এক গ্লাস মদ খাও। নেশা না হলে কন্সেনচ্ ব্যাটারা এসে বড় দিক্ করে। আরোত কিছু পাওয়া যাবে, এত ভাবনা কি ?

বল। বড় বাবু, পাওয়া যাবে বল্‌চ বটে, কিন্তু মনে বড় ভয় ঢুকেছে। সে দিন থেকে আমারও এমনি হয়েছে, যেন কে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে এইরূপ মনে হয়। রাতে কত বীভৎস স্বপ্ন দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে উঠি, গিন্নি সাহস দেয় তবে বাঁচি। বলব কি স্ত্রীর হাতে খেতে শঙ্কা হয়। রোজ রাতে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, ঘুম আদবে নেই বললেই হয়। যে দশ টাকা পেইছিলাম তাও ফুরিয়ে এল।

অবি। সে ভেবে এখন আর কি হবে, যা গিলেছ তাত হজম করা চাই। ভয়ে হাল ছেড়ে দিলে সকলেরই বিপদ। রেজিষ্ট্রার আস্‌বে বলে এইচি, সে দিন সব্বাই উপস্থিত থেকে কাজ শেষ করে নিও। দেখ যেন গোঁপের গোঁজা বেরিয়ে থাকে না।

বল। তোরা ভাই আমাকে দিয়েই দুটো পাপ করাবি ? ছেলেটাকে ওষুদ বলে বিষ খাওয়ালাম, আবার মেয়ে সেজে জাল দলিল কত্তে হবে ? আচ্ছা আমার পাপের ভাগী তোরা হবি তো ?

অবি। না বাবা, কেবল টাকার ভাগী হব।

বিনোদের প্রবেশ।

ভোলা। ইনি কে বাবা ! বেশ নধর কচি পাঁটার মত চেহারা খানি। মা সুরেশ্বরীর বুঝি এখনও কৃপা হয় নি ?

অবি। ওকে চেন না ? এইবার নাম লিখিয়েছে। আমারি একজন যুড়িদার। খাও বাবা বিনোদ। (মদের গ্লাস প্রদান) ডোজ কিছু বেড়েছে কি ? না একটুতেই বোমি হবে ?

বি। আজ্ঞে না, এখন আমি সাবালগ হইছি।

বল। ইনি বেশ বলতে পারেন তা জান ? ওঁকে আমি ব্রেহ্মসভায় বক্তৃতা কত্তে দেখেছি।

অবি। দুঃশালা ! ও কেন ব্রেহ্মসভায় যাবে ? তুই যা, তোর বাপ যাক্, তোর চোদ্দ পুরুষ যে যেখানে আছে যাক্।

বি। উনি যা বল্লেন তা স ্য, আগে আগে যেতেম, এখন বার জয়েন্
করে অব্দি প্রায় বন্ধ করিছি।

অবি। দুর হ্টুপিড্! তুই বেহ্মজ্ঞানী ছিলি? কর্ ব্যাটা প্রাশ্চিত্তির্ কর।
বাবা বলরাম, ওকে প্রাশ্চিত্তির্ করে জাতে তুলে নে।

বল। (বিনোদের হাত ধরিয়া) বল!—

চৈতন্যহারিণী সুরা লোহিত বরণী।
শুঁড়ির ঘরের লক্ষ্মী শয়তাননন্দিনী।
যকৃৎপ্রসূতা আর্য্যকুলকলঙ্কিনী।
ইংরাজ রাজের বহু অর্থপ্রসবিনী।
বঙ্গীয় যুবার ধর্ম্ম অর্থবিনাশিনী।
সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায়ভেদ-সংহারিণী।
ব্যভিচার নরহত্যা সাহায্যকারিণী।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি শিক্ষাপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবুদ্ধিহরা পিঁপে বোতলদায়িনী।
পাপী পাষণ্ডের সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী।

ভোলা। "বলাই বন্দির মাথা মুণ্ড খাউনী।" ব্যাটা তুই কি মন্ত্র পড়ালি?
ত শাস্ত্রের বচন নয়? শোন তবে বলি। ব্রেদে বলেছে, "অহিফেন গাঁজা,
দ্ধি, গুড়াকু, মদ্য পঞ্চম। পঞ্চ যত্র নবিদ্যন্তে তত্র বাস ন কারয়েৎ"। নাও
বা প্রায়শ্চিত্ত কর। (বিনোদকে মদের গ্লাস প্রদান)

বি। আবো এক গ্লাস পেলে মন্দ হয় না, পাপটা কিছু গুরুতর হয়েছে,
লরূপে প্রাশ্চিত্তির হওয়া চাই।

অবি। অলরাইট ব্রাদার। ইনি সুরাচার্য্য ওঁর কাছে শিখে আমি
নুষ হইচি, তুই ওঁর স্কুলে পড়িস্।

ভাই বিনোদ, আজ এই দুই ব্যাটাকেই ভুতে পেয়েছে. ইয়ার্কিতে মজা
চ্চি নে, চল দুইজনে বাগানে যাই। এক সপ্তা পরে বাড়ী গেলেম, গিয়ে
খি যে ঘরের মেয়ে মানুষ টো কেবল ভগবান্ ভগবান্ কচ্চে। এখানে
াম, দেখি যে এরাও তপস্বিনী হয়ে বসে বসে রিপেণ্ট কচ্চে, কি বিপদ!
প্রয়াংশে বহু বিঘ্নানি"। সে দিন ভাই ওয়াইফের রকম সকম দেখে

প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলাম যে আর মদ খাব না। বাবা, মদ না খেলে কি বাঁচি! ক দিন মরি আর কি পেট ফুলে। আর শিগ্‌গির আমি বাড়ী যাচ্ছি নে।

বি। মশায়, প্রতিজ্ঞা করাটা ভাল হয় নি। "বোধ হয়" "হয় তো" "চেষ্টা করব", এইরূপে বল্‌লে ঠিক্ হত।

অবি। এঃ! তুই ছোঁড়া মজাবি দেখ্‌ছি কোন্ দিন! এখনো তোর গায়ে বেহ্মজ্ঞানির গন্ধ আছে। কার কোন্ দিন মকদ্দমা মাটি করে ফেল্‌বি, পোষাল না; তুই আপনার পথ দেখিস্।

বি। আজ্ঞে না, না, ও কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। আপনি হলেন আমার পেট্রন্, যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব। পূর্ব্বের ভাব সব ছেড়ে ছুড়ে দিইছি, তা নৈলে এ কেচ্‌টায় কি মত দিতাম?

অবি। হাঁ বাবা, বিজ্ঞিগিরি এখানে চল্‌বে না। পষ্ট কথা বলি শোন, যদি পসার কত্তে চাও, তবে ও সব জ্যাঠামি ছেড়ে দাও। এ কেচ্‌টা নেব না, এতে মিথ্যে আছে, এমন কথা কখন মুখে আন্‌বে না। সত্যি মিথ্যের সঙ্গে উকীলের সংশ্রব কি? মোক্তার মক্কেলেরা সে জন্যে দায়ী। যা আস্‌বে তাই নিতে হবে, যা আস্‌বে না তাও নিতে হবে। তবে পলিসির সেকে, যদি দেখ্‌লে যে কেচ্‌টা যায় যায় হয়েছে, হাকিমের মন উল্‌টো দিকে ফিরেছে, তখন হাত ধুয়ে খালাস হবার চেষ্টা কোরো। সে ফিকির মন্দ নয়, কারণ তাতে হাকিমের একটু গুড্ ওপিনিয়ান্ হবে, পসার বাড়্‌বারও সম্ভাবনা।

বি। আর আমাকে লজ্জা দেবেন্ না, সব বুঝ্‌তে পেরেছি। সত্যের জন্যে আর কি পসার খোয়াতে পারি?

অবি। দেখো ভাই! যেন ভরাডুবি কোরো না। হ্যাদেখ, একটা জ্ঞানের কথা তবে বলি শোন। অঙ্গীকার ভঙ্গ, কি সত্য গোপন, কি কনাইভ্ করা এ সব কথা এডুকেটেড্ এন্‌লাইটেণ্ড্ লোকেরা মানে না। জনষ্টুয়াট্ মিল্ নিজে বলে গেছেন, শিক্ষিত লোকেরা কোন বাঁধা প্রিন্সিপেলের অধীন হয়ে থাকতে চায় না। যেটা সুবিধা বোধ হয় তাই করে।

বি। ঠিক্ কথাইত বলেছে। যদিও মিল্ কম্‌টি আমি পড়িনি, কিন্তু স্বভাবতঃ এ কথা আমি মান্য করি।

অবি। কিন্তু ভাই একটা ভাব সেই দিন থেকে বারে বারেই মনে উদয় হচ্চে। তুমিতো বিজ্ঞ মানুষ, ধর্ম্ম টর্ম্মের অনেক খবর রাখ, কি বল দিকি সেটা ? আমার স্ত্রী সে দিন কেঁদে কেঁদে কি সব কথা বল্লে, এখনো আমার কাণের ভেতর সে গুলো যেন ভোঁ ভোঁ কচ্চে। ঠিক্ বোধ হল যেন কে সেখানে উপস্থিত হলেন।

বি। সে কোন কাজের কথা নয়, ভুল্তে চেষ্টা করুন। আমার ও অনেক দেখা আছে। কত কেঁদিছি, কত চেঁচিইছি, কত বক্তৃতা প্রার্থনা করেছি, গড়াগড়ি পর্য্যন্ত দিইছি। "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী" যে যা ভাবে, তার তাই মনে হয়। টাকাই হচ্চে পৃথিবীতে সার জিনিষ; টাকাতেই জান্বেন সকল সুখ। একটু লেখা পড়া শিখে পাস্ টাস্ না কর্‌লে চাকরী জোটে না, তা নৈলে আপনিও যেমন, কে বা পড়া শুনো কোত্তো। এ পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যাটারাও বোকা, কেবল ভেবে ভেবে মাথা গরম করে মরে; ধার্ম্মিক গুলো তো একেবারেই কাজের বার।

অবি। (হাঁসিয়া) না না, ধার্ম্মিকদের কথা যা বল্লি তা সত্য, জ্ঞানীদের দ্বারা অনেক উপকার হয়। তারাইত যত সুখ সুবিধার পথ ভেবে ভেবে বার করেচে। ঈশ্বরভয়, নীতিভয়, পরকালভয় তারাইত যুক্তি দেখিয়ে তাড়ালে। চল এখন বাগানে পালান যাক। গুড্‌নাইট্ ডাক্তার! দেখ যেন কন্সেন্‌চে কামড়ায় না।

ভোলা। বাবা বিনোদ সেই পাঁচ ইয়ারের গানটা একবার গেয়ে যাও। তুমি বাবা বেশ গাইতে পার।

বি। তবে সব্বাই উঠে দাঁড়াও!

(পঞ্চজনের দণ্ডায়মান এবং গীত)—

আমরা পাঁচটি ইয়ার। (দাদা)
আমরা পাঁচটি ইয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি,
ভবসিন্ধু খেয়ার;
পার করি শুধু বোতল গেলাস্,
আমরা পাঁচটি ইয়ার॥

এই ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা, আর সেম্পিন্ মোদের রাণী,
আমরা করিনে কারোয় ডর, আমরা করিনে কারুর হানি ;
আমরা রাখিনে কারুর তোয়াক্কা, করিনে কারোয় কেয়ার,
এই ভব মাঝে সব ফক্কা জেনেছি,
আমরা পাঁচটি ইয়ার ॥

কেন নদীর জলে কাদা, আর সাগর জলে নুন ?
পাছে মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন ;
তুমি হলে নাকো কেন কবি, হল সেক্সপীয়র,
আর সে সব কথায় কাজকি দাদা,
আমরা পাঁচটি ইয়ার ॥

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা ?—
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি আর দৈত্য খেতো সাদা ;
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন, সুহৃদ আছে'কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি,
আমরা পাঁচটি ইয়ার ॥

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা খাব নাক কারো চুরি কোরে' দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ,
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু,
আমরা পাঁচটি ইয়ার ॥

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হেষ্টিং কলেজ।

ছাত্রগণ আসীন।

পণ্ডিত রঘুমণি ত্রিবেদীর প্রবেশ।

প। এস না সব এ দিকে? গল্প আরম্ভ কর্‌লে কেন? (গীত) গান গায় কে হে? আ গেল, এমন সব বদ্ ছেলেত দেখিনি!

(ছাত্রগণের কোলাহল ও দৌড়াদৌড়ি)

প। আহা, তোমরা অস্থির হও কেন? পড় না চুপ করে! (মিউ) বেড়াল ডাকে আবার কে? (পঠন)

প্রঃ ছা। পণ্ডিত মশায় সম্বন্ধী মানে কি?

প। তা আর জান না? যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধী।

দ্বিঃ ছা। আচ্ছা তা হলে আপনার ছেলেকে কি আপনি সম্বন্ধী বল্‌তে পারেন?

প। এমন সব বকা ছেলে! চুপ করে থাক্!

লাইব্রেরিয়ান্ কালাচাঁদ কেরাণীর প্রবেশ।

কালা। আজ তিনটের সময় কমিটী বস্‌বে জানেন তো? একটা জনরব শুন্‌লাম, জানেন কি কিছু? হরিসুখ বাবুর ভাই অবিনাশ উকীল না কি বশাকদের বাড়ীর সেই ঘটনায় জড়িত? উঃ কি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! জলজ্যান্ত ছেলেটাকে পাষণ্ডেরা সব জুটে মেরে ফেলেছে! আহা! বিধবা মাগির কি দুরাদেষ্ট। ঐ একটী মাত্র ছেলে ছিল। শেষটা কিনা মাগিটেকে হরিদ্বারে রেখে এসে, জাল দলিল করে বিষয় গুলো রেজষ্টরি করে নিয়েছে! বলা বদ্দিটে এম্‌নি ধূর্ত্ত, নিজে গোঁপ কামিয়ে মেয়ে মানুষ সেজেছে, সেজে রেজিষ্ট্রারের কাছে বলেছে আমি রতু বশাকের স্ত্রী, নাম কৃষ্ণপ্রিয়া, আমি অবিরে পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া আমার দেবর যজ্ঞেশ্বর বশাককে সব বিষয় সম্পত্তি দান করিলাম। উঃ ব্যাটা কি বজ্জাৎ!

প। (আস্তে আস্তে) এইরূপ শুনেছি বটে, সত্য মিথ্যা গোবিন্দ জানেন।

তৃঃ ছা। মশায়, গোবিন্দ কে মশায়?

প। গোবিন্দ তোর বাবা! যেন ক্ষেপা পাগল পেয়েছে। পড়া তৈয়ের কর্‌গে যা!

বড় গুরু ব্যাপার, আমাদের ও সব আলোচনা না করাই ভাল। কি জানি পুলিসের হেঙ্গামায় পড়ে শেষে কি হবে। শুনলাম ওষুধ বলে না কি বিষ প্রয়োগ করেছে। আহা! হরিসুখের জন্য মনে বড় ক্লেশ হয়। কমিশন্ মহাশয়রা আজ কি কর্‌বেন জানি না, হয়ত বেচারার চাক্‌রিটী মারা যাবে। ভাইটীর হল এই দশা, নিজের কর্ম্ম যায় যায়, নরহরি বাবু প্রাচীন বয়সে বড়ই মর্ম্মপীড়া পেলে। ওরা আমার বড় উপকারী লোক। মেজো ছেলেটা গেল সাহেব হয়ে বেরিয়ে। ভগবানের মর্জ্জি কিছুই বুঝা যায় না।

কালা। অবিনাশকে ধরবার জন্যে পুলিসের ওয়ারীন বেরিয়েছে। শুন্‌চি না কি কোথায় গিয়ে সে লুকিয়ে আছে।

প। ইংরাজের রাজ্য, লুকিয়ে আর কত দিন বাঁচবে; ধরা পড়তে হবে এক দিন।

চঃ ছা। মর্ম্মপীড়া কাকে বলে পণ্ডিত মশায়?

রঘু। আরে হতভাগা ছেলেগুলো যে আমায় বড় বিরক্ত করলে দেখি! তোদের এ কথায় কাণ দেওয়ার দরকার কি? পড়ে যা না?

(কালাচাঁদের প্রস্থান)

প্রঃ ছা। পণ্ডিত মশাই, "হৈয়ঙ্গবীনমাদায়" এ কথাটার অর্থ কি?

প। বুঝ্‌লে না, গোপ সকল সদ্য গাওয়া ঘৃত আনিয়া রাজা দিলীপকে উপহার দিচ্ছে। উঁহুঁহুঁ! তোমার মুখে গন্ধ কিসের হে? সুরাপান করে থাক না কি? নারায়ণ! নারায়ণ!

দ্বিঃ ছাত্র। বনের মধ্যে রাজা গাওয়া ঘি নিয়ে কি কর্‌লেন? রাণীকে কি মোহনভোগ করে দিলেন?

প। কচুপোড়া খাও! জ্যাঠা ছেলে!

তৃঃ ছাত্র। আরে কেন মিছে মিছি সময় নষ্ট করিস্, পড়ে যানা! পাস্

হওয়া নিয়ে কাজ। (পণ্ডিতের নিদ্রাকর্ষণ) এর পর কোথায় বা থাকবে তোর রঘুবংশ, আর কোথায় বা থাকবে তোর ভট্টি কুমার। পণ্ডিত মশায়, আজ আমরা পুরোনো পড়া অভ্যেস করি।

প। (নিদ্রাবেশে) হাঁ বাপু, তাই কর। (চেয়ারে ঠেস্ দিয়া উর্দ্ধমুখে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা)

প্রঃ ছাত্র। (কিছু ক্ষণ পড়িয়া) ওরে ভাই, একজন লাল আর কাল কালীর দোতটা আর থড়ী থান নে আয় তো! এক মজা করি। আর এক গাচ দড়িও আনিস্।

(পণ্ডিতের কপাল এবং নাক মুখ চিত্র বিচিত্র করিয়া কাছার সঙ্গে চেয়ারের পায়ার সঙ্গে রজ্জু বন্ধন)

দ্বিঃ ছাত্র। পণ্ডিত মশায়! পণ্ডিত মশায়! উঠুন, উঠুন, সাহেব আস্-ছেন। (খিল্ খিল্ রবে সকলের হাস্য)

প। (সচকিতে গাত্রোত্থান) অ্যাঁ, অ্যাঁ, কৈ! (কাপড় খসিয়া পড়ন্)

ছাত্রগণ। (হো হো রবে হাস্য এবং করতালি) ওরে কাছাটা ধরে টান্ টান্!

প। কোন্ বেল্লিক্ কাছার সঙ্গে দড়ি বাঁধ্‌লে রে? পাজি ব্যাটারা কোথাকারে!

ছাত্রগণ। মশায়, আপনার মুখে কি একবার দেখুন। (মুখে কাপড় দিয়া সকলের হাস্য)

প। (মুখে হাত দিয়া) য়্যা! চট্ চট্ করে যে! দেখ দিকি পাজি ব্যাটাদের আক্কেল্‌টা! দাঁড়া, আজ সব ব্যাটাকে জব্দ কচ্চি।

প্রঃ ছাত্র। কি মশায় আপনি গাল্ পাড়েন! ক্লাসে এসে নাক ডাকানো? প্রিন্সপ্যাল্‌কে বলে দিয়ে মজা দেখাচ্চি রসুন্!

প। (স্বগত) তাওত বটে! শেষে চাকরীটে যাবে না কি? (প্রকাশ্যে) যাক্ যাক্ আর ও কথায় কাজ নেই। চুপ করে থাক, সাহেবরা বুঝি আস্‌চেন।

(ছাত্রগণের প্রস্থান)

কমিশনের উপবেশন।

হরিসুখ, মহানন্দ ও কালাচাঁদের প্রবেশ।

প্রেসিডেণ্ট। ইটিহাসের অধ্যাপক্ হ্যারিসুখ বাবুর নামে কেমন চার্জ্জ আছে মোকে বোলো।

কালা। ছাত্রগণের দর্খাস্তে প্রকাশ যে, হরিসুখ বাবু বলেন, "ইতিহাসে ঈশ্বর আছেন"। অর্থাৎ গড্ ইন্ হিষ্ট্রির মত উনি মানেন। প্রকারান্তরে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উনি গবর্ণমেণ্টের রিলিজাস্ নিউট্রালিটী ভঙ্গ করেছেন।

প্রে! বহুট্ কঠা হামি শুনিবে না। কাল যো সাক্ষী লোগ ডিপো-জিশন্ দিয়া উস্‌কো চুম্বক পড়।

কালা। যে আজ্ঞে হুজুর।

জোবানবন্দী পাঠ।

১। প্রথম শিক্ষক বলেন, এ কথা ঠিক, আমি ইহা বিশ্বাস করি।

২। ফিলসফির অধ্যাপক বলেন—এঁর মত্ বড় ভয়ানক! ইনি বলেন, সকল বিষয়েই ধর্ম্ম আছে; প্রতি কথাতে ওঁর মুখে গডের নাম শুন্‌তে পাওয়া যায়।

৩। প্রথম ছাত্র—ওঁর মতে সব মানুষের ভেতর কন্সেন্‌চ্ আছে এবং তাহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

৪। দ্বিতীয় ছাত্র—এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ওঁর সঙ্গে আমরা এক দিন ইডেন্‌গার্ডেনে বেড়াতে গিয়াছিলাম। উনি বল্‌তে লাগিলেন যে, সমস্ত ফুল ফল গাছ পাতার মধ্যে গড্ আছেন। শেষ ঝিলের ধারে বসে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে "ও লর্ড! ও লর্ড!" এই বলে প্রেয়ার্ কর্-লেন। আমরা বাড়ী এসে শেষ গার্জ্জেনদের কাছে গালাগাল খেয়ে মরি।

৫। তৃতীয় ছাত্র—আমি এক দিন চুরট্ খেতে খেতে আস্‌ছি, উনি ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগলেন, "তুমি ঈশ্বরসন্তান, এমন কুস্থান থেকে সুরাপান করে চুরট খেতে খেতে আস্‌ছ, ইহা অত্যন্ত ভয়ানক পাপ তা জান?"

৬। দ্বিতীয় পণ্ডিত—হরিবাবু সর্ব্বদাই কি এক নিউ ডিস্পেন্সারির কথা বলেন আমরা বুঝ্‌তে পারিনে। ওঁর চোক প্রায় সর্ব্বদাই বোঁজাই থাকে,

কোন বিষয় আলোচনা কর্‌তে গেলে অমনি কেঁদে ফেলেন। ফলতঃ পদে পদে, ওঁর দ্বারা রাজবিধি ভঙ্গ হচ্চে, আমার মতে ওঁর পাদরী হওয়াই ভাল।

৭। তৃতীয় শিক্ষক—ক্লাস খুলিবার সময় এবং বন্ধ হবার সময় উনি মনে মনে কি বলেন আর চোক বোঁজেন ; এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

মহা। (দন্ত ঘর্ষণ ও ভূমিতে পদাঘাত) উঃ কি অন্যায় প্রবঞ্চনা! কথা শুনে রক্ত গরম হয়ে ওঠে! এই সকল কথা প্রমাণের মধ্যে গণ্য হল ?

হরি। ভাই, ধৈর্য্যাবলম্বন কর! এই রূপই জান্‌বে সংসারের গতি।

প্রে। এখন হামি টিফিন্ করবে।

(কমিশন টিফিন করিতে গমন)

প। দেখ হরি বাবু, ধর্ম্ম কোন না কোন ভাবে সকলেই মানে, আমিও কিছু যে নাস্তিক বা পৌত্তলিক নই, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মেলে। কিন্তু এ সব ভেতরের জিনিষ, বাইরে প্রকাশ কত্তে গেলে সংসার চলে না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করলে সব দিক্ বজায় থাকে না। সময় বিশেষে ছুটো মিথ্যা কথাও বল্‌তে হয়। আমাদের শাস্ত্রেও তো এর ভূরি প্রমাণ আছে। কোন ভাল উদ্দেশ্যের জন্য মন্দ উপায় লওয়া যেতে পারে। অতএব তুমি ও সকল কথা অস্বীকার কর, নৈলে চাকরী থাকে না। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু, তাই বল্‌ছি সাবধান হও। সুখের জন্যইত ধর্ম্ম কর্ম্ম সব। বেশী বাড়া বাড়ী কর্‌লে সভ্য লোকেরা তাকে গোঁড়ামি বলে।

হরি। উপায় কি বলুন, মিথ্যা কিরূপে বলি। ধর্ম্মই যদি গেল, তবে আর সব দিক্ বজায় থাক্‌ল কৈ ?

কমিশনের পুনরায় অধিবেশন।

কালা। ৮। সায়েন্সের অধ্যাপক—এঁর এক প্রকার "থিয়োম্যানিয়া" রোগ দাঁড়িয়েছে। ভাতখেতে বসেও ওঁর প্রার্থনা। কত দূর ইল্লজিকেল্ দেখুন্, একদিকে বলেন, "ঈশ্বর নিরাকার, নির্লিপ্ত" আবার প্রার্থনা করেন, "হে ঈশ্বর, স্বহস্তে এই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলে, তুমি সকলের মূল।" আবগারির রেভিনিউ বৃদ্ধির কথা শুনলে জলে ওঠেন, সর্ব্বাইকে মাচ মাংস

খেতে মানা করেন। আবার বলেন, প্রাণের অপেক্ষা সত্য মূল্যবান্। পাগল নয়তো একে আর কি বল্‌বেন?

৯। গণিতের অধ্যাপক। গবর্ণমেণ্ট কলেজ এবং আবগারির উপর হরিবাবু বড় বিরক্ত। ওঁর ভাই অবিনাশ এইখানে পড়ে নাস্তিক এবং মাতাল হয়েছে এইরূপ তাঁর সংস্কার। কলেজের তাতে অপরাধ কি? জাল জুয়াচুরি তিনি যেন এই খান থেকেই শিখে গেছেন?

মহা। হরিবাবু, আরত আমার সহ্য হয় না! ডাউন্‌রাইট্ ফল্‌সহুড সব লিখে এনেছে। কি বল্‌ব তুমি বাধা দিচ্চ, নৈলে এক ঘুঁশিতে কালা ব্যাটার মাথা গুঁড়ো করে ফেলতাম। এই কি ন্যায়পরতার বিচার? কেমন করে তোমরা এই সকল অসার কথা চুপ করে বসে শুনচ? ধর্ম্ম কি সত্যি সত্যি পৃথিবী থেকে একেবারে চলে গিয়েছে? হায় কি অরাজকতা! এক জন নির্দ্দোষীর প্রতি এই ব্যবহার! ধর্ম্মের কথা শুন্‌লেত তোমাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে, কিন্তু উনি কি ক্লাসে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন ধর্ম্মের কথা কাউকে বলেছেন? নাস্তিক শিক্ষক না হলে কি আর গবর্ণমেণ্টের নিউট্রালিটী কেহ রক্ষা কর্‌তে পারে না? রাজবিধিবিরুদ্ধ আচরণ করিতে কি কেহ কোন দিন ওঁকে এখানে দেখেছে? কেহইত সে কথা বলে না। কমিশন মহাশয়রা তবে কি শুন্‌ছেন? এ কি হিঁদুদের দলাদলির ঘোঁট? চাকরী করে বলে কেহত দাস নয়, যে বাহিরে আপনার ধর্ম্ম প্রচার কর্‌বে না। (আস্তে) যত ব্যাটা খোসামুদে জুটেছে, কেবল হুজুর হুজুর বলে মিথ্যার শ্রাদ্ধ কচ্চেন!

প্রেসি। উও কোন্ আড্‌মি আছে?

কালা। ধর্ম্মাবতার, উনি চতুর্থ শিক্ষক এবং আসামীর আত্মীয়।

প্রে। টোম্‌লোগ কৈ আড্‌মি কি ডেখা হ্যায় উও ক্লাস্‌মে রিলিজান টিচ্ কর্‌টা?

কালা। না তবে প্রকারান্তরে দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ ভেতরে যেখানে ভাব রয়েছে সেখানে সুযোগ পেলেই তা বেরিয়ে পড়্‌বে।

প। (স্বগত) কাজটা কেন মিছে হাতছাড়া হয়। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মাবতার! ওঁকে ডিস্‌মিস্ করা হোক্, আমার একজন ভাল লোক আছে তাকে,

আমি পাঠিয়ে দেব। সে এ সকল গোলযোগ কিছু করবে না। ধর্ম্মের সঙ্গে তার কোন সংশ্রবই নাই।

প্রেসি। বাবু, তুমি কি কিছু বলিবে?

হরি। বল্‌বারত অনেক আছে, কিন্তু কোথায় বলি? কলেজে নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়া ছাত্রদিগকে মদ্যপান ব্যভিচারে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে, তাতে রাজনীতি ভঙ্গ হল না; আর আমি ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে লইতে চেষ্টা করেছি এইজন্য আমার অপরাধ হল? বিদ্যালয়ে কখন ধর্ম্ম শিখাই নাই; অন্যত্রও কি তাহা নিষেধ? তবে কি নাস্তিক হয়ে কেবল নাস্তিকতাই প্রচার কত্তে হবে? হায়! ন্যায়পরতা কি পৃথিবীতে নাই? "ধর্ম্মনিরপেক্ষতা" রাজবিধি কি, তবে নাস্তিকতা শিক্ষা দিবার কৌশল মাত্র? এইরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষা দ্বারা কি ভেতরে ভেতরে লোকের মনে রাজবিদ্রোহানল প্রধূমিত হইতেছে না? প্রজাকুল নীতিভ্রষ্ট যথেচ্ছাচারী হওয়া কি রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক? ইহা দ্বারা মানবপ্রকৃতি যে বিধিবিরোধী হইয়া উঠিবে? এমন মূর্খ রাজনীতিজ্ঞই বা কে আছে যে এই রূপে দেশকে শাসনে রাখিতে সঙ্কল্প করিবে? হা ধর্ম্ম! হা ঈশ্বর! ন্যায় দয়া সত্য ঔদার্য্য তোমরা কি বিলুপ্ত হইলে? হায়! হায়!

কি বলিব! নহে কি এ ঈশ্বরের রাজ্য?
নিশার স্বপন সম দেখিনু কি সব?
কেমন সে বিধি যাতে বিধাতার বিধি
নাশ করে?—দেয় পাপ অধর্ম্মে প্রশ্রয়?
ধন্য রে কালের প্রভা! হায়! পরাবিদ্যে,
অবিদ্যানাশিনী, কোথা রহিলে মা তুমি
এবে? দেবি বেদমাতা, তব নামে কেন
এ কলঙ্ক বল দেখি? ধর্ম্মসংহারিণী
মায়াবিদ্যা করিল যে মোহিত সকলে
মোহমন্ত্রে! নাস্তিকতা সহস্র দুয়ার
খুলি ডাকে সবে, নানা ছল করি।
অবিদ্যা মায়াবী, কতরূপে নাশ তুমি

মরে। বারবিলাসিনী, সুরারবিপনী
যত সহচরী তোর, কত যে সাধিছে
অমঙ্গল কি বলিব! হে ধৰ্ম্মবিরোধী
রাজদ্রোহী, কেন আর ডুবাও নরকে
নরকুলে, কুমন্ত্রণা দানে? এই যদি
হয় রাজধর্ম্ম—" হেথা কেহ শিখাবে না
ধর্ম্ম;—যিনি রাজরাজেশ্বর তাঁর নাম
লইতে পাবে না মুখে কেহ; হায়! তবে
শিখাও কেমনে নাস্তিকতা? নহেন্ কি
ঈশা নরোত্তম রাজা এ ভারতে? আহা!
যাঁর নামে হয় ভস্মীভূত পাপরাশি,
নাহি কিরে বিন্দুমাত্র ভক্তি তাঁর পদে?
কেন হায়! অবিচার এত, বল শুনি,
বল হে বিচারপতি? দেও কি তোমরা
মন্ত্র কাণে, গুরু হয়ে, যাহে সুরাস্রোতে
ভাসে ধরাতল? হায়! মাদক বিক্রয়
করি শোষে অর্থ, শোষে জীবনশোণিত
অনায়াসে কেমন এ রাজধর্ম্মবিধি!
নাহি কিরে দয়ালেশ প্রাণে? হৃদয় কি
পাষাণে নির্ম্মিত? ওরে স্বার্থ, কোন্ কর্ম্ম
না হয় সম্পন্ন বল্ দেখি তোর হতে?
কোথায় রহিলে আহা! যিশু এ সময়,
এস দেব, দেখ তব শিষ্যের দুর্গতি।
বসি রাজসিংহাসনে তুমি, স্বর্গরাজ্য
আনিবে ভারতে, রাজা হয়ে, সবাকারে
দিবে আলিঙ্গন প্রেমে, ভাই বলি; হায়!
হল না সে আশা পূর্ণ, তাই আজ কাঁদি
মোরা সবে। এস তুমি, বস সিংহাসনে;

তব আশাবাক্যে আছি ধরিয়া জীবন।
কবে আহা! হবে তুমি রাজা এ ভারতে,—
জগন্মণ্ডলে, তাই ভাবি নিরবধি।
(সকলে মিলিয়া সিডিশন্! সিডিশন্! বলিয়া চীৎকার।)
কথন না! রাজভক্তি মোর ধর্ম্ম অঙ্গ।
হৃদয় বিদারি পারি দেখাইতে; দেখ,
থাকে যদি চক্ষু দেখিবার। কার সাধ্য
বলে হেন কথা তারে, ইতিহাসে দেখে
যে ঈশ্বরে প্রাণরূপে? কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী
প্রজা আমি, চিরকাল, নহি হে বিদ্রোহী।
যার প্রাণ বাঁধা ব্রহ্মপদে, ভক্তিডোরে,
সর্ব্বলোকপতি মহেশ্বর যার রাজা,
রাজদ্রোহী পারে কি সে হতে? অসম্ভব!
অসম্ভব। নহি আমি রাজার বিরোধী।
কিন্তু সত্য যাহা তাহা বলিতে কি ভয়?
ভ্রাতৃঃদুঃখে জর্জ্জরিত প্রাণ, তাই বলি;
মাতৃভূমি সুরাবিষে জ্বলে,— ঘরে ঘরে
শোকের নিনাদ,— তাই বলি; সভাজন!
তোমাদের পায়ে ধরে বলি, দয়া কর,
দিও না আহুতি আর পাপানলে। গেল
যে পুড়িয়া দেশ দেখ, শুন একবার;—
শোকে ঐ কাঁদে অনাথিনী বঙ্গবালা;
আহা! প্রাণ ফেটে যায় সে ধ্বনি শ্রবণে।
(শোকেতে আচ্ছন্ন হইয়া রোদন এবং বহির্গমন)

মহা। (উচ্চৈঃস্বরে) এমন অধর্ম্মের জায়গায় কি কাজ কত্তে আছে! এই থাক্‌লো চাক্‌রী, আজ আমি কাজে ইস্তাফা দিলাম। (সদর্পে প্রস্থান)

প্রেসি। এ বেকুটি ট্রুলি ম্যাড্ আছে।

কালা। আজ্ঞে, তা নৈলে আর ছড়া কাটিয়ে জবাব দেয়। সভার মধ্যে কেঁদেই ফেল্‌লে।

নেটিভ কমিসনরগণ। আহা কি সুবিচার! হুজুর হুজুর ধর্ম্মাবতার, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার।

প্রে। (বক্তৃতা) হে হিণ্ডু যুবকী লোক সকল! টোমরা জানে হামলোক কালেজে ক্লীবলিঙ্গ পলিসী অব্‌জার্ব করে। ঢর্ম্মের জন্য মোরা ডায়ী নয়, অটএব টোমলোক অণ্ডারেষ্ট্যাণ্ড করো (সর্ব্বসম্মতিক্রমে) এ ব্যক্টিকে কোর্ম্মো হইতে চ্যুত করা গেল, এবং এই রাজড্রোহীর নাম সর্‌কারি গেজেটে পাব্‌লিশ্‌ হোবে।

(দস্তখত)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুড়ের মার গলি—আর, এম্‌, বোসের পার্লার।

মিষ্টার্‌ বোস্‌ আসীন।

বলরাম কবিরত্নের প্রবেশ।

বল। বাবাজী, আমিত বড় মুস্কিলে পড়িচি। নরকান্তকে কাল গ্রেপ্তার করেছে, আমাকে খুঁজে পায় নি। এখন উপায়?

আর। এখন উপায় লুকিয়ে থাকা। দাদাও ত এতে আছেন?

বল। আমার তত ভয় নাই। যজ্ঞেশ্বর বলেছে, যত টাকা লাগে দেবে। ওয়ারিনের সার্জ্জনকে বশ করেছে। আজ কি সাহেবদের কাউকে নিমন্ত্রণ করেছ না কি?

আর। সাহেব কি এ দেশে আছে তাই নিমন্ত্রণ কর্‌ব? য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আমি খোসামোদ করিনে। মিষ্টার এবং মিসেস্‌ চকর্‌বর্ত্তিকে আচ্‌ক করেছি। ডর্কি নিগার নেটিভ্‌ আর এ দিশি ইংরেজ আমার কাছে দুই সমান। নেটিভ্‌ পাজিদের সঙ্গেত মিশ্‌তেই চাইনে, তবে তোমাদের মত দুই এক জনের সঙ্গে যে মিশি সে জুদো কথা।

বল। কেন বাপু, তুমি তো আর বিলেতে যাও নি, তবে সে দেশের এত গোঁড়ামি কেন ?

আর। নাই বা গেলাম, আমার মেজাজ্‌টা জানবে ঠিক্ আসল বিলিতি সাহেবের মত।

বল। আচ্ছা বাবাজী, এ দেশের সাহেবদের ওপর তোমরা এত চটা কেন ?

আর। ওরা যে নিতান্ত ছোট লোক। তা নৈলে আর কি সাধে গালাগাল দিই ? আমার সাহেবিআনার কমি কি আছে বল ; তবু ব্যাটারা ট্যাঁসের মধ্যে গণ্য কত্তে চায়। গায়ের চামড়া খানা আরতো খুলে ফেল্‌তে পারিনে। তোমরাও যেমন ভেতরে ভেতরে আমাদের ঘৃণা কর, ওরা আবার তার চেয়ে এককাটি বেশী। আমাদের বলে কি না এরা আণ্ডার্‌টেকার্। কি অহঙ্কার !

বল। কেন বাপু আমাদের দোষ দিচ্ছ ? কৈ আমরাত তোমাদের ঘৃণা করিনে। খাওয়া পরাতে কি যায় আসে ? মনে ভালবাসা থাক্‌লেই হল। আমি বাপু কোন দলের গোঁড়া নই ; সকল দলেই আমার যাওয়া আসা আছে। খুব অর্থডক্স হিন্দু থেকে আণ্ট্রা র‍্যাডিকেল্ হেট্রডক্সের সঙ্গে পর্য্যন্ত—সকলের কাছেই আমি যাই। ছাড়্‌ব কেন ? সকলেই আমাদের দিশী ভাই,—আপনার লোক। সাহেব বিবিই হও আর যাই কর, তুমিও আমাদের সেই রাখাল মাধব, আর তোমার স্ত্রীও আমাদের সেই তিনকড়ি দাদার কন্যে হিরণ্ময়ী ; এ সম্বন্ধ কি কখন যায় ? সখ্ করে সাহেব হয়েছ হও, চিরকাল আরত থাক্‌বে না, ফের দলে মিশ্‌তে হবে। কালীঘাটে গিয়ে একদিন একটু প্রায়শ্চিত্ত করে আস্‌তে পার না ?

আর। কেন ? তাতে দরকার কি ?

বল। দলে মিশিয়ে নেওয়া যায়, আর দরকার কি ? এমন সনাতন হিন্দুধর্ম্মটা কেন মিছে ছেড়ে দেবে ?

আর। আমি তোমাদের মত হাম্বাগ্ হিপোক্রিট্‌কে হেট্ করি। যা যখন করব অকপটে নির্ভয়ে করতে চাই।

বল। সে যাক্ বাপু, এখন রাত হল, স্ত্রীর ব্যারাম আছে, শিগ্‌গির যেতে হবে, আমায় কিছু আগেই দেও খেয়ে নি।

খানসামাকে আহ্বান্ তৎকর্তৃক ডিস্ আনয়ন ও বলরামের ভোজন আরম্ভ।

আর। তাড়াতাড়ি কোচ্চো কেন? কেউ আসবে না খাও। গলায় হাড় বেধে মরবে যে।

কার্ড্ লইয়া আর্দালির প্রবেশ।

বল। দেখি কার নাম! (কার্ড্ পড়িয়া) ও বাবাজী! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর খাওয়া হল না; ভৃগু মাষ্টার আস্‌ছে। আঃ ব্যাটার অগম্য স্থান নাই। ওর সঙ্গে আমার বড় দলাদলি, দেখ্‌লে এখনি গোল বাধাবে। (ভয়ে জড় সড়) আমি তবে পাশের ঘরে লুকুই, যা বাকী আছে ঐ ঘরে দিতে বোলো।

(ডিস্ লইয়া বাৎরুমে প্রস্থান)

আর। আচ্ছা, বাবুকো আনে কহ।

(আর্দালির প্রস্থান)

ভৃগুমাষ্টারের প্রবেশ।

ভৃগু। আর কেউ আসেনিত? এই সময় আন্‌তে বল, শিগ্‌গির খেয়ে মুখ মুছে বসে থাকি। আমার যে আবার শত্রু অনেক। বলা ব্যাটা টের পেলে একঘরে কর্‌বে।

খানসামা কর্ত্তৃক পুনরায় আহার আনয়ন ও ভৃগুমাষ্টারের ভোজনারম্ভ।

আর। দেখো! দেখো! যেন হাড় গলায় লাগে না। জাতের ভয়ে যে গেলে দেখ্‌ছি। ভাল করে চিবিয়ে খাও। আমি আস্‌চি। (প্রস্থান)

বলরামকে সম্মুখে আনয়ন।

ভৃগু। (হতভম্ব) অ্যাঁ, অ্যাঁ, আপনি এখানে, বাড়ীর সব কুশল ত? আমি মিষ্টার বোসের সঙ্গে একবার দেখা কত্তে এসেছিলাম। বস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বসুন।

বল। হাঁ বস্‌ছি। বলি তোমার মুখের ভেতর কি? কাঁটা চাম্‌চে হাতে কেন?

ভৃগু। হাঃ হাঃ হাঃ এই, এই, মেজোবাবু বল্‌লেন, তাই দেখ্‌ছি কেমন লাগে। আপনি একটু বরফ দেওয়া জল আর ফলটল কিছু খাবেন?

আর। আর চড়ুকে হাঁসি হাঁস্‌তে হবে না। উনিও আগে এসে ঘরে লুকিয়ে ঐ কর্ম্ম কর্‌ছিলেন।

ভৃগু। বটে! হায়! হায়! হায়! আগে বল্‌তে হয় এ কথা! (উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া কোলাকুলি) আমাদের সামাজিক ভয়টা এইরূপই বটে!

বিনোদের প্রবেশ।

বল! ভাই মাষ্টার, এস আমরা ফর্‌গিব্‌ এবং ফর্‌গেট্‌ করি। আর দলাদলি বিবাদে কাজ নাই।

ভৃগু। (জনান্তিকে) একটা ভয়ানক মকদ্দমার কথা শুনেছ? তা নিয়ে আজ কাল সহর একেবারে হুলস্থূল। সেই যে গুজব উঠেছিল রতু বসাকের ছেলেকে ডাক্তার বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে, সেটা সত্যি। কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেড়িয়ে পড়েছে। পাজি ব্যাটারা ছেলেটাকে মেরে তার মাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দিয়ে বিষয় সব লেখাপড়া করে নিয়েছে; রতু বশাকের সম্বন্ধী তাই না টের পেয়ে মাগিকে হরিদ্বার থেকে আনিয়েছে, আনিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে হরিদ্বার যাওয়ার দশ দিন পরে দলিল রেজেষ্টারি হয়। ওদের বাড়ীর ডাক্তার চাকর বাকর সব্বাইকে না কি গ্রেপ্তার করেছে। এ কথাত পথে ঘাটে যেখানে সেখানে! শুন্‌লাম তুমিও না কি এতে আছ?

বল। না না সে মিথ্যা জনরব। মকদ্দমা ফেঁসে যাবে, কারু কিছু হবে না। নরকান্তটা বোকা তাই ধরা দিয়েছে। অন্য চালাক লোক হলে কি ধরা পড়ে?

হরিসুখের প্রবেশ।

হরি। বাইরে কে একটা সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌লাম। সলিভান্‌ না কি নামটি বল্‌লে। (ভৃগু ও বলরামের প্রস্থান)

আর। কৈ কৈ কোথা? আমি যাই আনিগে। (প্রস্থান)

বি। ইস্‌, ছোঁড়াটা সাহেবের নাম শুন্‌লে যেন নেচে ওঠে!

সাহেবকে লইয়া আর এমের প্রবেশ।

আর। আই য়্যাম ভেরি গ্ল্যাড্‌টু মেক্‌ ইয়োর্‌ একোয়েণ্টেন্স।

সলি। আমি আপনাকে ঢন্যবাড্ করিটেছে।

আর। ক্যান আই আচ্ক্—

হরি। আঃ, উনি ইংরেজ হয়ে দিব্বি বাঙ্গালা বল্‌ছেন, আর তোমার ভাঙ্গা ইংরেজি না বল্লেই নয়!

সলি। আমি বাঙ্গালীডিগের রিটীনিটী বড় ভাল বাসে।

আর। আপনি বেশ বাঙ্গালা শিখেছেন, বোধ হয় এই দেশে অনেক দিন আছেন? কিন্তু ভেতরকার খবর আপনি জানেন না। বাইরে থেকে দেখ্‌লে তাই মনে হয়। নেটিভ্ বড় পাজি জাত, এ দেশের কিছুই ভাল নয়। আমার ইচ্ছা হয় ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করি।

সলি। কেন বাবু এমান কঠা বলিটেছেন? আপনার কঠা শুনিয়া আমি অনেক ডুঃখিট হইটেছে। ডেশানুরাগ আপনার নাই।

আর। বাবু আমাকে বল্‌বেন না। (মাংসপাত্র লইয়া) কিঞ্চিৎ ভোজন করিলে সুখী হই।

সলি। ঢন্যবাড! আমিটো মাংস খায় না, আমি নিরামিষভোজী।

হরি। ইংরেজের মুখে এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালা কিন্তু প্রায় শুনা যায় না।

আর। তাইত মশায়! আপনি আমাকে দেশানুরাগ নেই বল্‌ছিলেন, আপনিওত সেই দোষে দোষী।

সলি। আমি সাডাসিটে রকমে ঠাকিতে ভালবাসে। মদ্‌টদ্ খায় না। স্বহস্তে রাঁধে, নিরামিষ খাদ্য কলার পাটে খায়। লাউ ডাঁটা চড়চড়ি হামার বড় ভাল লাগে। তবে এখন যাচ্ছে, নমস্কার।

হরি। মেজ্‌দা, দেখ, তোমাদের পক্ষে এ সব শেখ্‌বার বিষয়।

(সলিভানের প্রস্থান)

বি। কি রকমের সাহেব! মদ খায় না, মাংস খায় না, বাঙ্গালা কথা কয়!

সকলে অবাক্ হইয়া চিন্তা।

আর। কৈ বিনোদ, তুমি বিলাত যাবে বলেছিলে তার কি হল?

বি। কৈ আর, বোধ হয় হল না। অনেক খরচ। দেশে থেকেইত

আজ কাল সাহেব হওয়া যায়। আপনি আমাকে যা যা লাগে শিখিয়ে দেবেন। একদিন এসে একটা ফর্দ্দ করে নিয়ে যাব।

আর। নেহাত পক্ষে তাই বৈকি। কিন্তু বিলেতে যেতে পার্‌লে শাস্ত্র সম্মত হয়।

বি। হ্যাঁ! তাতে আর ভাগবত অশুদ্ধ হবে না! যারা গয়ায় গিয়ে শ্রাদ্ধ না কর্‌তে পারে, বাড়ী বসে তাদের শ্রাদ্ধের বিধি আছে; এতে আর তা হবে না? আচ্ছা মশায়, ও সাহেবটি কে বলুন দেখি?

আর। গায়ের রংটাত বেশ বিলেতি রকম, কিন্তু ব্রিটিস্‌বরণ নয়।

বি। আমারও তাই সন্দেহ হচ্চে। আমাদের পাড়ায় একজন নক্‌ড়ে তেলী আছে, সে বহুরূপী সাজ্‌তে জানে, সেতো নয়? কি একটা রোগে তার সর্ব্বাঙ্গ সাদা হয়ে গেছে, দেখ্‌লে ঠিক্ সাহেবের মত বোধ হয়।

আর। বল কি? হতেও পারে, আশ্চর্য্য কিছুই নয়। তাই বুঝি বাঙ্গালা কথা বল্লে? আর্‌দালীকে জিজ্ঞাসা কর দিকি? (আরদালীকে আহ্বান)

আর্‌দালীর পুনঃপ্রবেশ।

বি। তুমি ঐ সাহেবকে চেন?

আ। হুজুর, ওতো সাহেব নয়, ও যে নক্‌ড়ে তেলী। বোস্ সাহেব কি বল্‌বেন, সেই জন্যে আর আমি ভাঙ্গতে সাহস করি নি।

(সকলের হাস্য এবং আর এমের প্রস্থান)

বি। হরিবাবু আসুন, দুটো ভাল কথা কওয়া যাক্। গোলমাল চুকে গেল বাঁচলাম। সর্ব্বদা লোকের সঙ্গে থাকা পোষায় না। আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী তা জানেন?

হরি। কবে থেকে?

বি। বরাবর ছেলেবেলা থেকে সমাজে যাতায়াত ছিল মাঝে একটু গোলযোগ হয়, এখন আবার খুব উৎসাহটা জলে উঠেছে। অসার সংসার আর কিছু ভাল লাগে না। আপনার জীবনটী কিন্তু বড় উন্নত!

হরি। তবে কৈ আজ সমাজে গেলেন না? আজ না সমাজের বার?

বি। হাঁ তা বটে, কিন্তু আমি গোলমালে বসে উপাসনা কত্তে পারিনে। পাঁচ জনের সঙ্গে এ সব কাজ হয় না। সে কেবল লোকদেখানে আড়ম্বর।

হরি। আপনাদের সাধন ভজন কিরূপ হয়ে থাকে ?

বি। সাধন ভজন কেন আমরা কর্‌ব ? আমাদের ধর্ম্মত ফকীর সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয় যে সাধন কত্তে হবে। সংসারে থেকে সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। সর্ব্বাগ্রে পরিবারের প্রতি আর নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, তার পর অন্যান্য যা কিছু হয়ে ওঠে।

হরি। তবে কি রোজ একা একা বাড়ীতে উপাসনা করেন ?

বি। না, তার কিছু নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা হয় তখন একটা গান গাইলাম, নয়তো কিছু পড়্‌লাম। পথে যেতে যেতেও কত সময় আমার উপাসনা হয়। একটা গোলাপ ফুল দেখ্‌লে, কিম্বা সূর্য্যোদয়ের দিকে চাইলে অমনি ঈশ্বরের মহিমা মনে আসে। কখন বা বিছানায় শুয়ে শুয়েই কর্‌লাম। ২।৩ ঘণ্টা ক্রমাগত বসে বসে ঝিমনো আর বকা এ সব আমার ভাল লাগে না। এতে কেবল সময় নষ্ট হয়।

হরি। এই রকম আধ সাহেবি পোষাক নিয়ে দেশে যান্‌তো ?

বি। না, তা কেন যাব ? বাড়ীতে মা বাপ আছেন তা কি পারি ? স্ত্রী আবার তারে রাড়া, সে ভারি গোঁড়া হিন্দু, তার খাতিরে আমাকেও হিন্দু হতে হয়।

হরি। পূজার সময় দেশে গিয়ে আবার মাত্‌তে হবেত ?

বি। হাঁ, তা আর বল্‌তে! ঠক্‌ব কেন ? পাড়াগাঁয়ে ঘরে বসে কি কর্‌লাম না কর্‌লাম কে তা জান্‌বে ? আপনাদের মত কোন বিষয়ে অনুদারতা গোঁড়ামী আমার নাই। আচ্ছা হরিসুখ বাবু, ঈশ্বরকে আপনি নাকি মা, হরি, মহাদেব, ঠাকুর, এইরূপ কথা বলে প্রার্থনা করেন ?

হরি। কেন, তাতে দোষটা কি ? জিনিষত এক বটে।

বি। দোষ হল না, ও সব যে পৌত্তলিকদের নাম ? আপনি না হয় বিদ্বান্ লোক এ সব মানেন না; কিন্তু সাধারণ লোকে কি মনে কর্‌বে ? তারাত জান্‌লে যে আপনি তাদেরই মতন! একে এক প্রকার প্রতারণা বলা যায়। এতে ভ্রম কুসংস্কার আবার যেমন তেমনি বাড়বে।

হরি। আচ্ছা, নাস্তিকতা অপেক্ষা কি কুসংস্কারের ভয় বেশী ?

বি। আপনি বিদ্বান্ ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার উচিত নয়।

কন্তু আপনার চেহারাটী বড়ই মলিন দেখাচ্চে। আহা! এমন গুণী লোক কত কাজ কত্তে পার্‌তেন, মাচ মাংস ছেড়ে শরীরটেকে মাটি কর্‌লেন। দেখ্‌লে আহা! মনে বড় কষ্ট হয়। ধর্ম্মেতে মেতে অমন চাকরিটী গেল, শরীর মন সব গেল।

হরি। আপনারা ঈশ্বরকে কি বলে সম্বোধন করে থাকেন?

বি। আমরা বাইরেত প্রায়ই ডাকিনে, মনে মনেই সমস্ত কাজ হয়ে যায়; যখন প্রার্থনাদি করি তখন কোন ঠাকুর কি দেবদেবীর নাম তাঁহাতে আরোপ করিনে। "হে প্রভু দয়াময় ভূমা ঈশ্বর! কোথায় আছ দেখা দেও। পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার দয়া স্নেহ দেখ্‌লে তোমাকে মাতা পিতার মত মনে হয়। আমি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার কর।" এইরূপ আমাদের প্রণালী!

হরি। আপনি পৌত্তলিকতার ভয় কর্‌ছিলেন, এতে যে আপনার লৌকিকতা আস্‌ল। "মাতা পিতার মত" কিরূপে বল্‌লেন? তিনি কি তবে মানুষের মত? অনুপম অতুলনকে সামান্য জীবের সঙ্গে তুলনা কি মিথ্যা কল্পনা নয়? "কোথায় আছ" "দেখা দাও" ইহাওত মিথ্যা হ'ল। যিনি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত, তাঁর প্রতি কি এ বাক্য খাটে? ঈশ্বর নির্ব্বিকার পরিপূর্ণ, তাঁকে কোন বিষয়েই অনুরোধ করিবার প্রয়োজন নাই।

বি। তাত বটে, কিন্তু আপনারা যে মা টা বলে তাঁকে একেবারে যেন মেয়ে মানুষের মত করে তুলেছেন।

হরি। আপনারাওত পিতা প্রভু বলে একটি পুরুষ মানুষের মত করে তুলেছেন। তিনি যদি পিতা হন, তবে কি মাতা হতে পারেন না? এও জান্‌বেন এক প্রকার ভীরুতা এবং কুসংস্কার। ঈশ্বর নিরুপাধি, নামরূপবিহীন, তাঁহার কার্য্যেতে বিবিধ গুণ প্রকাশিত হইয়া মানুষের সঙ্গে বহু প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, বিশ্বাসী ভক্ত এক একটি সম্বন্ধ অনুভব করে আর তাঁকে এক একটি গুণবাচক নাম দেয়। মায়ের অপেক্ষা আর কি মিষ্টি কথা জগতে আছে? মা নামটি সহজ, চেষ্টা করে বল্‌তে হয় না। আহা! মাতৃভাব স্মরণে কার হৃদয় না গলে? মায়ের স্নেহ যাঁর সৃষ্টি, না জানি তিনি কেমন মা! আমি আর অন্য শাস্ত্র বুঝিনে, কেবল মা মা বলে ডাক্‌ব

আর ছোট ছেলের মত তাঁর কোলে শুয়ে, তাঁর মুখ পানে চেয়ে, স্তন্যসুধা পান করব।

বি। আহা! কি মিষ্টি কথাই শুনলাম! প্রাণটা যেন ভিজে গেল। ঈশ্বরের সঙ্গে এত মিষ্ট এবং নিকট সম্বন্ধ তাত আগে জানতাম না। তিনি দূরে থাকেন, প্রকাণ্ড রাজাধিরাজ, প্রভু, মহাশক্তিশালী এই ভাবেই এত দিন তাঁকে মেনে এসেছি। আজ মাতৃভাবের মধুরতায় যে আমাকে বড় সুখী করলেন! (ছল ছল চক্ষে) হরি বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিতান্ত মূঢ়, সেই জন্য আপনার সঙ্গে বৃথা তর্ক করেছি। (স্বগত) আরে গেল! কথায় কথায় যে ভজিয়ে তুললে দেখি! শেষ কি ব্যবসা মারা যাবে নাকি? সরে পড়া যাক্। এরা বাস্তবিকই যাদু কত্তে জানে।

হরি। দিন কতক এক সঙ্গে উপাসনা করে যাবেন, অত্যন্ত উপকার পাবেন। কেবল শুনে শিখলে কিছু হয় না, আস্বাদন কর্ত্তে হয়।

বি। হ্যাঁ তাই হবে, দেখ্‌ব। তবে কি জানেন, সব বুঝে উঠা যায় না। আচ্ছা, এখন বিদায় হই।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অবিনাশের বৈঠকখানা।

নবমীপূজার রাত্রি।

ভোলা মাতালের সঙ্গে অবিনাশ উপবিষ্ট।

অবি। আজ ভাই গোলাপি রকমই ভাল।

ভোলা। কেন বাবা, কোন্ শালার ভয় রাখি আমি? তিন কাল গেছে, এক কাল আছে, এখন আবার লজ্জা?

অবি। না হে! বেশী গোল করো না, গিন্নী টের পেলে আমায় বকবে। আমি তাকে বলেছি মদ খাই নে। আজ বছরকার দিন বলে একটু খেলাম। এখন আমি ভাই ষ্টীমার এবং ট্রেণে দুই পথেই চলি তা জান? পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আফিং খেতে শিখে এসেছি।

ভোলা। বেশ করেছ বাবা!

(নেপথ্যে যাত্রার গীত)

অবি। বেড়ে গাচ্ছে হে, কার দল? পালাটা কিসের?

ভো। হাঁ বাবা, ওরা গায় ভাল। মতিরায়ের পালা গাচ্ছে।

অবি। দূর ব্যাটা। মতিরায়ের পালা কি? হনুমানের বস্ত্রহরণ।

ভো। হাঁ বাবা, তাই তাই সই। আর এক বোতল আন।

বিনোদ ও ফটিকচাঁদের প্রবেশ।

বি। এই যে অনেক দিন পরে! গুড্‌নাইট্, ভাল আছেন্ত? (উপবেশন)

অবি। তোমার সঙ্গে ইনি কে? (সভয়ে দৃষ্টিপাত)

বি। চেনেন্ না? সেই যে ফটিক বাবু, আগে আগে আমাদের পার্টিতে মিশ্‌তেন। আমার কাজিন্ হন।

অবি। হাঁ হাঁ দেখেছি যেন মনে হচ্চে! হায়! হায়! তাইতো। ও, সেই তুমি! বেশ ঘুটিয়েছ যে দেখ্‌ছি।

বি। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে থেকে খুব মোটা হয়েছেন। এক গেলাস দাও না, সাদা চোকে আর কেন?

অবি। ওহে, হায়! হায়! একটা কথা বড় ভুলে গিইছি! এখানে আর বাহিরের কেউতো নাই? বলি সে বিষয়টা কি হ'ল?

বি। গোলা খা ডালা। সে বিষয় তোমায় আর ভাব্‌তে হবে না। বলা ব্যাটাকে আর যজ্ঞেশ্বরকে একেবারে জন্মের মত ঠেলেছে।

অবি। বটে! আহা তাদের পরিবার ছেলেপিলেদের কি কষ্ট! যাক্ তবে আর কোন ভয় নাই? বাঁচলাম ভাই, কাল গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আস্‌বো। আমি আবার কোথায় গুজ্‌ব শুন্‌লাম যে তুমি নাকি কিংএর সাক্ষী হয়ে সকলকে ধরিয়ে ধরিয়ে দিচ্চ।

বি। হা! হা! রাধাকৃষ্ণ, তাও কি কথন সম্ভব হয়?

অবি। উঃ কি বিষম ভয়টাই ছিল! বড় সঙ্গীন মোকদ্দমা, বাঁচবার কিন্তু কথা নয়। আচ্ছা কিন্তু ম্যানেজ করা গেল। হরিসুখ ছোঁড়া বলেছিল একরার কত্তে। তা হলেই প্রতুল হত আর কি! যাহোক্, মোদ্দা থবরটা দিয়ে আজ বন্ধুর কাজ কর্‌লে।

ফটিক। মোকদ্দমার বেওরাটা কি বলুন্‌ত মশয়? আমরা কাগজে একটু আধটু দেখিছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারি নি।

বি। সেই যে আমি তোমায় যা বলিচি, তাই।

ফ। তার পর শেষটা কি হল? আসল মোদ্দা কথাটা কি?

অবি। মোদ্দাটা এই যে, ছোঁড়াকে বিষ থাইয়ে, তার মাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে, জাল উইল্ করে আমরা এক লাখ টাকা কয় জনে ভাগাভাগি করে নিলাম। শেষটা আমরা ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গেলাম্। ধর্ম্মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালাম। আর বেশী কি শুনবে? সে ঠিক যেন একটা উপন্যাসের মত।

(ফটিকের নিমেষের মধ্যে পুলিষের বেশ উদ্ঘাটন এবং ইঙ্গিতে শব্দ করা)

উঃ কি সর্ব্বনাশ! (চক্ষু স্থির করিয়া ভয়ে কম্পন)

দুইজন কনষ্টবল লইয়া জমাদারের প্রবেশ।

ইন্‌স্পেক্টর। (গম্ভীর স্বরে) বাবু, তুমি বড় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়েছিলে! ইন্ দি নেম্ অব্ হিজ্ মেজেষ্টি আই এরেষ্ট ইউ! (হাতকড়ি বন্ধন)

অবি। (স্তম্ভিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) উঃ কি বিশ্বাসঘাতক লোক! বিনোদ, তোমার মনে শেষ এই ছিল! (অধোবদনে হাহাকার ক্রন্দন)

জমা। (ডাণ্ডাপ্রহার পূর্ব্বক) উঠো জী, কেঁউ রোনে স্থরু কিয়া? বড়া চালাকি কিয়া থা? (সজোরে ধাক্কা)

অবি। ওরে বাবারে, বাবারে! মলেমরে! দোহাই জমাদার সাহেব!

(বিনোদের প্রস্থান)

জমা। (চীৎকার রবে) চলো জী! জলদী করো; আদমি সব হাল্লা করে গা। (জুতাশুদ্ধ লাথি)

(দর্শকগণের প্রবেশ)

কন্। তফাৎ খাড়া রহো শালালোগ্! ক্যা দেখ্‌নে আয়া? (আস্ফালন এবং প্রহারে উদ্যত) (ভোলার প্রস্থানের উদ্যত)

জমা। কোথা যাচ্ছ মশায়! (হস্ত ধারণ)

ভোলা। দোহাই হুজুর, আমায় মের না বাবা, আমি নাবালক ছেলে মানুষ কিছু জানিনা বাবা।

ইন্। আচ্ছা তুমি যেতে পার, আসামী যে একরার করিল তুমি তার সাক্ষী রৈলে। (লম্বা সেলাম পূর্ব্বক ভোলার প্রস্থান)

সবেগে হরিসুখ ও নরহরির প্রবেশ।

অবি। বাবা! আমাকে জন্মের মত ধরে নিয়ে যায়! ওহো! হো! হো!

(জমাদারের প্রহার)

নর। আহা! হা! মেরো না, মেরো না, মরে যাবে। (স্থির নেত্রে হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতে উপবেশন)

হরি। হায়! হায়! এত করে চেষ্টা কর্‌লাম সব কি বৃথা হল! ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, আপনি একটু বলে দিন্ যেন অমন করে আর না মারে। আহা! জন্মের মতন গেল, আর মেরে কি হবে। (অধোবদনে বসিয়া রোদন) আ কি কষ্ট! কি দুঃখ!

জমা। আওর্ দের্ নেহি, চলো জল্‌দি! (কনষ্টবল্ দিগকে) তুম্ লোগ্ ক্যা কর্‌তেহো জী? পাকড়ো ভালা কর্‌কে? লে চলো!

অবি। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, দোহাই আপনার, একটু খানি দেরি করুন। জন্মের মত একবার পরিবার ছেলেপিলেদের সঙ্গে দেখা করে নিই। (প্রহার ও ধমক)

আলুলায়িত কেশে অলকার প্রবেশ।

অলকা। ওরে আমার অবিনাশকে কেন তোরা মারিস্ রে! বাবারে! আহা, হা! বাছার আমার হাড় কখানা যে ভেঙ্গে গেল গা! ওরে বাবা আমার! তোর কপালে শেষ এই ছিল রে! হায়! হায়! হায়! (বসে পড়া)।

ইন্। আচ্ছা, জেরা রহেনে দেও, যাগর দেরি মৎকরো! মাই জাতা হুঁ। তুম্ সব উস্‌কো লেকে হরিংবাড়ীমে চলা আও। (প্রস্থান)

শোকে উন্মাদিনী হইয়া চারুর প্রবেশ ও ক্রন্দন।

চারু। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি গো, ছেড়ে দাও, ধরে নিয়ে যেও না,—মের না, আমার আর কেউ নাই। (জমাদারের পায়ে মাথাকোটা); ওগো মা, মাগো! আমার কি হল? হায়! হায়! হায়! আমি কোথা যাব? ওগো তোমাদের দুটী পায়ে পড়ি। (সজোরে বক্ষে করাঘাত) ওগো তোমরা আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলে ওঁকে নিয়ে যাও। (পুলিশকর্ত্তৃক অবিনাশের পৃষ্ঠে ধাক্কা) আহা! হা! আর মেরো না, আর মেরো না, প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। (স্বামীর চরণ ধরিয়া) হা নাথ! হা আমার জীবনসর্ব্বস্ব! জন্মের মত সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চল্‌লে? হায় আমার সতীত্ব ব্রতের কি শেষ এই পুরস্কার! এত প্রার্থনা আমার কি সব বৃথা হয়ে যাবে? হা ঠাকুর ভগবান্, দুঃখিনীর দশা কি শেষ এই কর্‌লে! আহা! তোমার ভালর জন্তে যে ভগবানের কাছে আমি কত কেঁদেচি। তোমার স্নেহের ভাই হরিমুখ যে তোমর জন্যে নির্জ্জনে বসে কত চক্ষের জল ফেলেচে? হা দীনবন্ধু! এ সময় কোথা তুমি? প্রাণ যে আমার ফেটে গেলরে! মারে! তবে আর কি কখন দেখাশুন হবে না? ওগো জমাদার সাহেব, আমার বুকে ছোরা মেরে খুন করে ফেল। আহা! আমার নিরাশ মনে যে একটু আশা হয়েছিল! ভেবেছিলাম সব বিপদ আপদ কেটে গেল, এইবার ভাল হবে। হা অদেষ্ট! আশার ওপর আশা করে শেষ সব নির্মূল হয়ে গেল! বিধাতা আমায় দিয়ে আবার কেড়ে নিলেন! আহা! আমার ছেলে মেয়েরা

বুঝি ঘুমিয়ে রৈল! ওগো তাদের কেউ তুলে আনো না গা, এসে একবার জন্মের মত দেখে যাক্!

অবি। চারু, সাধ্বী সতী চারু! আর আমার পা ধরে আমাকে পাপে ডুবিও না। (অজস্র ক্রন্দন) আমি তোমার কাছে বড়ই অপরাধী। ওগো প্রাণ যে ফেটে যায় গো! (কণ্ঠ অবরোধ।)

(হেমলতার প্রবেশ।)

হেম। (বাপের গলা ধরে) বাবা, ওরা তোমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চে বাবা বল না? কেন ওরা তোমায় অমন করে বেঁধে রেখেচে? ওগো তোমরা আমার বাবাকে কেন বেঁধেচ? হাতে যে বড় লাগচে, ছেড়ে দেও না। কেন বাবা তুমি কাঁদচো বল না? আমার মা কেন অমন করে কাঁদচে? ছোট কাকা, ঠাকুরমা সবাই কেন মাটীতে পড়ে রয়েচে বল না? বাবা কোথায় তুমি যাবে, আমাদের নিয়ে চল। খোকাকে মাকে সব্বাইকে নিয়ে চল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের ফেলে তুমি কখনই যেতে পাবে না। (রুমাল মুখে দিয়া জমাদারের ক্রন্দন)

অবি। মা, হেমলতা, আমার সঙ্গে তুমি কো—(বাক্য রোধ)—থা যাবে মা? মাগো! আমি যে জন্মের মত চল্লেম্।

হেম। বাবা! আমি কিছুতেই তোমার গলা ছাড়্‌ব না। যেখানে তুমি যাবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে যাব।

অবি। মা আমি যে দ্বীপান্তরে জন্মের মত—আহা! মা আমার!

(কন্যার মুখচুম্বন)

জমা। এজী রামভজন্, জল্‌দি করো, সাহেব গোসা হোগা।

রাম। আরে এ ছেলিয়াঠা তো বড়া মস্কিল্‌মে গেয়্‌লে দেখ্‌তানি। ছোড়্ দে বাওয়া, ছোড় দে, তেরা বাবা ফের আস্‌বে, তুম্ রোয়ো মাৎ। (ছাড়াইতে চেষ্টা) এ ভাই আলিবকস্! এতো ভাই ছোড়্‌বে না করে। এ মাই, তেরা মেইয়াকো জেরা খিঁচ্‌লে, বড়া দেরি হোতানি। না দাদা, হাম্ তো না পার্‌লো, মেরাভি দোনো আঁখ পানি সে ভর্ গৈল।

আলি। (বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া) ওহ্‌বে, চল্ জলদি, নেহিতো কেয় ভাজা যায়েজা। (গমনে উদ্যত)

(উচ্চ নিনাদে সকলের ক্রন্দন এবং চারুশীলার মূর্চ্ছা।)

অলকা। ওরে আমার বাছাকে কি নিয়ে গেলি! বাবা অবিনাশ! আর কি কখনো তোরে ফিরে পাব না? হায়! হায়! ওরে নবমীর রাত্রি না পোহাইতেই যে আমার বিজয়া দশমী হ'ল। হায়! বড় বউমা আমার সধবা হয়েও যে বিধবা হয়ে রৈলরে মা গো!

(আসামী লইয়া পুলিশের প্রস্থান)

ওরে বাবারে! কোথা গেলি তুই? হায়! হায়! ওরে আমার প্রাণের সামগ্রিকে কোথা নিয়ে গেলরে (বক্ষে করাঘাত) (সকলের চীৎকার ক্রন্দন)

[যবনিকা পতন।]

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম গর্ভাঙ্ক।

নরহরির শয়নগৃহ—নরহরি আসীন।

অলকা সুন্দরীর প্রবেশ।

নর। দেনা পাওনা যার কাছে যা আছে সব মিটিয়ে নাও, আমি আর বেশী দেরি করব না, মন বড় অস্থির হয়েছে।

অলকা। এত শিগ্‌গির যাবে, লোকে বলবে কি ? এই সে দিন এত বড় বিপদ্‌টা গেল, এখনও বড় বউমা সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেনি, শোকে পাগলের মত হয়ে পড়েছে, ফেলে ছেড়ে যাই কি করে। আহা! বড় বউ আমার এবার আর বাঁচ্‌বে না। স্বামীর শোকে বাছা আমার জর জর, তার ওপর আবার কোলের ছেলেটি ছাত থেকে পড়ে মরে গেল। হায়! (ক্রন্দনের সহিত) আমি এমন পোড়া কপালও করেছিলাম গা! জন্মের মত ঘরকন্নাটা ভাসিয়ে দিয়ে যাব, আর্‌তো ফিরে আসা হবে না, কিছু দিন দেরী কর।

নর। তা হলে আর আমার সঙ্গে তোমার পোষাবে না। সেখানে বাড়ী টাড়ী ঠিক হয়েছে, আর কি বিলম্ব করলে চলে ? এক একটা দিন যেন আমার পক্ষে এক এক বছর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি মেয়ে মানুষ, পাঁচ জন ভদ্রলোকের মজ্‌লিসেতো তোমায় যেতে হবে না, আমার যে মাথা কাটা যাবে। ওরে তুমি না হয় থাক।

অলকা। তা কি হয়, তুমি এই বুড়ো বয়সে কাশী গিয়ে একা থাক্‌বে, আর আমি এখানে ; সে কখন হতে পারে না। দুই পাঁচ দিন থাক, বউমা একটু সেরে উঠুন, যাব। আর কি, সোণার সংসার ছার খার হয়ে গেল, কি নিয়ে থাক্‌বো ? সাদ আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গিয়েচে। ব্যাটা বেটি ঝি বউ নিয়ে আর ঘরকন্না কত্তে ভগবান্ দিলেন না। অমন ছেলে আমার, আহা! (ক্রন্দন) [illegible] নেই হল! আহা! বাছার ছেলেগুলির মুখপানে কে

চাইবে ? হরিসুখ আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম করেই পাগল। চাক্‌রী বাক্‌রী গেল, কি করে যে দিন চল্‌বে তাও জানিনে। ছোট বউমা বাপের বাড়ী গিয়ে রাগ করে বসে রৈল। রাখালমাধব মা বলে এক বার তত্ত্বও নেয় না। হায়! আমার কি পোড়া কপাল! অমন সব ছেলে বেঁচে থাক্‌তে কি না কাশীবাসী হতে হল! কাশীবাস যে আমার বনবাস মনে হয়। এমন সাজান সংসার আমার, সব যেন একেবারে বানের জলে ভেসে গেল গা!

নর। তা ভেবে আর এখন কি হবে? কেন মিছে আর শোক বাড়াও? আর যত হোক্ না হোক্, কাশী গিয়ে লোকের গঞ্জনা থেকেত বাঁচ্‌ব। এখানে যে মুখ দেখাতে পারিনে!

হরিসুখের প্রবেশ।

অলকা। বাবা হরি! দেখ্ দিকি, তোদের জন্যে আমার হাতের খোলা গাছের তলা সার হল? হায়! হায়! একটা ছেলেও তোরা মানুষ হলিনে। উনি কাশী যেতে চাচ্চেন, এখন কেমন করে কি হয় বল্ দেখি?

নর। আঃ কেন তুমি অত কথা বল্‌ছ গা? আমি কি আর বড় সুখে বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাচ্চি? পিতা পিতামহের নাম ডুব্‌লো, অপমানের আর বাকী কি আছে বল দেখি? এত করে খেটে, গায়ের রক্ত দিয়ে সব্বাইকে তৈয়ের করে তুল্লেম, কি দুরাদেষ্ট! তিন্‌টে তিন দিকে গেল! জয়হরি বোসের বংশ, আজ পর্য্যন্ত যাদের নাম শুন্‌লে লোকে কত সুখ্যাৎ করে, সেই বংশে কি না জাল জুয়াচুরী, খুন! উঃ মনে হলে বুকটা যেন একেবারে ভেঙ্গে যায়।

অলকা। বাবা হরি, অবিনাশকে যেখানে নিয়ে গেচে সেখানে কি যাওয়া যায় না? বড় ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে দেখে আসি। খেতে টেতে দেবেতো? আহা! বাছা আমার কত যন্ত্রনাই পাচ্চে!

হরি। কষ্ট বিশেষ কিছু নেই, খেতে টেতে পাবেন, এমন কত লোক সেখানে আছে। চোর ডাকাত খুনে লোকদের দলে থেকে থেকে হয়তো আরও মন্দ হয়ে যাবেন আমি তাই কেবল ভাবি।

মর। খালাস্ পাবার আর বোধ হয় বড় আশা ভরসা নাই ?

হরি। চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। যদি ভাল ব্যাভার দেখাতে পারেন, তা হলে আশা আছে বৈকি।

নর। তুমি এখন কি কর্‌বে ? কর্ম্মকাজ ছেড়ে কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ালেত দিন চল্‌বে না ? নিজের স্ত্রী পরিবার আছে, আবার এদেরও ভার মাথায় পড়্‌ল। যা হয় কোরো, আমার কথাত শুন্‌বে না। আর ও সকল আমি কিছু ভাব্‌তে পারিনে। পৈতৃক ভিটেয় যাতে একটা প্রদীপ জ্বলে তা কোরো।

অলকা। বাবা, মাঝে মাঝে এক একবার যেও, অবিনাশের খবর পেলে পাঠিয়ে দিও। (হাত দুটী ধরিয়া) আর হেমলতার বিয়েটা যেন জেত্তে জেতে হয়, যার তার সঙ্গে দিয়ে জাতকুলটা মজিও না। বাবা আমার, ধন আমার, তুমিও যদি বাছা ভাল হতে, তা হলে কি আমরা বাড়ী ছাড়্‌তাম?

হরি। আপনারা যাতে সুখে থাকেন তাই করুন। ভগবান্ আমাকে যে ভাবে রাখেন সেই ভাল। সাধ্যানুসারে আপনাদের চরণসেবা কর্ত্তে ইচ্ছা ছিল, কি করি, দুঃসময়ে পড়িছি, কোন ক্ষমতা নাই ; আশীর্ব্বাদ করবেন যেন আপনাদের সেবা করে কৃতার্থ হতে পারি। কাশী যাবেন বটে, কিন্তু বাবার মন সেখানে টেঁক্‌বে না। আপনার বিশ্বাস আছে, ঠাকুর দেবতা দেখে এক প্রকার ভুলে থাক্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু বাবাত ও সব মানেন না, উনি কি নিয়ে ভুলে থাক্‌বেন তাই ভাব্‌ছি। দুদিন পরে আর কিছুই ভাল লাগ্‌বে না।

অলকা। আহা ! বাবার আমার কথাগুলি শুন্‌লে পেরাণ যেন জুড়িয়ে যায়। ওরে তোদের সেবা চাইনে, সেবা চাইনে, এই কামনা ঠাকুরের কাচে, যে তোরা সুখে থাক্। বাছা, তোদের সুখেই আমার সুখ। (মাথায় হাত রেখে) বাবা, অমন করে আর বেড়িও না, ছেলে মেয়ে গুলো ভাত কাপড় আবানে যেন না মরে। (কাঁদিয়া) ওরে এমন সব সোণার বাছাদের ফেলে আমি বনবাসে চল্লেম্। যাদের কেউ নাই তারাই কাশীবাসী হয়, আমার সব থাক্‌তেও নাই। হা, হা, হা! বাবা অবিনাশ, কোথায় গেলি তুই! (তিন জনের ক্রন্দন)।

হরি। আপনারা এত শীঘ্র আমাদের ফেলে যাবেন, বড় বউকে কে দেখ্‌বে? একে স্বামীশোক, তাতে আবার কোলের ছেলেটির অপমৃত্যু হল, সহ্যই বা কর্‌বে কত? শোকে পাগল হয়ে গেলেন, কবে যে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন কিছুই তো বুঝ্‌তে পারি নে! তাঁর কান্না শুনে আমার প্রাণ ফেটে যায়।

(নেপথ্যে। হো হো রবে হাস্য এবং সঙ্গীত)

কি সর্ব্বনাশ! ঐ বুঝি এই দিকেই আস্‌ছেন?

উন্মাদিনী বেশে হাঁড়িহাতে চারুশীলার প্রবেশ।

চারু। হি, হি, হি! হাঁড়ির যেমন রূপ, তেমনি গুণ! মাচভাজা ছিল যে এর ভেতর? কৈ কৈ বল্‌না? বল্‌চিস্ নে যে? তুই খেয়েচিস্ সোণার পুঁটিমাচ। না, মাগুর মাচ। সেই ড্যাক্‌রা বুঝি খেয়েচে রে। দে আমার মাচ ফিরিয়ে, আমার নিরঞ্জন খাবে। এই যে মাচ! খাই। (ক্ষণকাল চিন্তা) মর আবাগি, ছাড়্‌না? কেন আমার কোলের ছেলেকে টান্‌চিস্? যাদু আমার দুদ্ খাবে। (হাঁড়িকে চুম্বন) আহা আমার সোণার যাদু। টানিস্‌নে টানিস্‌নে; (হাঁড়ি ভঙ্গ) ঐ আমার সোণার পুঁতুল ভেঙ্গে দিলে! (বসিয়া ক্রন্দন) আর ভাঙ্গা যোড়া লাগ্‌বে না। হ্যাঁরে নীলমণি, আর কি ফিরে আস্‌বিনে? সোণার যাদু আর কি আমায় মা বল্‌বিনে? প্রাণ আমার, ধন আমার, আর কি দেখা দিবিনে? (অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধান) কোন্ ছাত থেকে আমার মাণিক খসে পড়্‌ল? অভাগিনীর ধন আর কি মা বলে ডাক্‌বে না? আঃ! বুক্ ফেটে গেল। গেলাম্ রে। (ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া ক্রন্দন) ঐ উনি বুঝি আস্‌চেন (দৌড়িয়া) এসেচ? তোর্‌মুজের সর্ব্বৎ খাবে? আহা! বরফ ভাল বাস্‌তে, একটু বরফ খাও। খাও না? মাথা খাও, একটু খেতেই হবে। লজ্জা কচ্চে? মা চলে গিয়েচেন। উঃ! কপাল ভাঙ্গলো। (কপাল চাপড়াইয়া) পতি ঘরে আস্‌বেন না। প্রাণেশ্বর, তুমি কি বেঁচে আছ? আছে, কি নেই? (হাত মুটো করিয়া) টোকা, না ফোকা? ফোকা। ভাঙ্গা কপাল, দুঃখিনীর বুকের পাখি কোথায় উড়ে গেল। ঐ উড়ে গেল, ঐ উড়ে গেল! ধর না গো! (অঞ্চলদ্বারা ধরিতে চেষ্টা) ঐ সোণার

বুল্বুলি যাচ্চে, ধর না গো! পোড়ার মুখী চাক্! তোর অমন সোনার পাখি যমের জালে পড়েচে।

ব্যাধেতে ধরিল পাখি, বিড়ালে ইঁদুর,
তবুত কপালে মোর সধবা সিন্দুর।

হা, হা ইঁদুর! তাকে সে দিন ছারপোকায় খেয়ে ফেলেচে। ভোঁদা ছারপোকার পেট থেকে টেম্মা পাখি ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়্লো, আর বট্গাছে হাতির বাসায় ঢুকে কড়্মড়্ করে চিবুচ্চে। বাবারে! কড়্মড়্! গা শিউরে ওঠে। হাড়্গিলে আর তেলাপোকার বিয়ে হল! কি মজা ড্যাং ড্যাং! (ক্ষণকাল পরে উপরে তাকাইয়া) উঃ! গেলাম্ গেলাম্। মিন্শে যেন দস্যি! দাঁত কড়্মড়্ কচ্চে, মড়ার মাথা চিবুচ্চে। ড্যাংচাচ্চিস্ যে বড়? ওরে বাবারে মারে, ভয় করে। (দৌড়িয়া) ওমা যেখানে যাই সেই খানেই যে! আর পারিনে রে, (চুল ধরিয়া) ওরে দস্যি ছেড়ে দে! আঃ চুল্গুলো গেল! (হাঁসিয়া) প্রকৃতি সর্ব্বনাশী আমার সঙ্গে এত ন্যাকরাও কচ্চে; ভগবান, বলি তোর কি লীলা! বলি ভগবতী তোর কি খেলা! তোকে যে কত ডেকেচি, কত খাইয়েছি, তুই আমায় এত দুঃখ দিলি কেন বল্ দিকি! আমি কি পাগল হইচি? মা তুমিওত পাগ্লি! সবাইকে বলে দেব দেখবি? আবার হাসুচে। গুহো মহাদেবী পাগ্লি! ঐ সর্ব্বনাশী আমায় পাগল করেচে। তোর খিল খিল হাঁসি দেখেইত আমি ক্ষেপেচি। তুই ত আক্কেল চুরি করেচিস্? তা বেশ করিচিস্! আমার কিন্তু হুঁস্ আছে। আমি তো বেআক্কেলে বউ নই। আমি বড় বউ। আমি বেশ ভাল মানুষ। দেখ্বে তবে? মা তোমায় ফুল তুলে দিই, দাঁড়াও! (লতা ও পুষ্প সংগ্রহ) বেশ সুন্দর ফুল গুলি! প্রিয় সখি মল্লিকে! তুই কি ভাই ঠিক তোর মার মত। ভাই গোলাপ, তুইও মার মত। আহা, খুব ফুল ফুটেচে! বেশ দুছড়া মালা হয়েচে। সর্ব্বমঙ্গলা! তুই আমার মা, তুই এক ছড়া পর্। আমি তোর মেয়ে, আমিও এক ছড়া পরি। তোকে বেশ দেখাচ্চে, বাঃ! ওরে বাবারে গেলাম রে, ঐ চৌকিদার আসচে! ও মা, মা। (পতন।)

[যবনিকা পতন]

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিসুখের উপাসনার স্থান।

প্রচারক নিত্যানন্দ, তস্য সঙ্গী গদাধর, হরিসুখ এবং এক পার্শ্বে পুত্রগণ-সহ চারুশীলা ধ্যানে মগ্ন।

ভোলা মাতালের প্রবেশ।

ভোলা। (বাজখাঁই আওয়াজে) জয় হোক্ বাবা হরিবাবু! কাল থেকে খেতে পাইনি বাবা। পেট জ্বলে যাচ্চে বাবা, চার্‌টি পয়সা হুকুম কর। (স্বগত) কেউ যে কথা কয় না। এখন আর বুঝি চোক্ চাইবে না। তবে সরে পড়া যাক্।

(জুতা লইয়া প্রস্থান)

হুঁকাহস্তে রুদ্রনাথ বোসের প্রবেশ।

রুদ্র। (দাঁড়াইয়া) আ—আরে মোল, স—সব ব্যাটা চোক বুঁ—বুঁজিয়ে ঝি—ঝিমুচ্ছে। খো ও কোণের বউটোকেও এনে ও ওর মধ্যে ঢু ঢুকিয়েছে! ম মজালে ব্যাটারা, সব্ গোল্লায় দিলে। আ ঘ্যা ঘ্যা গ্যাল যা, ঘে গেরুয়াপরা ও ও ব্যা ব্যাটা আবার জু জুটলো খো খো কোথা থেকে! আ ম মরি! যেন সংএর পুঁতুল! ব্যা ব্যাটাদের চেহারা দেখ্‌লে রা—রাগ হয়। স সব ভ-ভণ্ডামি। চো চোখ বুঁজে কেবল ভাব্‌চে, খা কার বাড়ীথেকে মু মুর্গি চুরি ক করে আন্‌বে। ভ—ভক্ত গোরুড়ের মত উ উনি আবার কে! এত র রকমের লো লোকও এখানে আসে! (গদাধরের ঢুলুনি) আ ম মরি! ঢু ঢুলে ঢুলে য়ে যে গেলেন দেখি! ম মর ব্যাটা, ক ক ড়ে মর্। সা সানে মাথাটা ঠু ঠুকে যাক্! ভা ভা ভাবে যেন এ একেবারে চ ঢলে পড়্‌ছেন। (হুঁকো গড়র্ গড়র্) আঃ! দে-দেখ দিকি পুঁ পুঁটে পুঁটে ছোঁড়া ছুঁড়ি গু গুল পর্য্যন্ত চোখ্ বুঁ বুঁজে আছে! (খুক্ খুক্ কাশি)

হেমলতা। (হরির গায় হাত দিয়ে) ছোট কাকা, ঐ দেখ ছোট্ঠাকুরদা কি বক্ছেন।

হরি। (শান্তিবাচন শেষ করিয়া) ছোট খুড়ো, আপনি কি বল্‌ছেন? টুল্‌খান্ নিয়ে ঐ খানে বসুন্।

রুদ্র। (মুখ বাঁকিয়ে) ভ বস্‌তে আর হবে না। য়্যা এতক্ষণ পরে ভ বসুন! থু থু তুই বি—বিপ্‌নেকে কোথায় পা পাঠিইছিস্, বল্ ত? ব্যাটা ভ তণ্ড তপস্বী! (হুঁকো টানিয়া খুক্ খুক্ কাশি)

হরি। কৈ বিপিনকে আমি তো কোথাও পাঠাই নাই। তবে হয়ত চন্দননগরে উৎসব আছে, সেই খানে গিয়ে থাক্‌বে। আমি নিশ্চয় কিছু জানিনে।

রুদ্র। আ—আবার ঝা জানিসনে বল্‌চিস্ যে! এ দিকে ব বলা হয় আ-আমরা মি মিথ্যে কথা কইনে। এটা মি মিথ্যে হল না? থু থু তুই ব্যাটাইত য যত নষ্টের গোড়া। হা—আপনিও অধঃপথে গেলি, সে সে ছোঁড়াটাকেও ম মজালি (ক্রন্দন) আর কি আমর ফাঁ ফাঁ পাঁচটা ছেলে আছে যে রো রোজগার করে আন্‌বে?

হরি। ছোট খুড়ো, আমিত কিছুই জানিনে। ভগবান্ যাকে টানেন তাকে আর কে ধরে রাখ্‌তে পারে বলুন।

রুদ্র। ভ্যা ভ্যা ব্যাটার থ কথায় কথায় ভগবান্। ভ ভ ভগবান কি তোর বা বা বাগানের মালী? থু থু তুই ব্যাটা আমাদের খু কুলের আঙ্গার তা জানিস? একটা যে গেল খুনি জা জালিয়তের মাদ্দায় আণ্ডামানে, থো থো তো ব্যাটাকেও ঘু গুমির দাবিতে আমি হ হ হরিংবাড়ী পাঠাব, তখন দেখ্‌বি মজা। ব্যাটা ভে ভে বেরাল তপস্বী। উ উনি আবার না নাকি ঝা জানেন না! দে তাকে এনে ধি ধি দিবি ত দে, তা তা নৈলে এখনি কু পুলিশ ডাক্‌ব। (খুক্ খুক্ খুক্) ব ব বলি ও ওখানে ও ও ব্যাটা বসে কে?

হরি। উনি আমাদের প্রচারক মশায়।

রুদ্র। প্যাঁ প্যাঁচারক মশায়! জাতনাশা ব্যা—ব্যাটাদের আবার প্যাঁচারক! বলি ও থ থ করে কি? ওগো! উঁ ভ বলি ও—ওখানে কেন ব বউঝির কাছে?

এ দিকে এস ! খ্যা খ্যান করে ভ-ভ রয়ে আছেন ! উ উ উঠে এস এ দিকে ? (প্রচারকের আগমন) ভ-ভ বলি মা নাম কি তোমার ?

নি। আজ্ঞে আমার নাম নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।

রুদ্র। ভা বামুন ঠাকুর, প্রাতঃপ্রণাম। ভ বসুন এই খানে। (টুল প্রদান) ভ বলি, ভ ভট্টাচার্য্য ত বুজলাম, তা তা না না নামের ছি ছিরি গ্যা-গেল কোথা ?

নি। (প্রতিনমস্কারপূর্ব্বক) আমি এখন আর আমাকে ঠিক ব্রাহ্মণ বল্‌তে পারিনে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বটে, কিন্তু পৈতে ফেলে দিইচি, জাতি-ভেদ মানিনে।

রুদ্র। (বিকৃত মুখে) ভ বটে ? তবেত ব বড় বা বাহাদুরী করেচ ! ঝা জাত মানিস্‌নে ব্যাটা থ থ তবে এ এখানে কেন ? বে বে বেরো এখনি ! ভে বেরো আমার বাড়ী থেকে ! আ আমার সম্মুখ থেকে শি শিগ্‌গির বে বেরিয়ে যা বল্‌ছি, ন নৈলে থো থো তোর মা—মা থায় এই হুঁ হুঁ হুঁকো ভাঙ্গব ? ঝা জাতনাশা ব্যাটারা আমাদের ঝা জাতকুল সব ম মজাতে এসেছে ? (গদাধর ভয়ে জড়সড়)

নি। তা যাচ্ছি, আপনি এত ক্রুদ্ধ হচ্চেন কেন ?

রুদ্র। আবার ত ত-রকার থ কচ্চিস্‌ ? বে বেরো শিগ্‌গির !

হরি। আঃ ছোট খুড়ো, আপনি করেন কি ? উনি যে সাধু মানুষ। একটু স্থির হোন্‌, বিজ্ঞ লোক হয়ে অত রাগ করা কি ভাল ? মনে একটুত শান্তি চাই।

রুদ্র। শা শান্তি তুই ভা ভাতে দিয়ে খে-খেগে যা ! আ আ আমাকে আবার উ উপদেশ দিতে এসেছে। (খকোর খকোর কাশি) পা পাজি, ন নচ্ছার, চু চু চুপ্‌ করে থাক্‌ ! (অতিক্রোধে পুনরায় কাশি।)

(হুঁকোটা নাবিয়ে রেখে নিজের গলাটা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে আপনার প্রতি)

খা কাশো ! বলি, কাশো না এখন খ খ কত কাশ্‌বে ? (খকোর খকোর) শালার ব ব গলা ছিঁড়ে টু-টু-টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌ব ! (আরো কাশি) (ছোট ছেলেদের হাসি এবং আমোদ)

হরি। ওরে ছেলেগুলো, হাঁসিস্‌নে চুপ্‌ কর, এখনি টুঁটি চেপে মেরে ফেল্‌বে। (পাখা লইয়া রুদ্রনাথকে বাতাস করন) ছোট খুড়ো, তেল এনে দেব, স্নান কর্‌বেন ? অনেক বেলা হয়েছে।

রুদ্র। ভি বিপ্‌নেকে আগে তুই এনে দে, ন ন-নৈলে তোর মা-মাথা ভাংবো; তোর পে-প্ররচারকের দা দাড়ি ছিঁড়বো। (ক্রোধে কম্পমান এবং ওষ্ঠ দংশন) ব্যাটা ফা পাষণ্ড, থো থোর পাপইত বাড়ীতে এ এত অমঙ্গল ঘট্‌লো ! (কাঁদিয়া) দাদা আমার দে দেশত্যাগী হলেন থো তোর দৌরাত্ম্যে। আঁ আঁ আমাদের এমন ফ ফ পরিবার, না নাম সম্ভ্রম, থো তো হ্‌তে স স সব উচ্ছন্ন গেল। আচ্ছা থু থু তুই ব্যাটা ও ও ওর সাম্‌নে ভ বউমাকে ভ ভ বসালি কেমন করে বলতো ? ল লজ্জার মা-মাথা এ এ একেবারে খে খেয়ে বসে আছ ? আর ও ভে ভে বেটিই বা কেমন ভ ভদ্রলোকের মেয়ে, যে সে সে দিন স্বামী গেল জে জেলে, আ আর আজ ও কি না বেগানা পুরুষের সঙ্গে চো চোক বুঁজে বসে রয়েছে ! হায় ! থো থো তোর জন্যে আমাদের তি তি (বাক্যরোধ) স্ত্রীলোকের আব্‌রু ফ ফ পর্য্যন্ত গেল। শু শু শূদ্দুর হয়ে তুই ভে ভে বেদ পড়িস্‌ স-সইবে কেন ? উঃ ভে ভে ব্যাটা যেন ভিজে বেড়াল, খি কিছুতেই তাতে না।

হরি। (মৃদুভাবে) আচ্চা, বেদ যদি শূদ্রে পড়্‌লে অমঙ্গল হয়, তবে বিলাতের মোক্ষমূলর, সাহেব হয়ে কেমন করে তা ছাপালেন ?

রুদ্র। (ভয়ঙ্কর চীৎকার রবে) ছো ছো চোপরাও! এমন মা মা মারেংগা যে মা মা মারকে মারকে ফি পিঠ তক্তা করে ফ্যালেঙ্গা। ফে ফে ফের (কথাবন্ধ) অাঁ আমারা সঙ্গে তরকার ? এই হুঁ হু হুঁ হু হুকোর বাড়ী তোর মা মা মাথায় মারবো।

গদা। প্রচারক মহাশয় ! আমার বড় পেট ব্যাথা কচ্চে, একবার বাইরে যাব। (পলায়ন)

রুদ্র। ধ ধ র ধর ব্যাটাচ্ছেলেকে ! (আক্রমণ) হা আজ স স সব ব্যাটাকে বা বাড়ীথেকে থা থা তাড়িয়ে তবে জল গ্রহণ কর্‌ব। হে এ বাড়ীতে আঁ আঁ আমার অংশ আছে তা তা জানিস ? (চীৎকার রবে) ফে ফে ফের যদি ঐ বিম্মি ব্যাটাদের সঙ্গে মে মেয়েদের য়্যা য়্যা এক ঘরে ভ ভ বসতে দিস্‌ তা হলে

ধে ধে দেখবি কেমন অঁা অঁা আমি রু রু রু রুদ্রনাথ বোস। উঃ! ঝা ঝা জানানার ভেতর ভে ভে বেগানা লোক? অঁা আমি বেঁ বেঁচে থাক্‌তে! (দন্ত কড়মড়ি এবং লম্ফ ঝম্প ও হুকা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান)

[যবনিকা পতন]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আণ্ডামান দ্বীপ সমুদ্রতট।

অবিনাশ আসীন।

অবি। আহা! কি বিচিত্র গম্ভীর দৃশ্য। সাগরের নীল জল হাত বাড়িয়ে যেন আকাশের মেঘকে ধত্তে যাচ্চে। সন্ধ্যার আঁধার, মেঘের আঁধার সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়েছে! আমার ভেতর বার দুই যে সমান দেখ্‌চি! পক্ষিশাবকগণ মা বাপের সঙ্গে কেমন আহা! ডাকতে ডাকতে বাসায় ফিরে এল। হায়! আমি সব্বাকেই হারিয়ে শেষ একলা এখানে পড়ে রৈলেম। কোথায় গেল আমার প্রাণাধিক বালক বালিকা! কোথায় প্রিয়ে চারুশীলে! আহা! তুমি কোথায় রৈলে? কোথায় প্রাণের ভাই হরিসুখ! হায় রে! চিরজীবনের মত আমি কি তোদের হারালেম? বাইরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখে প্রাণের ভেতরটায় যেন হুহু করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে। কত দিন হল তোদের মুখ দেখিনি। মা, হেমলতা, তোমার নির্ম্মল প্রফুল্ল মুখ খানি কি আর দেখ্‌তে পাব না? প্রিয়তমা চারু, তোমার নিকটে যে আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়ে রৈলেম। (অধীর হইয়া রোদন) ভাই হরি! তোরে বুকে ধরে একবার আলিঙ্গন কত্তে যে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। হায়, কৃতান্ত সমান শার্দ্দূল যেমন গাভীর পশ্চাৎ থেকে তার শিশু বৎসকে নিয়ে যায়, জননী দেবীর কোল থেকে আমাকে তেমনি করে কেড়ে নিয়ে এল। মাতার আর্ত্তনাদ, পিতার গভীর ক্রন্দন, এখনো আমার হৃদয়কে ভেদ কচ্চে। উঃ পাপের যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই। হায়! তখন হরিসুখের কথা শুনে যদি ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিতেম তা হলে আর এ দুর্দ্দশা ঘটতো না। প্রেয়সী চারুশীলা এই জন্যে আমার পায়ে ধরে কত কেঁদেচে! আহা! প্রিয়ে, তোমার ব্যাকুলতা—ও হোঃ হোঃ (চীৎকার শব্দে রোদন।)

[নিকট দিয়া তিন জন অসুরাকার চোরের পলায়ন। এবং তৎপশ্চাতে পুলিসের অনুসরণ]

উঃ! কি ভয়ঙ্কর রাক্ষসভূমিতেই এখন আমি বাস কচ্চি। এমন উচ্চ বংশের সন্তান হয়ে শেষ কি না চোর ডাকাতের সঙ্গে জীবন শেষ কত্তে হল। হা অদৃষ্ট! পাপের ফল দেখ্‌চি এই পৃথিবীতেই ফলে। আহা! ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষেরা পরের জন্য প্রাণ দিয়ে শেষ পুণ্যের মুকুট পরে স্বর্গে চলে গেলেন, আর আমি কর্ম্মফলে এই ঘোর নরকে ডুবে হাহাকার কচ্চি। লোকের নিকট, ধর্ম্মের নিকট চিরকলঙ্কী বলে পরিগণিত হতে হল। হায়রে! হাতে হাতে পাপের দণ্ড পেলেম। (অধোবদনে নিস্তব্ধ)।

বলরামের প্রবেশ।

বল। কিহে! এখানে একা বসে কি ভাবচ? এস বাড়ী যাই।

অবি। কোথা আর যাব ভাই! তুমি যাও, আমি এই খানে একটু থাকি।

বল। তোমার আর দুঃখ কিসের বল। সাহেব তোমার প্রতি যেরূপ সন্তুষ্ট, চাই কি এক দিন খালাস দিলেও দিতে পারে। আমার আর কোন আশা ভরসা নাই। পিটে চাবুকের দাগ দেখছ একবার! (পৃষ্ঠ প্রদর্শন) যেন দরমা বুনে দিয়েছে। মারুক শালারা, যা হবার তাতো হয়ে গিয়েছে, আর কি করবে?

অবি। খালাস পাবার আশা কারুরই নেই, এই খানেই জীবন শেষ হবে। তোমায় যে বড় খুসি খুসি দেখ্‌ছি?

বল। ভেবে আর কি হবে বল, কাজেই আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাই। ভেতরে রাবণের চিলু জ্বলচে, তা আর নিব্‌বে না। এখানে একটা মুচির মেয়েকে বে করিচি, দুই পাঁচটা ছেলে পুলে হয়েছে, তাই নিয়ে নাড়িচাড়ি ভুলে থাকি। আর কোন্ শালার খোসামোদ কত্তে যাবো? তুমি তবে এখন যাচ্চ না? আমি চল্লেম্। উঃ পশ্চিমে বড় মেঘ করে আস্‌চে। (প্রস্থান)।

অবি। (দাঁড়াইয়া) কি বিপদ! এখানেও আবার সেই পাপসঙ্গ। যাই একটু আড়ালে গিয়ে বসি। (নিভৃতে বসিয়া) উঃ বাপ্ রে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে মেঘে চারিদিক ঢেকে ফেল্লে! কি গভীর ঘন অন্ধকার! বাতাসের

জোর ক্রমেই বাড়তে চললো। বানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি? যায় যাক্, আর বেঁচেই বা কি সুখ! ও বাপ্ রে কি প্রকাণ্ড ঢেউ! যেন পাহাড় পর্ব্বত গুঁড়ো করে ফেল্‌চে। প্রকৃতি কি গম্ভীর বিকট মূর্ত্তিই ধরেছে! যেন প্রলয় কাল উপস্থিত। হা, আমার ভেতর বার একাকার হয়ে গেল। ভেতরের বিষাদ দুঃখ এ হতেও যে বেশী মনে হয়। এইতো নরক-ভোগ। ইহা অপেক্ষা আর মর্ম্মযাতনা অধিক কি হতে পারে? উ হু হু! কল্‌জের ভেতরটা যেন একেবারে জ্বলে পুড়ে যাচ্চে। হায়! কার কাছেই বা কাঁদি, কেইবা আমায় সান্ত্বনা দেবে। প্রাণটা হুঁ হু কচ্ছে। সব দিক্ ধূ ধূ! আমার কি মৃত্যু উপস্থিত হল? আয়, মৃত্যু আয়, তোরে আলিঙ্গন করে ঠাণ্ডা হই। (অনবরত রোদন) মর্‌লেই বা শান্তি কোথায়? মনের এই অবস্থা নিয়েই তো যেতে হবে। হয়তো পরলোকে আমার জন্যে আরো কত কঠিন দণ্ড প্রতীক্ষা করে রয়েছে। হায় হায়! পাপ দুষ্কর্ম্ম গুলো যেন কেউটে সাপের মত ফণাধরে বেড়াচ্ছে। হতভাগার পাপের কি আর কিছু বাকী ছিল? হায়, কত লোককেই যে আমি কুকার্য্যে প্রবৃত্ত করেচি. ভাব্‌লে আর আশা থাকে না। এখন নিজে নিষ্পাপী হলেও শত শত লোককে পাপে ডোবানর ফল আমায় চিরকাল ভুগ্‌তে হবে। এমন জঘন্য অপকর্ম্ম কি আছে যা আমা হতে হয় নি? আহা! সামান্য অর্থের লোভে আমি কত নিরাপরাধীর সর্ব্বস্বান্ত করেচি। আমার মিথ্যা ওকালতিতে কত মাতা পুত্রশোকে পাগল হয়েছে, কত স্ত্রী স্বামী বিরহে আকুল হয়ে পথে পথে ফিরচে। এখন কি করি, যাই কোথা? এ দুঃখের অন্ত আমার কে করবে? কোন উপায় আর্‌তো দেখ্‌চি না। আহা! যদি একটু বিশ্বাস ভক্তি থাকৃতো তা হলে এ সময় ভগবান্‌কে ডেকে প্রাণটা জুড়াতেম। কোন দিকেই যে কূল কিনারা দেখা যায় না। কারে ডাকৃবো, কি বলে ডাকৃবো, কিছুই জানিনে। তাঁর নামই বা কি, তিনি থাকেনই বা কোথা, কে আমাকে এ সব বলে দেবে? এখানে কি তিনি আছেন? এমন পাষণ্ড দুরাচারীর কাছে কি তিনি থাকেন? প্রিয়ে চারুশীলে, সতী সাধ্বী আমার, কোথা তুমি? একবার তেম্‌নি করে (হাহারবে ক্রন্দন) কেঁদে কেঁদে ঊর্দ্ধ মুখে তোমার ভগবান্‌কে তুমি ডাক, আমি শুনে সুখী হই। আ, সে দৃশ্য

আমার প্রাণের মধ্যে আজও জাগ্‌ছে। আহা হা! গেল রে, আমার বুক ফেটে গেল। মাগো মা কোথা তুমি?

(অবসন্ন চিত্তে নীরবে ভূতলে শয়ন।)

(অতিমাত্র বিহ্বল মনে) আহা! কে গা তুমি কাছে,—মায়ের মত বসে? আমায় কোলে তুলে নিয়ে কোথায় যাচ্চ? তুমি কি মা? আমার মাথায় কি তোমার হাত? হাত খানি কি কোমল! কি শীতল! আহা হা! এ আবার কি! প্রাণের মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব আলোকের ছটা দেখ্‌ছি। এ যে চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ! কার রূপের প্রভা? কে যেন আবার মধুর স্বরে বল্‌চে;—

"বৎস, এই যে আমিই তোমায় কোলে করে রয়েছি। বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছিলাম, এক নিমেষের জন্যও কোথাও ছেড়ে থাকি নে। কতবার কত রকম করে তোমাকে ডেকেচি, কিন্তু তুমি শুনেও শোন নাই। তোমার স্ত্রী এবং ভাইকে দিয়ে কত দিন ডেকে পাঠিয়েচি, তাও তুমি গ্রাহ্য কর নাই। তবু তোমায় ভুলে কি আমি কখন থাক্‌তে পারি? বরং মা ছেলেকে মাই দিতে ভোলে, কিন্তু আমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই তোমাদের দিকে। বাপ্, আর তুমি কেঁদ না, প্রাণত্যাগ কত্তে যেও না, আশ্বস্ত হও, কোন ভয় নাই, যখনই ডাক্‌বে, তখই দেখা পাবে। তোমাদের পরিবার আমার চিহ্নিত সুখীপরিবার হয়ে জগতে বিশ্বপ্রেম প্রচার কর্‌বে।"

(কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া) আহা হা কি আরাম! কি আনন্দের সমাচার! ঠাকুর গো, তুমি কি আমায় সেই চারুশীলার ভগবান্? আ! কি মিষ্টি কথাই শুন্‌লেম! ওহে পাপীর বন্ধু, তুমিই কি ভক্তসখা ভগবান্? তুমি আমায় ছুঁলে কেন বল দেখি? (কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ও অনুতাপ) আমি যে অস্পৃশ্য মহাপাপী। উঃ কি তেজঃ! চোক তুলে চাইতে পারিনে। হা ঠাকুর, তোমায় নিয়ে আমি কি কর্‌বো? কোথা রাখ্‌বো? পাপে যে আমার আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন। (পাপ স্মরণপূর্ব্বক পুনরায় বিহ্বল।) আহা! আবার যে কি কথা শুন্‌চি;—

"নিরাশ হইও না। সাধুসঙ্গ অন্বেষণ কর, সাধনে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধ হবে। তখন সর্ব্বদা আমায় পাবে। অন্তর হইতে পাপ ইচ্ছাকে একেবারে দূর

করে দাও, তা হলে পুরাতন পাপ আর কিছুই থাকিবে না। অবশিষ্ট যা যা প্রয়োজন পরে বলিয়া দিব।”

আ! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। কে যেন জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দিলে। আহা! সুর খানি যেন কাণে লেগে রয়েছে। মায়ের কোলের মত মিষ্টি সামগ্রী কিন্তু আর কিছু নাই। তবে আর একটু ঘুমুই, বড় ক্লেশ পেইছি, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আহা! এত যন্ত্রণা পেয়ে কৈ তোমায় তো এক দিনও ডাকি নি। আগে যদি জানতাম, তা হলে তোমাকেই ডাক্‌তেম। আহা! এমন মা তুমি। তাই তোমাকে চারু আর হরি এত ভালবাসে?

(দুই জন ডাকাত শবদেহ ফেলিয়া অবিনাশের প্রতি চেয়ে ফিস্ ফিস্ এবং প্রস্থান।)

তিন জন পুলিষের প্রবেশ।

পুলি। (ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অবিনাশকে ধরিয়া) ওই ও বদমাশ্! আঁখ মুদ্‌কে বয়ঠা হ্যায়! সয়তান্ কি বাচ্চা, বড়া ভকৎ বন্ গ্যায়ো। লাস্ উহাঁ রাখ্‌কে ইহাঁ ভজন লাগায়ো। উঠো শালা, (প্রহার)

অবি। ও মা-মাগো মরে গেলেম। হা দয়াময়, একি সর্ব্বনাশ! প্রভু মরার ওপর আবার খাঁড়া! ঠাকুর, আমিত কিছুই জানি নে। এ আবার কি বিপদ উপস্থিত। আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত এখনও হল না? আর যে দুঃখ সইতে পারিনে ঠাকুর! (ক্রন্দন)

পুলি। ক্যা রোগে লাগা? চলো?

(শবের সহিত অবিনাশকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।)

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। আড়াঠেকা।

ওহে বিধি তব বিধি কে পারে বুঝিতে বল।
জীবের জীবনগতি চপলা সম চঞ্চল।
তুমি যারে ভালবাস, হয় তার সর্ব্বনাশ, পাপী করে সুখে বাস,
এ কি বিপরীত ফল!

অবিনাশের পুনঃ প্রবেশ।

অবি। হায়, কি বিপদেই পড়েছিলেম; পাপী পাপ ছাড়লেও যে দেখি নিস্তার নাই। যাহোক, তিনি কিন্তু নিরপরাধীকে যে বিপাকে ফেলেন না তাহাও দেখিয়ে দিলেন। প্রভু আমার মন পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এইটী ঘটালেন সন্দেহ নাই। আর আমি কখন তোমায় ছাড়বো না হরি; প্রাণ গেলেও ছাড়ব না। তোমার সহবাসে মিষ্টতা আবার পান করি। (চক্ষু নীমিলন ও হাস্য) ও আজ সব যেন মধুমাখা বোধ হচ্চে। আবার বাহিরের শোভা দেখি। (চক্ষু খুলিয়া) ভেতর বার সব এক হয়ে গেল যে। আহ্লাদ আরতো ধরা যায় না! (বিগলিত হৃদয়ে) প্রিয়তমা চারু, ভাই হরি, আমার এ আনন্দের দিনে যদি তোমরা নিকটে থাক্‌তে, তা হলে আজ আমার দশ গুণ আনন্দ হতো। আহা! এই জন্যেই তোমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল! এই সুখে সুখী কর্‌বার জন্যেই আমাকে কত বল্‌তে। হায়! পুণ্যবতী সতী লক্ষ্মীকে আমি পায় ঠেলে ফেলেচি। ওরে আমি যে তোদের তখন চিন্‌তে পারিনি। তোরা স্বর্গের ছেলে মেয়ে তা এখন বুঝলেম। হায়! আমার এ সুখের ভাগী কে হবে? দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার আশা যে জন্মের মত ফুরিয়ে গিয়েছে। (বিরহে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ)

ঘোর অমানিশা কালে হয় চন্দ্রোদয়।
ভীষণ উষর দেশে শোভে জলাশয়।
নিরাশ হৃদয় অবিশ্বাসী দৈববলে।
পায় শান্তি এক দিন বিভুপদতলে।
পলকে পাতকী পশি স্বর্গ নিকেতনে।
দেখে চিদানন্দঘন হরি নিরঞ্জনে।
দেবের দুর্ল্লভ হরি প্রেমামৃত রস।
পান করি গায় তাঁর সুবিমল যশ।
দয়াময় নামে হয় সম্ভব এ সব।
কিন্তু মম প্রিয়সমাগম অসম্ভব॥
এ কাল নিগড় ছিন্ন করি কে আমারে।
লয়ে যাবে দেশে পুনঃ প্রিয় পরিবারে॥
শোধিতে পাপের ঋণ যাবে এ জীবন।

বিষাদ বিলাপ মাত্র সম্বল এখন।
মরিতে হইল শেষ একা সিন্ধুতটে।
দেখি না উপায় আর এ ঘোর সঙ্কটে।
আত্মীয় স্বজনে আর পাব কিরে দেখা।
হায়! কে খণ্ডিতে পারে অদৃষ্টের লেখা।
এখনও কি আছে তারা বাঁচিয়া পরাণে।
কাহারে সুধাই তত্ত্ব কেবা তাহা জানে।
পাইয়া মরমে ব্যথা হয় তো এবার।
মরেছে প্রেয়সী চারু দুঃখিনী আমার।
কিম্বা শোকভগ্ন মনে ভ্রমে একাকিনী।
পথে পথে দেশে দেশে হয়ে পাগলিনী।
প্রাণ সম প্রিয় নিরঞ্জন হেমলতা।
করিবে তাদের প্রতি কে আর মমতা।
হয় তো অনাথ শিশু সন্তান দুজন।
দ্বারে দ্বারে অনাহারে করিছে ভ্রমণ।
প্রাণাধিক ভাই হরি গেলি রে কোথায়?
ভাবিলে তোদের কথা বুক ফেটে যায়।
আহা! তোরা জীবিত কি আছিস্ ভূতলে।
তো সবার লাগি দিবা নিশি হিয়া জ্বলে।
বৃদ্ধ পিতা মাতা হায়!, গেছেন চলিয়া।
দেশ ছাড়ি মনোদুঃখে বিবাগী হইয়া।
আসিনু যখন হেথা জন্মের মতন।
পারিনি ধরিতে বক্ষে মায়ের চরণ।
রে অধম তোর লাগি সকলি ডুবিল।
শোকানলে পুড়ে সবে জীয়ন্তে মরিল।
এ সময় দীননাথ, দেও দরশন।
ভরসা কেবল প্রভু তোমার চরণ।
আহা! প্রিয়ে চারুশীলে, ভাই হরিসুখ

দেখিব কি আর তোমাদের চাঁদ মুখ ?
থাকিতে এখন যদি নিকটে আমার।
কতই পাইতে সুখ আনন্দ অপার।
যাহার উদ্ধার হেতু করেছিলে কত।
কাতর প্রার্থনা বিভুপদে অবিরত।
সেই দুর্ব্বিনীত পশু আজ সুসময়ে।
হেরিল আনন্দময়ী মূরতি হৃদয়ে।
কিন্তু হায় মিছে হল বিলাপ ক্রন্দন।
আর কি তোদের সনে হবে রে মিলন ?
তবু কেন হয় পুনঃ আশার সঞ্চার।
কর নাথ দয়াময় যা ইচ্ছা তোমার।

বলরামের প্রবেশ।

বল। (এ দিক্ ও দিক্ খুঁজিয়া) এই যে! তুমি এখানে বসে আছ?

অবি। হাঁ ভাই (আকুল হইয়া রোদন।)

বল। চুপ কর চুপ কর, কেঁদ না। একটা শুভ সংবাদ তোমায় দেব।

অবি। আমার আর শুভ সংবাদ কোথা থেকে আস্‌বে? আচ্ছা বল তবে শুনি।

বল। সম্রাটের জন্ম দিনে যে সকল কয়েদী খালাস পাবে তার মধ্যে তুমিও আছ। দেখ! কেমন বলেছিলাম কি না?

অবি। বল কি! সত্যি না কি?

বল। তা না হলে আমি এত রাতে তাড়াতাড়ি এলাম কেন?

অবি। তাকি সম্ভব! এযে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

বল। কাল সকালেই শুন্‌তে পাবে, সত্য কি মিথ্যা।

অবি। (ভাবে গদ্ গদ্ চিত্তে বার বার প্রণাম করিয়া) আহা! তাইত প্রভু দয়ার ওপরে দয়া কর্‌লেন। নরাধমের প্রতি তাঁর এত কৃপা! যা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি তাও হল! আবার পরিবার আত্মীয় স্বজনের মুখ কি দেখ্‌তে পাব? হায়! একেবারে এত দয়া তো আমি ধারণ কত্তে পারিনে।

(আনন্দাশ্রুবর্ষণ) এখন সব যেন উল্টো বোধ হচ্চে। এত দিন দৈবের কল আমার পাপজঞ্জালে চাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যাই একটু চোখের জল তাতে লেগেচে, অমনি চাকা ঘুরতে আরম্ভ হল। এমন অখণ্ড নিয়ম আর তো দেখি নি। হায়! ঠাকুরের কাজে বাধা দিয়ে কি গণ্ডগোলেই পড়েছিলাম! যা কখনো আশা করি নাই, তাও পূর্ণ হল! এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য অলৌকিক কাণ্ড কি হতে পারে? ধন্য ধন্য ঈশ্বরের কৃপাকৌশল! (প্রণিপাত)

বল। ভাই অবিনাশ, তোমার ভগবান যে জাগ্রত তা আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি। চক্ষের সাম্‌নেই তাঁর মহিমা এবার দেখ্‌লেম। তুই তবে সত্যি সত্যিই আমার পাপের ভাগী হলি নে। হায়! আমি পাষাণহৃদয়। বৃথা আমোদে মেতে টাকার লোভে কত দুষ্কর্ম্মই না' কর্‌লেম! মদ! তুই আমার সর্ব্বনাশের মূল। তোর জন্যই আমার এই দশা ঘট্‌লো। হায় হায়! যে পাপের কথা শুন্‌লে লোকের গা শিউরে ওঠে তাই আমি স্বহস্তে করিছি। ধিক্ ধিক্ ধিক্! পাষণ্ড বলাই বন্দীর নাম মহাপাপীর খাতায় চিরদিন থাকল। হায় শেষ চোর ডাকাতের সঙ্গে জীবন শেষ হল। যা ভাই তুই দেশে যা, আমার সেই হতভাগিনী স্ত্রীকে বলিস্ যে আমি বলা পাষণ্ডকে দেখে এসেছি, সে আজও নরকের আগুনে জলে পুড়ে মরছে। হা, হা, হা! (গভীর ক্রন্দন)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হরিসুখের পৈতৃক বাসস্থান।

মধ্যাহ্ন উপাসনার পর হরিসুখ এবং সন্তানগণ সহ চারুশীলা আসীন।

চারু। ঠাকুরপো, ছেলে দুটোর ক্লেশ আর তো চোকে দেখা যায় না। আহা, বাছারা আমার খিদেয় ঘুমিয়ে পড়েচে। নিজেদের ভাগ্যে যা হয় হবে, কচি ছেলে যে মারা পড়লো না খেয়ে! হায় রে, দুঃখিনীর বাছা, তোদের কপালেও কি এত কষ্ট ছিল? তুমিই বা কি করবে, আমাদের জন্যে তুমি শরীর পাত করলে। হা দয়াময়, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হয়েচি, আর যে সহ্য করতে পারিনে ঠাকুর। দেখো নাথ যেন তোমার দাসী পরীক্ষায় পড়ে শেষ অবিশ্বাসের কূপে না ডোবে। লজ্জানিবারণ করো ঠাকুর, দাসীর মান রেখ। দুর্ব্বল চিত্ত অবলা নারী যে তোমার কঠোর শাসন বইতে পারে না। ভক্তের মত কি আমরা পারি? এত দিন কেবল তোমার কৃপাগুণে বেঁচে রয়েছি। দুঃখের শেষ সীমায় কি এখনও আমি আসিনি? আরও কি কিছু বাকী আছে? হায়, দুধের ছেলে আমার না খেতে পেয়ে মারা যাবে, প্রাণধরে তা কিরূপে দেখ্‌বো। (রোদন) সব সহ্য হয়, কিন্তু এটা কিছুতেই সহ্য কত্তে পাচ্চিনে। বুক ভেঙ্গে পড়চে। হায় হায়, বেলা দুটো তিন্‌টে বাজ্‌লো তবু কোন উপায় হল না। বিধাতা কি আজ তবে মাপান্ নি। দেও ঠাকুর বল দেও যেন বিপদের সময় তোমার অভয় চরণ না ছাড়ি।

হরি। তাইত, সেজো খুড়ো আজ বাড়ীভাড়ার টাকা কিছু দিতে চেয়েছিলেন তাও তো দিলেন না। দেখা যাক্, একটা উপায় হবেই এখনি। বিধাতা না দেওয়ালে কিরূপেই বা পাব। দুঃখেরোতো এক শেষ করা গেল। খুব প্রার্থনা কর। প্রার্থনাই আমার একমাত্র সম্বল। সকল ভার ভগবানের চরণে দিয়েছি তিনি যদি দাসের প্রাণ রক্ষা করেন বাঁচিব, নৈলে আর কি উপায়। (উভয়ে প্রার্থনায় মগ্ন।) ("লজ্জানিবারণ"—কীর্ত্তন)

কিছু ভোজ্য বস্তু হস্তে মহানন্দের প্রবেশ।

মহা। কেন মা হেম, এখানে কেন অমন করে শুয়ে আছ ? মুখ খানি যে তোমার বড় শুক্‌নো দেখ্‌চি ?

হেম। মামা আজ আমাদের এ বেলা রান্না হয় নি। (চক্ষু ছল ছল।)

মহা। অ্যাঁ! এত বেলায় খাওয়া হয় নি ? আহা! যত দুঃখ কষ্ট কি ধার্ম্মিকের ঘরে ? কেঁদ না মা, চুপ কর। এই খাবার ততক্ষণ তোমরা খাও, আমি বাজার থেকে শীঘ্র রাঁধবার সামগ্রী এনে দিচ্চি। (খাবার অর্পণ) সেই জন্য আজ আমার প্রাণটা ধড়ফড় কচ্ছিল। (বাজারে প্রস্থান)

হরি। (চক্ষু খুলিয়া) আহা! ভগবানের দয়ার ভার আর যে বহন করা যায় না। দুঃখী দাসের প্রতি তাঁর এত কৃপা! ভাবনা চিন্তাটা তবে এক প্রকার নাস্তিকতার মধ্যে।

মহানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

চারু। ভাই মহানন্দ, তুমি কি মনে কর আমাদের সে দরখাস্তখান গ্রাহ্য হবে ?

মহা। হতেও পারে। আজই তো কয়েদীদের আসবার দিন। কৈ কাগজে তো অবিনাশ বাবুর খালাসের কথা কিছু দেখ্‌লাম না।

হরি। ভগবানের মর্জ্জি হয় তো হবে। আমি তো ভাই মানুষের ওপর কোনই ভরসা রাখিনে। তাঁর নামে দরখাস্ত পাঠিয়েছি, যা করেন তিনি তাই হবে।

মহা। হরি বাবু, ছেলে পুলেদের এই কষ্ট, একটা কিছু উপায় টুপায় কর, নৈলে চল্‌বে কেমন করে ?

হরি। হ্যাঁ ভাই, তাঁর আদেশ পেইচি, একটা স্কুল করে বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রণালী দ্বারা যাতে ছেলেদের যথার্থ সুশিক্ষা হয় তা কত্তে হবে। শীঘ্রই আরম্ভ কর্‌ব।

মহা। অবিনাশ বাবুকে এত শীঘ্র ছেড়ে দেবে এমন তো মনে হয় না; অপরাধ যে অতি ভয়ানক।

হরি। শুনেচি তাঁর ওপর সাহেব না কি বড় সন্তুষ্ট।

চারু। আমার এত প্রার্থনা কি অমনি যাবে? নিশ্চয় তিনি খালাস পাবেন। ভগবান্ অনেক সময় দুঃখে ফেলেন বটে, কিন্তু শেষ আবার সব পুষিয়েও দেন। তাঁর নাম "ক্ষতিপূরণ"। দুঃখের পর সুখ বড় মিষ্টি লাগে। এই দুঃখ ক্লেশের মধ্যে কি তাঁর দয়ার অন্ত আছে? এত ক্ষণ চোকে আঁধার দেখ্‌ছিলাম, কিন্তু দয়াময় কেমন ঠিক সময়ে খাবার সামগ্রী সব এনে দিলেন। কত বার কত রূপেই না তিনি দয়া প্রকাশ কর্‌লেন! আমার খুব আশা আছে তিনি খালাস পাবেন। প্রার্থনা আমার অবশ্যই সফল হবে।

মহা। খালাস পেলেও কি হয়ে আবার আস্‌চেন তারো তো ঠিক নেই। যত সব বদ লোকের সঙ্গে বাস।

চারু। না, এবার এলে নিশ্চয় ভাল হবেন; সে বিষয়েও আমার খুব আশা হয়।

মহা। দেখা যাক্, আজই তো সকলের আস্‌বার কথা। যদি খালাস পান, তবে আজকেই সাক্ষাৎ হবে।

চারু। তুমি কাগজে কি দেখেচ আজ সব্বাই আস্‌বে?

মহা। এমনি তো বোধ হচ্চে। বোধ হচ্চে কেন নিশ্চয়।

নেপথ্যে কলরব।—ঐ বুঝি অবিনাশ দাদা এলেন! ওগো অবিনাশ দাদা আস্‌চেন তোমরা দেখ্‌বে এস! (শঙ্খধ্বনি।) সচকিতে সকলের উত্থান।

পাড়ার বালকগণে বেষ্টিত হইয়া সহসা অবিনাশের প্রবেশ।

মহা। বল্‌তে বল্‌তেই এই যে এসে উপস্থিত।

চারু। কৈ! কৈ! য়্যাঁ, সত্যি নাকি! (ব্যাকুল নেত্রে দর্শন এবং আনন্দে বিহ্বল।)

অবি। (সাষ্টাঙ্গে ভূমি লুঠাইয়া) আ! দয়াময়, পতিতপাবন! তুমি পতিতপাবন এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। (মাথা ঠুকিয়া বার বার নমস্কার।)

স্বামীর পদযুগলে চারুশীলার পতন এবং রোদন।

আহা! চারু, এ নরাধমের পায়ে আর তুমি হাত দিও না। পুণ্যবতী সতী সাবিত্রী, তুমি আমার পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েচ। (হরিসুখের কোলে মাথা রাখিয়া) ভাই, প্রাণের ভাই আমার! এই

পাপীষ্ঠ ভাইয়ের অপবিত্র শরীর তোমার স্পর্শে আজ শুদ্ধ হোক্। আমি তোর ছোট ভাই, তুই আমার দাদা; তুই আমার ইষ্ট গুরু (আনন্দের ক্রন্দন)

রোরুদ্যমান হরিসুখ কর্ত্তৃক অবিনাশের গাত্রে হস্তামর্শন।

(ক্ষণকাল পরে মাথা তুলিয়া) প্রিয়ে পুণ্যবতী, তোমার প্রার্থনার কান্না ঠাকুর শুনেচেন। (ছেলেদের কোলে লয়ে মুখ চুম্বন এবং চারুকে প্রণাম) ভাই হরি, তুমি আমায় ভিখারীর বেশ পরিয়ে শীঘ্র বিদায় কর, প্রভুর আদেশে আমি সাধুগুরু অন্বেষণের জন্য তীর্থ পর্য্যটনে যাব। এই দণ্ডেই আমার মাথায় হাতরেখে প্রার্থনা করে বিদায় দাও!

হরি। আহা হা! মরি! মরি! কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন! ধন্য মা আনন্দময়ী পতিতোদ্ধারিণী। (ভ্রাতার পদধূলি গ্রহণ) তাঁর কৃপা হলে বিশ বৎসরের কাজ যে এক দিনে হয় তা আজ দেখ্‌লেম।

চারু। তা হলে আমিও ওঁর সঙ্গে যাব, কাছে থেকে সেবা শুশ্রূষা কর্‌বো। ঠাকুরপো, এই ছেলে মেয়ে রৈল, আমাকেও বিদায় দাও।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নীলগিরি উপত্যকা।

অভেদানন্দ স্বামী ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট।

অবিনাশ ও চারুশীলার প্রবেশ।

অবি। (মৃদুরবে) স্থির হয়ে এইখানে বসি এস, দেখো যেন যোগীর ধ্যান ভঙ্গ না হয়। আহা, কি প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি! তপস্যার তেজে গিরি-কন্দর যেন আলোকিত হয়ে রয়েছে। (উভয়ে প্রণামপূর্ব্বক নিঃশব্দে উপবেশন) (যোগিবরের ভজনারম্ভ) আহা! একতন্ত্রীযোগে কেমন সুন্দর গান করিতেছেন! মৃদু গম্ভীর নাদে যেন বনরাজী নিনাদিত হইতেছে।

ভজন।

রাগিণী মূলতান।—তাল ঠুংরি।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে। তব গুণ কথনে, স্মরণে মননে, ভবভয় তাপ হরে।

গায় ঋষিগণ ত্বন্নাম অবিরাম, হে পরমেশ প্রাণেশ প্রাণারাম, অনুদিন যোগভরে।

কিবা প্রেমঘন রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপোধনে ধ্যান ধরে; সুধাগন্ধে অন্ধ ভক্তঅলিবৃন্দ পদারবিন্দে বাস করে; যে পদসেবনে, দর্শনে স্পর্শনে মহাপাতকী তরে।

স্বাধ্যায়।

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং।
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

(কঠোপনিষৎ।)

স্তব।

| | | |

তুমি এক অখণ্ড অনন্ত অতীন্দ্রিয়

| | |

চিন্ময় মঙ্গল আলয় হে;

নিরুপাধি মহান্ মহেশ নিরাকার

সর্ব্বনিয়ন্তৃ দয়াময় হে।

জয় বিশ্বপিতা ভবখণ্ডন ঈশ্বর

জীবননাথ অনাথগতি;

হরি দীনসখা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

ব্রহ্ম সনাতন প্রাণপতি।

তুমি মা শুভদে শরণাগতপালিকে

প্রেমময়ী করুণানয়না;

পরমা প্রকৃতে! ভবভার-বিনাশিনি,

হাস্যমুখী ঘনচিদ্বরণা।

তুমি সাধন সিদ্ধি সমাধি তপোবল

বেদ পুরাণ বিধান বিধি;

জয় পূর্ণ পরাৎপর কারণকারণ

শান্তিনিদান অমূল্য নিধি।

অবি। আহা! কি সুললিত সঙ্গীত, কি সুগভীর শ্রুতিনিনাদই শুনিলাম, কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করিল। পূর্ব্বকালে আমাদের প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিরা এইরূপ মহাবাক্যে পর্ব্বতগুহাকে নিনাদিত করিতেন। আজ আমি যেন কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া পুরাকালের সেই মহাজনসেবিত যোগাশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, বহু শত যোগী ঋষি তপস্বীকে দেখিলাম, কিন্তু ঈদৃশ সুরম্য তপোবন, এরূপ প্রসন্নমূর্ত্তি সিদ্ধ পুরুষ তো কোথাও দেখি নাই। এখনো তবে প্রকৃত সাধু মহাত্মাগণ এ পৃথিবীতে আছেন। আহা! চারু দেখ দেখ! যোগিবরের মুখমণ্ডলে কি মনোহর হাস্যদ্যুতিই প্রকাশ পাইতেছে! আহা! মৃগশাবকেরা নির্ভয়ে গাত্রলেহন করিতেছে, বনবিহঙ্গগণ চারিদিকে গীত গাহিতেছে। নির্ঝরের

কলনাদে পক্ষীদিগের সঙ্গীতরব মিশিয়া বনাশ্রমকে যেন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে।

আহা! কি সুরম্য গিরিকন্দর, বিপিন,
শোভা হেরি জুড়াইল প্রাণ। কে আনিল
এ বনমাঝারে হেন দুর্লভ দর্শন
তপোধনে? আইনু কি মোরা সত্য সত্য
ঋষিতপোবনে? যেও না হে মৃগশিশু,
ভয় নাই! রে বিহঙ্গ! কেন কর দূরে
পলায়ন? হায়! মোরা এত কি ঘৃণিত?
থাক, থাক, নহি মোরা ব্যাধ কালান্তক।
ভাগবতী তনু, তেজঃপুঞ্জ, এ যে অতি
বিচিত্র দর্শন! বনবাসী যোগী কেন
হরি বলে, প্রেমানন্দে মাতি? আবার যে
মা বলিয়া কাঁদে দেখি! করিল পাগল
আজ এ সন্ন্যাসী, ভক্তি সঞ্চারি হৃদয়ে।
সব যেন হেরি সুধাময়। তরুরাজী
শোভিছে সুন্দর বেশে, ফল ফুলে; চরে
বনে মৃগ পক্ষী কত, নিরাপদে; শান্তি
যেন মূর্ত্তিমতী! আ! কি আরাম লভিনু
আসি হেথা, পথশ্রান্তি গেল রে চলিয়া।

[স্বামীর ধ্যানভঙ্গ এবং প্রসন্ন দৃষ্টিতে আগন্তুকের প্রতি অবলোকন]

মহাভাগ, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আর কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দানে কৃতার্থ করুন। (পুনঃ পুনঃ উভয়ে প্রণিপাত) প্রিয়ে, এই সাধুর প্রতি আমার প্রাণ বড় আকৃষ্ট হচ্চে। এত দিন পরে বুঝি আমার মনোবাঞ্ছা দয়াময় সফল কর্‌লেন। ইহাঁরই কাছে আমার কার্য্য সিদ্ধি হবে।

চারু। আহা! তাইত, এমন শান্তপ্রকৃতি অপরূপ কান্তি যোগীত কোথাও দেখি নাই।

অভে। (প্রতিপ্রণাম করিয়া) বাবা, কি তোমার অভিপ্রায় বল শুনি। আহা! আজ মা আনন্দময়ী জননীর প্রতিমা এখানে কে প্রকাশ কল্লে। (চারুশীলাকে প্রণাম)

(স্বামী স্ত্রী উভয়ে যোগিবরের পদতলে পড়িয়া প্রণাম।)

বাপ্, তোমরা কি চাও বল, আমি যথাসাধ্য তোমাদের শুশ্রূষা করতে প্রস্তুত আছি।

অবি। গোসাঞী, আপনি গুরু হয়ে আমায় সৎপথ বলে দিন। আমি প্রভুর আদেশে এবং তাঁহার কৃপায় ইতস্ততঃ নানা দেশ ঘুরে ফিরে আজ আপনাকে এখানে পেলেম।

নেপথ্যে। অন্ন প্রস্তুত হয়েচে! গা তুলে আসুন!

অভে। বৎস, আমিতো তোমার প্রকৃত গুরু নই। সেই ভগবান্ হৃদিস্থিত পুরুষ, যিনি তোমাকে এখানে আসতে আদেশ করেচেন তিনি স্বয়ংই জীবের গুরু, সৎপথপ্রদর্শক। আমি অধম জীব হয়ে কি তাঁর কাজ কর্ত্তে পারি। তাঁর অনুগ্রহে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে তিনি নিজেই সকলের গুরু। হৃদয়ে তাঁকে অন্বেষণ কর, যা যা প্রয়োজন তিনিই সমস্ত বলিয়া দিবেন। পিতা ভগবানের প্রেমরাজ্যের কথা কেহ কাহাকে বলিয়া বুঝাতে পারে না। আচার্য্য উপদেষ্টাগণ মুক্তির দ্বারটি মাত্র কেবল দেখিয়ে দেন, তার পর ভেতরের গূঢ় সংবাদ প্রভু স্বয়ং তাঁর শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন'; তৃতীয় ব্যক্তির সে শিক্ষাপ্রণালী জানিবার অধিকার নাই। পরে সিদ্ধকাম হইয়া ভক্তগণ পরস্পর সাধনের ফল বিনিময় করেন।

গামছাকাঁদে শশা খাইতে খাইতে শশধরের প্রবেশ।

শশ। (স্বগত) আ গেল, খাবার সময়েই যত উৎপাত! আবার একটা মেয়ে মানুষ সঙ্গে! এত বেলায় সৎপ্রসঙ্গের ঢেউ উঠ্‌লো, তবে আজ ভাতের দফা রফা। যত উপসর্গ কি ছাই এই সময়!

অবি। প্রণাম হই ঠাকুর! আহা! কি দিব্য শ্রী, তেজোময় পুরুষ। সাধুসঙ্গের গুণে মানুষের চেহারা পর্য্যন্ত সুন্দর হয়ে যায়। মহাশয়েরও কি এই সঙ্গে থাকা? আপনারাই ধন্য! আহা, আপনাদের দর্শন কল্লেও পুণ্য হয়। অধমদের প্রতি একটু কৃপা করবেন।

শশ। হাঁ হাঁ তা হবে! এখন থামো, গোসাঁইজীর এখনও সেবা হয় নি। (স্বগত) অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। অনেক দেখা আছে বাবা. এখন সরে পড়, খিদেয় পেট জল্‌চে।

অভে। তোমার যেরূপ পিপাসা দেখ্‌ছি, ভগবৎপ্রসাদে অভীষ্ট বিষয়ে তুমি শীঘ্রই কৃতকার্য্য হবে। আহা! ঈদৃশ মুমুক্ষু চিত্ত মনুষ্যেরাই কেবল ভগবানের চরণারবিন্দ লাভ করতে পারে।

শশ। এ দিকে ভাত যে পড়ে শুকুতে লাগ্‌ল। ভোজন শেষ করে এ সব কর্‌লে ভাল হয় না?

অবি। আজ্ঞে আপনা——

শশ। ক্ষান্ত হয় হে বাপু, আর কথা বাড়িও না। বনের মধ্যে এলাম, তাতেও নিস্তার নেই। এ দুর্গম পর্ব্বতের ভেতর অন্ন সংগ্রহ করা সে কি কষ্ট তা আমিই জানি। যে ভাত আছে তাতে চার জনের তো কিছুতেই হবে না! (শশায় কামড়)

অভে। বাবা শশধর, তুমি না হয় আগেই খাওগে, আমি পরে যাচ্চি। আহা! ক্ষুধায় তোমার মুখ খানি মলিন হয়েছে। আমার নিমিত্তে তোমায় কত কষ্টই পেতে হয়। আর শশা খেও না, পিত্তি বিদ্ধি হবে; যাও ভাত খাওগে।

শশ। খাবে আর কি করে! আচ্ছা শীগ্‌গির শীগ্‌গির কথা শেষ করে ফেলুন। (স্বগত)। এখন খেতে বল্‌চেন, যদি খাই, তা হলে আবার মনে কর্‌বেন, ব্যাটা পেটুক শিষ্যি ভোগের আগে পেসাদ খেলে। মানুষ গুলোর কি বাপু একটু আক্কেলও নেই। (প্রকাশ্যে) বলি ওগো! তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি না বল? এখানে সৌজন্যতার দরকার নাই। এখনি হয় তো পাহাড়ী বাবা উঠ্‌বেন, কেউ খেতে পাবে না। উঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া শশায় কামড়)

অবি। আমাদের জন্য আপনাকে উদ্বেগ পেতে হবে না, আমরা দিবসে অন্ন ভোজন করি না।

অভে। আহা! বাপ্‌, তোমরা এত অল্প বয়সে এরূপ কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ধরেছ। ভগবান্ তোমাদের প্রতি যে প্রসন্ন হয়েছেন তার আর সন্দেহ নাই; নৈলে কি এ প্রকার সুবুদ্ধির উদয় হয়?

অবি। মহাত্মন্! আজ আমি আপনার অমৃত তুল্য আশাবাক্য শ্রবণে আমাকে কৃতার্থের ন্যায় মনে করিতেছি। আহা! এমন সুন্দর স্বর্গীয় কথা কোথাও কখনত শুনি নাই, প্রাণ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

শশ। (অস্পষ্ট স্বরে) ব্যাটা কি ভক্তপিটেল্! কথা শুন্তে না শুন্তেই ওঁর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল! আমি এত কাল সঙ্গে সঙ্গে থেকে ভ্যারেন্দা ভাজলুম, কিছু কত্তে পারলুম না, আর উনি এক ঘণ্টা কাছে বস্‌তে না বস্‌তেই প্রাণ ঠাণ্ডা! সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এক সন্ধ্যে এক মুটো ভাত খাব বাপু তারো আবার কত ব্যাঘাত!

অবি। আমি নানা দেশ ঘুরে ঘুরে আজ আপনাকে পেলেম, আপনিই আমার যথার্থ গুরু; কিরূপে আমি ভবসাগর পার হতে পারি তা আপনাকে বল্‌তেই হবে। প্রকৃত তত্ত্ব শাস্ত্র এবং সাধন ভজনের মর্ম্ম সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া দিন।

(গহ্বর হইতে পবহারী বাবার গাত্রোত্থান্) (সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বাবাজীকে দণ্ডবৎ)

শশ। এই বার মজিয়েচে! এত বেলায় আবার সাতকাণ্ড রামায়ণ খুলে বস্‌লো। ওদিকে আবার পাহাড়ী বাবাও এসে উপস্থিত। চুলোয় যাক্, বিধাতা আজ আর দেখচি তবে কপালে মাপান্নি। (হাঁটু এবং পৃষ্ঠদেশ গামছা দ্বারা বেষ্টন করিয়া অধোবদনে উপবিষ্ট এবং শশা ভক্ষণ)

অভে। বৎস, আর কেন আমায় অনুরোধ কর, আমি পূর্ব্বেই বলেচি, স্বয়ং ঈশ্বরই সকলের গুরু। তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্ম, সাধন ভজনের প্রকৃষ্ট উপায় তিনি নিজে না বলে দিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায় না। তবে যে যে উপায়ে তিনি আমাকে কৃপা করেছেন, তাই কিছু কিছু বলতে পারি। ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রতি যে আদেশ হয়েছে তদনুযায়ী তুমি চলিতে থাক, প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাবে। তোমার ওপরে যে ভগবানের বিশেষ দৃষ্টি পড়েচে তাত আমি দেখেই বুঝতে পাচ্চি। আচ্ছা আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলিতেছি। কিন্তু পবহারী বাবাজীর নিকট তুমি নববিধানের বীজমন্ত্র পাবে।

(শশধরের নিদ্রাকর্ষণ এবং ঘর্ঘর রবে নাসিকার শব্দ)

বাবা শশধর, ঘুমুলে কি? সংপ্রসঙ্গের স্থানে নিদ্রা যাওয়াটা নিষিদ্ধ।

উঠে বসে শোনো দিকি, আহা! ইনি কেমন সারগর্ভ কথা সব বল্‌চেন। এদের তুমি সামান্য জ্ঞান কোরো না, এঁরা ভগবানের প্রেরিত সাধু। বাবা' নাসিকার যে বড় শব্দ হতে লাগ্‌ল। শশধর! ও শশধর! ঘুমিও না।

শশ। আজ্ঞে, উঁঃ! (হাঁই তুলিয়া) কি বল্‌চেন? না, ঘুমব কেন? সব শুন্‌তে পাচ্ছি। আহা! অতি চমৎকার কথা। (আড় চখে দৃষ্টি এবং পুনরায় নিদ্রা) (স্বগত) অনেক শোনা আছে বাবা, হাড় ভাজা ভাজা।

অভে। বাবা, যাও অন্ন পরিবেশন করগে আমি যাচ্চি। (শশধরের প্রস্থান)

অবি। আচ্ছা. তবে আপনি যা যা পরীক্ষা করে বুঝেচেন তাই বলুন। আমি নিতান্ত পিপাসিত হয়েছি, আর বিলম্ব সহ্য হয় না। ঠাকুর আমাকে এই দৈববাণী শুনিয়েচেন, যে আমাদের পরিবার সুখী পরিবার হবে। আর সাধুগুরুসঙ্গে সাধন ভজনাদি কর্‌লেপুনরায় আমি তাঁর দেখা পাব,—সদা সর্ব্বদা যেথানে সেথানে দেখা পাব।

অভে। আহা কি অপূর্ব্ব দেববাণী! বৎস, আরতো তোমার কিছু শুনিবার বাকী নাই। তুমি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ, এক্ষণে সস্ত্রীক গৃহে প্রতিগমন করে সপরিবারে তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত থাক। ঈশ্বর তোমাদের দ্বারা জগতে প্রেমপরিবারের সূত্রপাত করবেন, ইহাইতো পরম ধর্ম্ম! তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে স্বর্গের অমরাত্মা সাধু গুরুদিগকে দেখাইয়া দিবেন এবং মুক্তির শাস্ত্র প্রকাশ করবেন। বর্ত্তমান যুগে ভগবানের বিশেষ প্রকট লীলা আরম্ভ হয়েছে, বহুবিধ আশ্চর্য্য অলৌকিক কীর্ত্তি তিনি করিতেছেন, অনেক অভিনব তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। এ যুগে পরিবারই তপোবন স্বরূপ হবে।

অবি। গৃহাশ্রমে থাক্‌লে কি ঠাকুরের দর্শন পাব?

অভে। অবশ্য পাবে। কেন পাবে না? বর্ত্তমান যুগধর্ম্মলীলার অভিপ্রায়ই এই যে, জীব গৃহে থাকিয়াই যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সমাধি সাধন করে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে। এক ব্রহ্ম বস্তু হইতেই ঘরে বসিয়া তুমি সমুদায় লাভ কর্‌বে। তাঁহারই মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিবে। স্বয়ং ব্রহ্মই ধর্ম্ম-মীমাংসা। সর্ব্বদেশীয় মহাত্মা যোগী সাধুগণ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দে বাস

করিতেছেন। স্বর্গ পরলোক যাবতীয় শাস্ত্র বিধি সম্প্রদায় এবং সাধুর মিলন স্থান তিনি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে মিলন হলে মহাযোগ দ্বারা তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বিভূতির সহিত তোমার যোগ হবে। যত কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাধু দেখিতে পাও সকলই তাঁহার প্রকাশ। যোগীশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "পিতর্য্যস্মি পিতাময়ী যূয়ংময্যস্মি যুষ্মাসু"। অর্থাৎ আমি পিতাতে পিতা আমাতে তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে। ভগবদ্গীতাও বলেন, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" "যোমাং পশ্যন্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি"। "সর্ব্ব ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্ব মাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তোমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।" দেখ, যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ যোগেতে আপনাকে ভগবানের সঙ্গে একীভূত জ্ঞান করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, মহাযোগী ঈশা জগৎপিতার সহিত ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিত হইয়া সেই প্রাচীন মহাবাক্যই সপ্রমাণ করে গিয়েছেন। বেদে ও উপনিষদেও এ বিষয়ের ভূরি প্রমাণ আছে। ফলে যা সার কথা তা সর্ব্বত্রই সমান; সকল মহাজনেরাই এক কথা বলিয়া গিয়াছেন। এক অখণ্ড চিদ্বস্তু সর্ব্বজীবের উপাস্য, প্রার্থনা তাঁকে পাইবার উপায়, বিবেক দ্বারা তাঁর অভিপ্রায় বুঝা যায় এবং সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাধু মহাজনগণ তপস্যার সহায়। বর্ত্তমান লীলার বিশেষ মূর্ত্তি তিনি তোমাকে দেখাবেন, এক্ষণে স্বদেশে প্রস্থান কর, পুনরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, মহম্মদ, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পল, সক্রেটিস্ প্রভৃতি ভক্ত সন্তানগণকে কোলে নিয়ে মা আনন্দময়ী জগদীশ্বরী তোমার হৃদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন। এই তাঁহার নবীন মূর্ত্তি, মহাযোগ সাধন দ্বারা ইহা দেখিতে পাইবে। চিন্ময়ী বিশ্বমাতার প্রেমবক্ষে যাবতীয় আপাতদৃশ্য বিপরীত মত ও ভাবের মিলন এবং সামঞ্জস্য হইয়াছে। সকলের সহিত সাধুভাবে প্রেমযোগে মিলিত হইয়া অবশেষে তোমরা সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের প্রেমসিন্ধুতে বিলীন হইবে।

অবি। আহা! এত দিনে আমার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হল। যা কিছু আপনি আজ্ঞা কর্‌লেন দেবপ্রসাদে আমি সে সকল পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌লেম।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনার কোথায় গমন হবে এবং কোথায় বা স্থিতি।

অভে। আমি সম্প্রতি মেকা, জেরুশালম তীর্থে গিয়েছিলাম। এ স্থান হতে শীঘ্রই কপিলবস্তু, জনকপুর বশিষ্ঠাশ্রম হইয়া নবদ্বীপধাম দর্শনান্তর গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তার পর তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা এখন গৃহে যাবেত?

অবি। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

অভে। আচ্ছা তবে পবহারা বাবার নিকট মূলমন্ত্র নিয়ে যাও।

অবি। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করুন্। (প্রণিপাত)

পব। (কম্পিত স্বরে) তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ কর। এক হৃদয় হইয়া সংসার মধ্যে দ্বিজধর্ম্ম পালন করিবে। সুখ সম্পদে দুঃখ বিপদে "সচ্চিদানন্দ" এই মহামন্ত্র জপ করিবে। তোমাদের বিপদ পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। সংসারের দুর্গম পথে বড় ভয়। সাবধান! বীজমন্ত্র কখন ভুলিও না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

(সকলের প্রস্থান)